মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান:

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং ইসলামের প্রেক্ষিত

ICRC

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি
বাড়ি ৭২, রোড ১৮, ব্লক জে, বনানী
ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
টেলিফোন +৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬১, ফ্যাক্স +৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬২
ইমেইল dhaka@icrc.org www.icrc.org/bd

মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান: আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং ইসলামের প্রেক্ষিত

মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ

সম্পাদনা
ড. মো: মাইমুল আহসান খান
প্রফেসর এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান
আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডা. খিজির হায়াত খান
প্রাক্তন পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম মন্ত্রণালয়

ভাষান্তর
মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম

ইংরেজি ভাষায় প্রথম প্রকাশকাল, মার্চ ২০১৫
বাংলা অনুবাদ প্রথম প্রকাশকাল, এপ্রিল ২০১৮

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত নিবন্ধসমূহে শুধুমাত্র নিবন্ধকারিদের নিজেদের মতামতেরই প্রতিফলন ঘটে এবং তাতে উল্লেখিত মতামতসমূহ আবশ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি'র নিজস্ব মতামত নয়।

দায়বর্জন বিবৃতি:

এই নিবন্ধে প্রকাশিত মতামত কেবলমাত্র নিবন্ধকারিদের নিজস্ব মতামত। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কোনভাবেই এ ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব বহন করে না। তবে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি এ প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেছে এবং নিবন্ধটি ছাপতে ও প্রকাশ করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছে।

সূচীপত্র

১.	উপক্রমণিকা	৫
২.	সমকালিন আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের (IHL) দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান	১২
২.১	নিখোঁজ ব্যক্তিদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান	১৫
২.২	মৃত ব্যক্তির প্রতি যথাযথ আচরণ	২৭
২.৩	মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ ও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ফেরত প্রদান	৩৯
২.৪	মৃত ব্যক্তির সৎকার	৪৫
৩.	মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি	৬৫
৩.১	ইসলামে মানুষের মর্যাদা	৬৫
৩.২	মৃত ব্যক্তির মর্যাদা	৭৪
৪.	মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রসঙ্গে ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সমান্তরাল পর্যালোচনা	৯৬
৪.১	নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করা	৯৬
৪.২	মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান	৯৮
৪.৩	মৃত ব্যক্তির দাফন	১০৪
৫.	লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১০৮

১. উপক্রমণিকা

সহজাত মানবস্বত্ত্বার প্রতি সর্বাবস্থায় লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, রাজনৈতিক মতাদর্শ বা অন্য কোনো পরিচয় নির্বিশেষে অবশ্যই সম্মান-জ্ঞাপন করতে হবে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানব-সভ্যতা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবস্বত্ত্বার প্রতি অমানবিক ও অসম্মানমূলক আচরণের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষণ করেছে। এরূপ অসদাচরণ বারংবার মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঘটেছে এবং ইতিহাসে এরকম অসংখ্য নজির রয়েছে যেখানে মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শনের সাধারণ নীতিমালাকে উপেক্ষা করে সুষ্ঠুভাবে সৎকার করা হয়নি।[১] ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বের অসংখ্য যুদ্ধ ও সংঘর্ষের পাশাপাশি দু'টি বিশ্বযুদ্ধের বর্বরতা এই রূঢ় সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। যা হোক, এই চরম বিশৃঙ্খল অবস্থাতেও মানুষের কল্যাণ সাধনের সদিচ্ছা একেবারে উবে যায়নি। সশস্ত্র সংঘাতের ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি মানবিক আচরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছুসংখ্যক মহানুভব ও আলোকিত হৃদয় সম্পন্ন মানুষের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত

---

১ গ্রন্থ-রচয়িতাদের অনেকের গ্রন্থেই এই উক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে, ফ্রান্সিস্ বাঞ্জিয়ন (François Bungion) - এর, উল্লেখ করা যেতে পারে; তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শত শত বছর ধরে সংঘর্ষে বা যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের মৃতদেহ যুদ্ধস্থলেই পড়ে থাকতো অথবা নির্দয়ভাবে সেগুলিকে ছুঁড়ে ফেলা হতো গণকবরে। তাঁদেরকে সনাক্ত করবার জন্য কেহ কোনো ভ্রুক্ষেপও করতো না, সেইসব মৃতদের দুর্ভাগ্য এতোটাই মর্মন্তুদ ছিলো। দ্রষ্টব্য - Bungion, Francois, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, International Committee of the Red Cross and Macmillan, 1st edition, 2003, ৪৯৮ পৃষ্ঠা । এই সংক্রান্তে গ্রাদিমির দ্জুরোভিচ্ (Gradimir Djurovic) কোনো সশস্ত্র সংঘাতে যুদ্ধরত সৈন্যদের মনস্তাত্ত্বিক দিক সফলভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, "সেই সময়ের সেনাদলগুলো তাদের হয়ে লড়াই করা লোকগুলোকে নিয়ে সামান্যই ভাবতো, আরো কম ভাবতো প্রতিপক্ষের হয়ে লড়াই করা লোকগুলোকে নিয়ে। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলির পরে মৃতদেহগুলিকে ছুঁড়ে ফেলা হতো গণকবরে, যেখানে অসনাক্তকৃত মৃতদেহের সংখ্যা সনাক্তকৃত মৃতদেহের সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতো।" দ্রষ্টব্য - Djurovic, Gradimir, The Central Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross, Henry Dunant Institute, Geneva, 1986, পৃষ্ঠা-১৪, দ্রষ্টব্যাংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে - ফ্রান্সিস্ বাঞ্জিয়ন (François Bungion) -এর প্রাগুক্ত বইয়ের ৪৯৮ পৃষ্ঠায়। ১৮৫৯ সনের ইতালীয় যুদ্ধাভিযানের অবসানে, ফরাসীয় সৈন্যবাহিনীর লাগাতার বিজয় সত্ত্বেও, তাদের সৈন্যদের মধ্য হতে ২৬৬৪ জন নিখোঁজ হিসাবে এবং ২৫৩৬ জন সৈন্য মৃত হিসাবে নথিভুক্ত হয়। অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর সৈন্যদের মধ্য হতে (৫০০০-৬০০০ যুদ্ধবন্দীসহ) ১৭০০০ জন নিখোঁজ হিসাবে এবং ৫৪১৬ জন সৈন্য মৃত হিসাবে নথিভুক্ত হয়। দ্রষ্টব্য - ডা: জে. সি. চেনু, ১৮৫৯-১৮৬০ সনের ইতালীয় যুদ্ধাভিযানের চিকিৎসা-শল্যশাস্ত্রীয় পরিসংখ্যান Dr. J.-C, Chenu, Statistique medico-Chirurgicale de la champagne d'Italie en 1859-1860, Librairie militaire de J. Dumaine, Paris, 1869, পৃষ্ঠা-৮৫১-৩। ১৮৬৭ সনের আগস্ট মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত, ত্রাণ সংস্থাসমূহের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বার্তায় উল্লেখ করা হয় যে, অল্প কয়েক সপ্তাহ মেয়াদের, ১৮৬৬ সনের অস্ট্রীয়-প্রুশীয় যুদ্ধের আট মাস পরেও, ৮৪ জন সেনা-

বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। এসব বিধিমালাই পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[২] এই সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা শুধুমাত্র জীবিত লোকদের জন্য নয় বরং সশস্ত্র সংঘাতে নিহতদের জন্যও সুরক্ষা নিশ্চিত

কর্মকর্তা এবং ১২,২৭৭ জন সৈন্য নিখোঁজ হিসাবে তালিকাভূক্ত ছিলেন এবং তাঁদের কি হয়েছিলো সে সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। (দ্রষ্টব্য - Conférences internationales des Sociétés de Secours aux Blessés militaires des Armées de Terre et de Mer, tenues àParis en 1867, দ্বিতীয় সংস্করণ, Imprimerie Baillière & fils, Paris, 1867, পর্ব- ২, পৃষ্ঠা- ৯০-৯১)।। সর্বশেষে উল্লেখিত উদ্ধৃতাংশদ্বয়, তদপূর্ববর্তীটির মতই, হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে, - International Committee of the Red Cross and Macmillan, 1st edition, 2003 কতৃক প্রকাশিত ও ফ্রান্সিস্ বাজ্ঞিয়ন রচিত The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, নামক বইয়ের, ৫০৫-৬ পৃষ্ঠার ১ নং পাদটীকা হতে।

২ ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠপূর্বক যথাসঙ্গত মূল্যায়ন করা হলে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে অন্যতম প্রধান লেখক, জঁা পিক্টেৎ এর, এতদ্‌পরবর্তীতে উল্লেখিত, স্বতঃস্ফূর্ত এই উক্তির প্রতি জোরালো আস্থার জন্য প্রনোদিত হতে হয়, "যুদ্ধ সম্পর্কিত আইন আর যুদ্ধ সমবয়সী এবং যুদ্ধ এই পৃথিবীর বুকে প্রানের আবির্ভাবের সমসাময়িক।" দ্রষ্টব্য - Pictet, Jean, Development and Principle of International Humanitarian Law, পৃষ্ঠা-৬। এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অগ্রপথিক যুদ্ধ বিষয়ক বিধিসমূহ তৈরী হয়েছে ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে এবং প্রতিধ্বনিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহে (যেমন, খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে, ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুর'আনে), বিভিন্ন সভ্যতার সংস্কৃতির প্রধানতম সাহিত্যকর্মসমূহে (যেমন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা ধর্মীয় উচ্চস্তরের গ্রন্থের মর্যাদাপ্রাপ্ত কিংবদন্তী মহাকাব্য মহাভারত), কিংবা সমরকলার মৌল-নীতিসমূহে (যেমন, ভারতভূমির মনুশাস্ত্রে বা জাপানের ঐতিহ্যগত আচরণবিধি বুশিদো-তে) যুদ্ধ বিষয়ক বিধিসমূহ বিভিন্নভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এমনকি মধ্যযুগের ইওরোপীয় বীরেরাও লড়াইয়ের বিস্তারিত বিধি তৈরী করবার জন্য যথেষ্ট কষ্ট করেছেন। দ্রষ্টব্য - Gasser, Hans- Peter, International Humanitarian Law, translated from German by Fitzgerald, Sheila and Mutti, Susan, from Hans Haug, Humanity for All, the International Committee of the Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Haupt, 1993, published by International Committee of the Red Cross (ICRC) Regional Delegation for South Asia, Sundar Nagar, পৃষ্ঠা-৩। এমনকি খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সনেও ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা যায় এমন কিছু কিছু বিধি সম্পর্কে অন্যান্য পন্ডিতগণও উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কারো কারো মতে, এমনটা হতেও পারে যে, সেইসব বিধিগুলি মানবিকতার কারণে নয় বরঞ্চ একান্তই সমরনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক কারণে তৈরী হয়েছিলো। তবে এই বিষয়ে তাঁরা সবাই একই মত প্রকাশপূর্বক বলেছেন যে, সেইসব বিধিগুলি মান্য করবার ফলাফলসমূহের ধরণ নিসন্দেহে মানবিকতানুকুল। দ্রষ্টব্য - Sass`oli, Marco, Bouvier, Anotine A., Quintin, Anne, How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian law, International Committee of the Red Cross, Third, Expanded and Updated Edition, 2011, vol. I, পৃষ্ঠা-১৩৯। আরেকজন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকার চমৎকারভাবে মন্তব্য করেছেন যে, আধুনিক যুগের বিধিবদ্ধ নির্দেশনাসমূহের এবং আগেকারগুলির যৌক্তিকতার ভিত্তিমূল যে একই ছিলো এমনটা না ও হতে পারে। তবে, সবগুলি সভ্যতাই তাদের নিজ নিজ সময়ের ও সমাজের আকাঙ্খা, চাহিদা এবং মূল্যবোধসমূহকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে সেই অনুযায়ী তাদের প্রণীত বিধিসমূহের প্রেক্ষিতায়ন করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য-পরিণতি নিয়ে তেমন একটা মানবিকভাবে ভাবতোনা, যুদ্ধবন্দীদেরকে মেরে ফেলা না হলে ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করা হতো। দ্রষ্টব্য - Ducrey, Pierre, Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antiques, Des origins à la conquête romaine, Paris, Editions E. de Boccard, 1968, হতে উদ্ধৃতায়নে Bungion, François, Customary International Humanitarian Law, ISIL Yearbook of International Humanitarian and Refugee Law, The Indian Society of International Law, New Delhi, vol. VII,

করেছে।[৩] যোদ্ধা এবং সশস্ত্র সংঘাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের পরিবারবর্গ অনস্বীকার্যভাবেই সবসময় নিদারুণ মনোকষ্টে ভুগেন যখন তাদের প্রিয় জনের কোন হদিস পাওয়া যায় না।[৪]

এসব কারণেই নিঁখোজ ব্যক্তির পরিবারবর্গকে তার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানতে সহায়তা করা এবং মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান নিশ্চিত করাকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অভিভাবক আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

মৃত্যু হচ্ছে যুদ্ধের অন্যতম অনিবার্য বাস্তবতা এবং এ কারণেই সশস্ত্র সংঘাতের সময় মৃতদেহের সম্মানজনক ব্যবস্থাপনা বহু ধরনের চ্যালেঞ্জের শিকার হয়। মৃত

2007, পৃষ্ঠা-২। আধুনিক যুগের বিধিবদ্ধ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উদ্ভব হয়েছে অনেকাংশেই, সুইৎজারল্যান্ডের একজন ব্যবসায়ী, স্যার হেনরী ডুনান্ট রচিত এবং ১৮৬২ সনে প্রকাশিত “স্যলফেরিনোর স্মৃতি” নামক স্বল্পাবয়ব একটি যুগান্তরী বইয়ের ওপর ভিত্তি করে। তদ্‌সংযোজনে, আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের নবজন্ম ও পুনরুজ্জীবনের জন্য বর্তমান বিশ্ব ফ্রান্সিস্ লিয়েবার-এর কাছেও ঋণী। তিনি যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রথাসমূহ এবং তদানীন্তন আইনী বিধানসমূহ, ১৮৬৩ সনের এপ্রিলে প্রকাশিত লিয়েবার কোড-এ, সুসংবদ্ধ করে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সময়কার প্রেক্ষাপটে ব্যপক ভূমিকা রেখেছেন। দ্রষ্টব্য -Hartigan, Richard Shelly, Lieber’s Code and the Laws of War, Chicago, 1983.

৩ প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা, প্রয়াতদের প্রতি আচরণের জন্য, অভিনব একটি নমুনা স্থাপনের মাধ্যমে চমৎকার একটি অনুসরনীয় দৃপ্রন্ত স্থাপন করেছিলো। প্রতিটি যুদ্ধের পরে বিজয়ী পক্ষের দায়বদ্ধতা থাকতো একটি অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করবার জন্য এবং পরাজিতদেরকে অনুমতি দেবার জন্য যেনো তারা তাদের পক্ষের মৃতদের শবদেহগুলি নিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধাসহকারে অন্তিম-আচারাদি সম্পন্ন করতে পারে। দ্রষ্টব্য -Bungion, François, Customary International Humanitarian Law, ISIL Yearbook of International Humanitarian and Refugee Law, The Indian Society of International Law, New Delhi, vol. VII, 2007, পৃষ্ঠা-২ উল্লেখিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই সংক্রান্তে তথ্যসূত্র হিসেবে একাধিক বর্ণনার উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি বর্ণিত হয়েছে Thucydides রচিত History of the Peloponnesian War, Book I, Chapter I, para, 63; Book II, Chapter II, para, 79; Chapter III, para, 92 ইত্যাদি বর্ণনায়।

৪ মৃত ব্যক্তিদের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাম্প্রতিক বিধানিক ব্যবস্থাতে বিভিন্ন ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যসূচক শাব্দিক-অভিব্যাক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, “মৃত” (প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৫(১) ও ১৭ নং অনুচ্ছেদে, দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১৮(১) ও ২০(১) নং অনুচ্ছেদে, জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের ৮ নং অনুচ্ছেদে এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা-তে সংকলিত ১১২ হতে ১১৬ নং বিধিতে); “মৃত ব্যক্তি” (প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৬ নং অনুচ্ছেদে, দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১৯ ও ২০(২) নং অনুচ্ছেদে); “শবদেহসমূহ” (প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭(৩) নং অনুচ্ছেদে); “নিহত” (চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদে); “মৃতদের দেহাবশেষসমূহ” (জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদের শিরোনাম-এ); কিংবা “মারা গেছেন এমন ব্যক্তিদের দেহাবশেষসমূহ” (জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদের বিধানাংশে)। একজন বিজ্ঞ গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন যে, এইসব ভিন্ন ভিন্ন শাব্দিক-অভিব্যক্তিকে পরস্পরের সমার্থক শব্দ হিসেবেই বুঝতে হবে। দ্রষ্টব্য- Petrig, Anna, The War dead and their gravesites, International Review of the Red Cross, Humanitarian debate: Law, policy, action: War Victims, International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press, vol. 91, No. 874, June 2009, পৃষ্ঠা-৩৮৮।

ব্যক্তির প্রতি সম্মান নিশ্চিত করার জন্য সুবিন্যস্ত সমকালিন আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যথাযথ সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।[৫] নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে এ ধরনের সুরক্ষা দেয়া শুরু হয় এবং মৃত ব্যক্তিদের সম্মানজনকভাবে সমাহিত করার মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়।

যা হোক, এটি আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের স্বল্পালোচিত এবং প্রায়শই উপেক্ষিত একটি দিক এবং ঐতিহাসিক ও আধুনিক যুগের সংঘাতের বাস্তব প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে যথোপযুক্ত গবেষণা একে সমৃদ্ধ করতে পারে। এটি অনস্বীকার্য যে, আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (IHL)-এর বিধানসমূহ এশিয়া মহাদেশ থেকে উদ্ভূত প্রধান ধর্মমতসমূহ যেমন হিন্দু[৬], বৌদ্ধ[৭], খ্রিস্টান[৮], এবং ইসলাম[৯] প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

---

৫ মৃতদেহসমূহের সুরক্ষা ও সুব্যবস্থাপনা সংক্রান্তে বিভিন্ন জিজ্ঞাস্য ও প্রশ্নের আইনী সমাধান পাওয়া যায় তৎসম্পর্কিত আইনী অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশে, যেমন দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাধারণ মৌল-প্রথাসমূহে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে এবং জাতীয় আইনসমূহে। দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪২-৩৪৩।

৬ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌল-প্রথাসমূহ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে হিন্দুবাদের অবদান সম্পর্কে জানবার জন্য দ্রষ্টব্য -Sinha, Manoj Kumar, Hinduism and International Humanitarian Law, in International Humanitarian Law A Reader for South Asia, Larry Maybee and BenarjiChakka (ed.), International Committee of the Red Cross, Regional Delegation, New Delhi, 1st edition, 2008, pp.123-133. আরো দ্রষ্টব্য - Nirmal, B.C. International Humanitarian Law in Ancient India, in Oxford Handbook of International Humanitarian Law, V.S. Mani (ed.) Oxford University Press, New Delhi, 1st edition, pp.03-13. প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ বিষয়ক হিন্দু আইন সম্পর্কে জানবার জন্য দ্রষ্টব্য -Harbar S. Bhatia (ed.), International Law and Practice in Ancient India (1977); Hiralal Chatterjee, International Law and Inter-State Relations in Ancient India (1985); Lakshmikanth R. Penna, "Writtten and Customary Provisions relating to the Conduct of Hostilities and Treatment of Victims of Armed Conflicts in Ancient India, International Review of the Red Cross, no. 271 (July-August, 1989), pp. 333-348.V.S. Mani, "International Humanitarian Law: An Indo-Asian Perspective", International Review of the Red Cross, vol. 83, no. 841 (March 2001), PP. 59-76. Nagendra Singh, India and International Law, vol. I (1973). Sekharipuram, V. Viswanatha, International Law in Ancient India (1925).

৭ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিকাশের ক্ষেত্রে বুদ্ধবাদের অবদান উপলব্ধি করবার জন্য দ্রষ্টব্য - Weeramantry, C.G., Buddhism and Humanitarian Law, in Oxford Handbook of International Humanitarian Law, V.S. Mani (ed.) Oxford University Press, New Delhi, 1st edition, পৃষ্ঠা- ০৩-১৩।

৮ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে সমৃদ্ধকরণের ক্ষেত্রে খ্রিস্ট-ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে জানবার জন্য দ্রষ্টব্য -Mani, V.S. Christian Traditions of International Humanitarian Law, in Oxford Handbook of International Humanitarian Law, V.S. Mani (ed.) Oxford University Press, New Delhi, 1st edition, পৃষ্ঠা- ১৪-২৪।

৯ মানবিক মৌল-প্রথাসমূহ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অবদান সম্পর্কে ধারনা পাবার জন্য দ্রষ্টব্য - Zuhili, Sheikh Wahbeh al, Islam and International Law, in International Humanitarian Law,

সাংস্কৃতিক সার্বজনীনতা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (IHL)-এর অন্যতম নীতি হলেও এটি (আইএইচএল) সাংস্কৃতিক বিচিত্রতা এবং তা থেকে উৎসারিত সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতার উপস্থিতিকেও যথাযথ গুরুত্ব দেয়। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (IHL)-এর এই দিকটি সারা বিশ্বের অগণিত মুসলিমদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, চলমান বিশ্ব-বাস্তবতায় তারাও সশস্ত্র সংঘাতের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও কৃষ্টি অনুসারে মৃতদেহের (মুসলিম ব্যক্তিদের) ব্যবস্থাপনা করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সেজন্যই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাথে সশস্ত্র সংঘাত সম্পর্কিত ইসলামের বিধিবিধানের সম্পর্ক নিরূপণের জন্য একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা করা খুবই জরুরি।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মতই ইসলাম লিঙ্গ, জাতি বর্ণ-ধর্ম-জাতীয়তা-রাজনৈতিক মতাদর্শ ও অন্য কোন পরিচয় নির্বিশেষে মানুষের সহজাত মর্যাদাকে স্বীকার করে। ইসলামি শরিয়ার ঐশী (আল্লাহ প্রদত্ত) অবকাঠামোতেও মানুষের সহজাত সম্মান বা মর্যাদাকে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কারণেই মৃত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

A Reader for South Asia, Larry Maybee and BenarjiChakka (ed.), International Committee of the Red Cross, Regional Delegation, New Delhi, 1st edition, 2008, পৃষ্ঠা-১০৬-১২২। আরো দ্রষ্টব্য - Alam, Aftab, The Islamic Concept of Humanitarian Law, in Oxford Handbook of International Humanitarian Law, V.S. Mani (ed.) Oxford University Press, New Delhi, 1st edition, পৃষ্ঠা-৩৯-৪৫। আরো দ্রষ্টব্য -Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, Kitab al-Siyar al-Sagir (The Shorter Book on Muslim International Law), edited, translated and annotated by Mahmood Ahmad Ghazi, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, (1998). আরো দ্রষ্টব্য -Said El-Dakkak, International Humanitarian Law between the Islamic Concept and Positive Law", International Review of the Red Cross, no. 275 (March-April 1990), পৃষ্ঠা- ১০১-১১৪।; Ameur Zemmali, Combattants et prisonniers de guette en droit islamique et en droit international humanitaire, Paris, Editions, A. Pedone, 1997. আরো দ্রষ্টব্য -Karima Bennoune, 'As-salamu Alaykum? Humanitarian Law in Islamic Jurisprudence', Michigan Journal of International Law, 15, 1994, পৃষ্ঠা- ৬০৫-৬৪৩; James Cockayne, 'Islam and International Humanitarian Law: From a Clash to a Conversation between Civilizations', International Review of the Red Cross, 84, 2002, পৃষ্ঠা- ৫৯৭-৬২৬।এই দুইটি সন্দর্ভই পরবর্তীতে আবার মুদ্রিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য -International Law and Islamic Law, Mashood A. Baderin (ed.), Ashgate Publishing Limited, England, 2008, reprinted 2010. এই সন্দর্ভসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য -পৃষ্ঠা- ১৪০-২১০। সশস্ত্র সংঘাত সম্পর্কিত ইসলামী আইন-শাস্ত্রের পান্ডিত্যপূর্ণ পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য - Nesrine, Badawi, Islamic Jurisprudence and the Regulation of Armed Conflict, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, পৃষ্ঠা- ১-১৩।এমনকি সশস্ত্র সংঘাতের সময়েও অমুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের অবৈধতা সম্পর্কে বিশ্লেষণী পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য -Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings, Chapter 4: The Unlawfulness of Terrorism against Non-Muslims-Even During Times of War, Rupa Publications India Pvt. Ltd., New Delhi, 2014, পৃষ্ঠা- ১১৯-১৩৯।

এ গবেষণাপত্রটি, যুদ্ধ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর আলোকপাত না করে শুধুমাত্র মৃতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (IHL) এবং ইসলামের অবস্থান বিশ্লেষণের জন্য একটি দুরুহ তবে মহৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবে। এর পাশাপাশি এটি, উপরোল্লিখিত অবকাঠামো দু'টির সমান্তরাল পর্যালোচনা করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। মৃতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সমকালিন আইনি কাঠামোকে সমুচিত ব্যাখার উদ্দেশ্যে এ গবেষণাপত্রের প্রথমাংশে আমরা ১৯৪৯ সনের চারটি জেনেভা কনভেনশন, এদের অতিরিক্ত প্রটোকলসমূহ এবং প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের নীতিমালার উপর আলোচনা করবো।[১০] মৃত ব্যক্তিদের যথাযথ সুরক্ষা প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদি, বিভিন্ন দেশের জাতীয় নীতিমালা,সংসদ প্রণীত আইন ও সামরিক ম্যানুয়ালে পাওয়া গেলেও নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপনের স্বার্থে আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এদের উপর আলোচনা করা হতে বিরত থেকেছি। ইসলামি শরিয়াহ কিভাবে মৃত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তা যথোচিতভাবে ব্যাখার উদ্দেশ্যে আমরা এ গবেষণা

আন্তঃ জাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইসলামী আইন সম্পর্কে, ধ্রুপদী বিদ্বানদের/আইনবেত্তাদের বিশ্লেষণী পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য -Shaybani, Muhammad ibn al-Hasan al, The Islamic Law of Nations: Shaybani's Siyar, translated by Khadduri, Majid, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2001. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্তে ইসলামী তত্ত্ব সম্পর্কে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য - For a meticulous appreciation of Islamic theory of international relations, see Sulayman, Abdulhamid Abu, Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology & Thought, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1993. আরেকজন স্বনামধন্য বিদ্বান, জিহাদ বিষয়ক, একটি উল্লেখযোগ্য রচনাকর্ম সাধন করেছেন। দ্রষ্টব্য - Qaradawi, Dr. Yusuf al, Fiqh of Jihad, Wahba Bookshop, 2009. আরেকজন স্বনামধন্য বিদ্বান, মাক্বাসিদ্ আল্ শরি'য়াহ্ (শরি'য়াহ্র উচ্চস্তরীয় উদ্দেশ্যসমূহ) এবং সিয়ার (ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন) , মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি পরিস্ফুটনে সচেষ্ট হয়েছেন। দ্রষ্টব্য -Ra'ees, Wahabuddin, The relationship between the Maqasidic (Higher Purposes of Shari'ah) and Siyar (Foreign Policy of the Islamic State) The Journal of Rotterdam Islamic Social Sciences, vol. 1, no. 1, 2010.

[১০] ১৯৪৯ সনের চারটি জেনেভা কনভেনশন এবং অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকল - ১৯৭৭ এর বিধানিক কাঠামোতে মৃতদের সুরক্ষিতকরণ ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার বিষয়ে নিবিড়ভাবে বোনা মজবুত বিধানিক-জাল রচনা করা হয়েছে। এর বাইরে, জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকল-১৯৭৭ এর ৮ নং অনুচ্ছেদই একমাত্র বিধান যেখানে মৃতদের সংক্রান্তে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে। সেহেতু, একথা বলা যেতে পারে যে, অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রের তুলনায়, আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে মানবিক আইনের বিধানিক সুরক্ষা-জাল অধিকতর দক্ষতার সাথে বোনা হয়েছে। তবে, এ আন্তঃসংযুক্ত বিধানিক নেটওয়ার্কের তুলনামূলকভাবে স্বল্প নিবিড় বিধানিক কাঠামোর কারণে, অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহের কোনোভাবেই আইনহীনতা বা আইনতাত্ত্বিক শূণ্যতার সুযোগ নেবার অবকাশ নেই। বরঞ্চ, অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহও, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাধারণ মৌল-প্রথাগুলোকে মান্য করবার জন্য কঠোর আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এইসব সাধারণ মৌল-প্রথাসমূহের মধ্যে রয়েছে, ব্যক্তির মানবিক-মর্যাদার ওপর আক্রোশাত্মক কর্মকান্ড নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত এবং বিশেষতঃ লাঞ্ছনাত্মক ও অবমাননাত্মক আচরণ নিষিদ্ধকরণ

পত্রের দ্বিতীয় অংশে কুরআন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ, তারঁ সাহাবিদের বিশেষতঃ খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুসৃত কর্মপদ্ধতিও ইসলামি আইনবেত্তাদের লেখনির উপর আলোকপাত করবো। এ গবেষণাপত্রের তৃতীয় ও শেষ অংশ উৎসর্গ করা হয়েছে মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও ইসলামের সমান্তরাল আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য।

সংক্রান্ত বিধিসমূহ [চারটি জেনেভা কনভেনশন এর অনুচ্ছেদ নং ৩ (১)(গ) এবং অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের অনুচ্ছেদ নং ৪(২)(ঙ)]; নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিধিসমূহ [চারটি জেনেভা কনভেনশন এর অনুচ্ছেদ নং ৩ (১) এবং অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের অনুচ্ছেদ নং ৪ (২)(খ)]; দলবদ্ধভাবে শাস্তিপ্রদান নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিধিসমূহ অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের অনুচ্ছেদ নং ৪ (১)] ইত্যাদি বিধিসমূহ। এতদ্ব্যতীত, এই সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট সুরক্ষামূলক বিধির অনুপস্থিতিতে শূণ্যস্থান পূরণের জন্য, মৃতদের সংক্রান্তে প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানসমূহকে, সবধরণের সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রেই, সর্বরোগহরী হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪৩।

২. সমকালিন আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের (ওঐখ) দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান

মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সশস্ত্র সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অশেষ দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামো তৈরি করতে সচেষ্ট, যার উদ্ভব-চিহ্ন পাওয়া যায় মানুষের সাংস্কৃতিক সচেতনতার ঊষালগ্ন হতেই।[১১] আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত বা অসুস্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজে অবস্থানকারী অথবা যুদ্ধবন্দী অবস্থায় সামরিক-বাহিনীর সদস্যদের ও বেসামরিক নাগরিকদের, জীবন ও মর্যাদার সুরক্ষাসাধনের জন্য চেষ্টা করে এবং সমর-উপকরণ ও সমর-পদ্ধতির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে তা' করতে সচেষ্ট হয়। বিশ্ব-ইতিহাসের সুগভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে মানব-মনের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, বল-প্রয়োগের অধিকারের নিয়মনীতি (যুস এড বেলাম বা যুস কন্ট্রা বেলাম) নির্ধারণ করার পরিবর্তে বরঞ্চ সশস্ত্র সংঘাতের বিবাদমান পক্ষগুলির পারস্পরিক বল-প্রয়োগ সংক্রান্ত আচরণ নিয়ন্ত্রণের অবশ্য-পালনীয় নিয়ম-নীতি (যুস ইন বেলো) সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেয়। যেহেতু মনুষত্বের নীতিমালা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে, ফলশ্রুতিতে তা জীবিতদের জন্য তো বটেই এর পাশাপাশি মৃতদের জন্যেও সুরক্ষা ও সম্মান প্রদান করে।[১২] "সমকালীন আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (IHL)-এর বিধানিক অবকাঠামোর অধীনে, মৃতদের প্রতি সম্মান-জ্ঞাপন সম্পর্কিত বিধানসমূহ" শিরোনামের অত্র গবেষণাপত্রটি, আন্তর্জাতিক মানবিক

১১ ভি. আর. কৃষ্ণ আইয়ার লিখিত উপক্রমনিকা সংযুক্ত এবং এম. কে. ভারঘীজ সম্পাদিত *Introduction to International Humanitarian Law*, International Committee of the Red Cross, Regional Delegation, New Delhi, 1st edition 1997, reprinted 1999, পৃষ্ঠা- (ছ)।

১২ অত্র গবেষণাপত্রটি, এর আলোচনার বিষয় হিসেবে শুধুমাত্র সেইসব মৃতদের সংক্রান্তেই আলোচনা করেছে যাঁরা সশস্ত্র সংঘাত চলাকালে এবং সবিশেষভাবে তৎসম্পর্কিত কোনো কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এখানে এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০০৬ সনে, নিখিল আমেরিকান স্বাস্থ্য সংস্থা Pan American Health Organization (PAHO) (১৯০২ সনে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা) এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (ICRC) কর্তৃক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এবং রেড ক্রস ও রেডক্রিসেন্ট সমিতিসমূহের

আইনের অপরিহার্যতার দিকগুলি বিবেচনা করে, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে মৃতদের জন্য প্রদত্ত সুরক্ষার বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছে। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে আমরা আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১৯৪৯ সনের চারটি জেনেভা কনভেনশনের বিধানসমূহ ও ১৯৭৭ সনের অতিরিক্ত প্রটোকলসমূহের ওপর এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেগুলির বিধানিক ব্যাখ্যাসমূহের ওপর, বিশেষত: সর্বজন-সম্মত ব্যাখ্যাসমূহর ওপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি। তবে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইনের বিধানসমূহের ওপরও যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। যদিও মৃতদের বিভিন্ন রকম সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধানসমূহ আরো পাওয়া যায় অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনসমূহে, জাতিসমূহের চর্চায়, বিশেষত জাতীয় আইনসমূহে ও সামরিক বিধিমালায় এবং আইনী-নজীরসমূহে। অত্র গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্ততা রক্ষার প্রয়োজনে সেগুলির ওপর আলোচনা করা হতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকা হয়েছে। অত্র গবেষণার যথাযথ পাঠে বোঝা যাবে যে, মৃতদের জন্য নিশ্চিতকৃত বিভিন্ন সুরক্ষার পরিস্ফুটনের জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি[১৩] সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানসমূহের পান্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করতে হলে

আন্তর্জাতিক যূথ-সংঘের (IFRC) অংশগ্রহণে, "দুর্যোগ-পরবর্তীতে মৃতদেহসমূহের ব্যবস্থাপনা: প্রথমবারের মত অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি মাঠ-পর্যায়ের সহায়িকা" নামে একটি প্রকাশনা প্রকাশ করে। এই সহায়িকাটি প্রস্তুত করা হয়েছিলো দুইটি ব্যাপক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য; প্রথমতঃ, মৃতদেহসমূহ মর্যাদা সহকারে ও যথাযথভাবে সৎকার করা, এবং দ্বিতীয়তঃ, মৃতদেহসমূহের সর্ব্বোচ্চ-সম্ভব সনাক্তকরণ। সারবস্তুগতভাবে এই সহায়িকাটিতে, দুর্যোগের পরবর্তীতে মৃতদেহসমূহ সংক্রান্তে উদ্ধারকরণ, প্রাথমিক সনাক্তকরণ, সংরক্ষণ ও সৎকারকরণ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার্থে, অ-বিশেষজ্ঞদের জন্যে সহজসাধ্য করণীয়সমূহ সম্পর্কে বেশ কিছু সহজ-সাধারণ পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির শোকসন্তপ্ত নিকটাত্মীয়দেরকে সহায়তা যোগানোর মতন আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের দিকেও এতে আলোকপাত করা হয়েছে। এই সহায়িকাটিতে আরো রয়েছে জনসাধারণ ও সংবাদ-মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ সংক্রান্তে প্রয়োজনীয় পরামর্শসমূহ। এই সহায়িকাটির উপকারিতা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারা যায় কোনো দুর্যোগের অব্যবহিত পরবর্তী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে এবং বিশেষতঃ যেখানে দুর্ভাগ্যক্রমে অন্ত্যেষ্টিক কার্য্যাদির আয়োজন অপ্রতুল। যাহোক, এই সহায়িকাটিতে উল্লেখকৃত পরামর্শসমূহ অনুযায়ী কাজ করলে তদ্বারা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত হবার পরে তাঁদের জন্যও সহায়ক ফল অর্জিত হতে পারে। অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এমন দুর্যোগের ক্ষেত্রে দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যও এই সহায়িকাটি সহায়ক হতে পারে। সহায়িকাটিতে রয়েছে ১১ টি অধ্যায় ও ৭ টি সংযুক্তি। সহায়িকাটি দেখুন এবং সহায়িকাটি সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণী পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Binz, Morris Tidball, Management of the Dead in Catastrophes: guiding principles and practical recommendations for first responders, International Review of the Red Cross, Humanitarian debate: Law, policy, action, Catastrophic events, vol. 89, N0. 866, June 2007, পৃষ্ঠা-৪২১-৪৪২।

১৩ মৃতদেহসমূহ এবং মানবিক বিষয়াদি ও স্বার্থসংশ্লিষ্টতা পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। উক্ত বিষয়াদি ও স্বার্থসংশ্লিষ্টতাসমূহ যেসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে সেগুলি হচ্ছে মৃতদের ব্যক্তিগত মানবিক-মর্যাদা, মৃতদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সংক্রান্তে তাঁদের পরিবারবর্গের ও আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার,

নিখোঁজ ব্যক্তিদের সাথে প্রসঙ্গ-সম্পর্কিত বিধানসমূহেরও বিশ্লেষণী পর্যালোচনা করা অপরিহার্য। সশস্ত্র-সংঘাতের সূত্রপাতের পর বিভিন্ন পরিবারের সদস্যদেরকে তীব্র যন্ত্রণাযুক্ত ক্ষোভ গ্রাস করে যখন তাঁদের প্রিয়জনেরা[১৪] কোথায় এবং কি অবস্থাতে আছেন সে সম্পর্কে তাঁরা কোনো হদিস পান না। পরিবারের সদস্যদের কারো সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অন্যদের জানার অধিকারের প্রতি জোরালো স্বীকৃতি প্রদান করে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, অনিচ্ছাকৃত অন্তর্ধান হতে সুরক্ষার জন্য এবং মৃতদের দেহাবশেষসমূহ সম্মান সহকারে যথাযথভাবে সৎকার করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধানসমূহ তার সুরক্ষামূলক বিধানিক বুনুনির অন্তর্ভূক্ত করেছে।

মৃতদেরকে সনাক্তকরণ ও তাঁদের মৃতদেহসমূহকে উদ্ধার করবার বিষয়টি, সমাধিস্থলসমূহে যাতায়াতের অধিকার, অন্য দেশের মাটিতে নিহত সৈন্য ও নাগরিকদের সমাধিস্থলসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্তে তাঁদের আবাস রাষ্ট্রের অধিকারসমূহ, কোনো সশস্ত্র সংঘাত চলাকালে সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচার নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও এক্তিয়ার প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী কর্তৃক কোনো মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ ও সময় এবং পরিস্থিতি সংক্রান্তে তদন্ত-পরিচালনা ও সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪২।

১৪ জেনেভা কনভেনশনসমূহে কিংবা সেগুলির অতিরিক্ত প্রটোকলসমূহে “নিখোঁজ ব্যক্তি”-র সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির উপদেষ্টা কার্যক্রম “নিখোঁজ ব্যক্তি”-র সংজ্ঞা প্রদান করতে সচেষ্ট হয়েছে। তাঁদের মতে, যেসব ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের পরিবারবর্গ ও নিকটাত্মীয়রা জানবার জন্য চেষ্টা করেও পর্যাপ্ত জানতে পারেননা; এবং জোরদার তথ্যের ভিত্তিতে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে, যেসব ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতদ্‌সঙ্গে উল্লেখকৃত যেকোনো পরিস্থিতির সাথে সংযুক্ত কোনো কারণে, তাঁরা নিখোঁজ হয়েছে; উক্ত পরিস্থিতিসমূহ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বা অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাত, অভ্যন্তরীন গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি অথবা অন্য যেকোনো পরিস্থিতি যেখানে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন কোনো মধ্যস্থতাকারীর মধ্যস্থতা করবার প্রয়োজন হতে পারে। দ্রষ্টব্য - Missing Persons and their families, recommendations for drafting national legislation, published by ICRC advisory service. যাহোক, জেনেভা কনভেনশনসমূহের সাথে সংযোজিত প্রথম প্রটোকলের ৩৩(১) অনুচ্ছেদের বিধান সম্পর্কিত ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি সংজ্ঞাকে নাকচ করবার পর কর্ম-পর্ষদ (ওয়ার্কিং গ্রুপ) এই বিষয়ে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য একটি চলতি সংজ্ঞার অনুমোদন করে। সেই সংজ্ঞা অনুসারে, অন্য কোনো পক্ষ কর্তৃক যাঁদের সম্পর্কে নিখোঁজ হিসেবে বলা হয়েছে তাঁরাই “নিখোঁজ ব্যক্তি” দ্রষ্টব্য - Sandoz, Yves, Swinarski, Christophe, Zimmermann, Bruno (ed.) Commentary on the Additional Protocols of 8 June, 1977 to the Geneva Conventions of 12 August, 1949, International Committee of the Red Cross, MartinusNijhoff Publishers, Geneva, 1987, পৃষ্ঠা-৩৫১।

২.১ নিখোঁজ ব্যক্তিদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান

"অনিচ্ছাকৃত অন্তর্ধানের শিকার ব্যক্তিগণ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ: জাতীয় আইন প্রনয়ণের জন্য সুপারিশমালা" শীর্ষক একটি দাপ্তরিক দলিলে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির পরামর্শক শাখা কর্তৃক, নিখোঁজ ব্যক্তিদের সংক্রান্তে, আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতে বিবদমান পক্ষসমূহের সাধারণ দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানিক অভিব্যক্তিকেই পূনর্ব্যক্ত করে সেখানে বলা হয়েছে যে, নিখোঁজ ব্যক্তিদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্যাদি প্রদান করবার জন্য, কোনো আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতে বিবদমান পক্ষসমূহ কর্তৃক, বাস্তবসঙ্গত সকল ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।[১৫]

অনস্বীকার্যভাবে একথা বলা যায় যে, যে কোনো মানব-পরিবারের সদস্যরা অবিরাম মানসিক-দহনের শিকার হন যখন তাঁদের কোনো সদস্য নিরুদ্দেশ হন এবং যখন তাঁরা অনেকদিন যাবৎ তার হদিস পান না।[১৬] তাঁদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা হচ্ছে যেকোনো পরিবারের ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য দায়ী অন্যতম একটি বিষয়।[১৭]

---

১৫ অনিচ্ছাকৃত অন্তর্ধানের অমানবিক চর্চাকে মোকাবিলা করবার জন্য, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এর পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনও তৈরী করেছে নিজস্ব সুরক্ষামূলক বিধানিক ব্যবস্থা। "অনিচ্ছাকৃত অন্তর্ধান হতে সকল ব্যক্তির সুরক্ষা সম্পর্কিত ১৯৯২ সনের ঘোষণা" এবং "অনিচ্ছাকৃত অন্তর্ধান হতে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য অনুষ্ঠিত ২০০৬ সনের সনদ" এর কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০০৬ সনের সনদটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ইতিহাসে অন্যতম একটি মাইলফলক, এটিতে তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথমাংশটিতে রয়েছে বর্ণনামূলক বিধানসমূহ এবং এই অংশটিতে একই সাথে পরিস্ফুটিত করা হয়েছে, অনিচ্ছাকৃত অন্তর্ধানের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানমূলক শাস্তি প্রদান করবার জন্য, রাষ্ট্রপক্ষদের বাধ্যবাধকতাসমূহ। দ্বিতীয়াংশের বিধানসমূহ দ্বারা, অনিচ্ছাকৃত অন্তর্ধানসমূহ বিষয়ক কমিটি প্রতিষ্ঠা করবার কথা বলা হয়েছে যা' গঠিত হবে এমন দশজন ব্যক্তির সমন্বয়ে যাঁরা হবেন উচ্চমাণের নৈতিক চরিত্র এবং মানবাধিকারের অঙ্গনে স্বীকৃত যোগ্যতার অধিকারী (২৬ নং অনুচ্ছেদ)। তৃতীয়াংশের বিধানসমূহে, অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সাথে, উক্ত সনদ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অবশ্যম্ভাবী পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত সনদের ৪৪ নং অনুচ্ছেদের বিধানে একান্তই জোরালোভাবে গুরুত্বারোপপূর্বক বলা হয়েছে যে, উক্ত সনদের কোনো কিছুই, কোনোভাবেই, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিপক্ষে যাবেনা।

১৬ সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক দলিলে, এই সংক্রান্তে, নিম্নোল্লিখিত অনুচ্ছেদসমূহের তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে - প্রথম জেনেভা কনভেনশন এর অনুচ্ছেদ নং ১৯-২০ ; দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশন এর অনুচ্ছেদ নং ১৬-১৭ ; তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন এর অনুচ্ছেদ নং ১২২-১২৫ ; চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন এর অনুচ্ছেদ নং ১৩৬-১৪১ ; জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের অনুচ্ছেদ নং ৩২-৩৩ ।

১৭ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৪৩।

নিখোঁজের ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩২ নং অনুচ্ছেদের ভাষাতেও। সেখানে বলা হয়েছে -

"........ অত্র প্রটোকলে সম্মানিয় চুক্তিবদ্ধ পক্ষগণের, বিবদমান পক্ষসমূহের এবং জেনেভা কনভেনশনসমূহ ও অত্র প্রটোকলে উল্লেখকৃত মানবিক-সাহায্য প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের, কার্যক্রমসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে, পরিবারসমূহের আপনজনদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য, পরিবারসমূহের অধিকার সন্মন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।"

যাহোক, উপরোল্লিখিত বিধান দ্বারা, তাদের সদস্যদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে পরিবারসমূহকে অবহিত করবার জন্য, বিবদমান সকল পক্ষ কর্তৃক, সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে বলা হলেও সংশ্লিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতিতে তাঁদের সাধারন-সাধ্যের অতিরিক্ত কোনোকিছু করবার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি।[১৮] নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করবার মানবিক দায়বদ্ধতা বিদ্যমান থাকে শুধুমাত্র "পরিস্থিতি সাপেক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব এবং সর্ব্বোচ্চ দেরীতে হলে সক্রিয় সশস্ত্র সংঘাতের অবসান হতে।"[১৯]

নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করা

আত্মীয়-স্বজনদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য পরিবারসমূহের অধিকার অধিকতর গুরুত্বপায় জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৩(১) নং অনুচ্ছেদে পুনরুল্লেখনের মাধ্যমে, সেখানে সংশ্লিষ্ট বিবাদমান পক্ষদের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে সেইসব নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করবার জন্য যাঁদের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে তথ্য প্রদান

---

১৮ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৪৩-৩৪৬।

১৯ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৫২; এটি উল্লেখ করা দরকার যে, নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করবার জন্য বাধ্যবাধকতার বিষয়টি সেনাসদস্য ও অসামরিক জনগণ উভয়ের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করবার ক্ষেত্রে দুইটি সম্ভাব্যতা রয়েছে: প্রথমতঃ, প্রতিপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখন্ড দখল করবার পরপরই সেখানে নিখোঁজ বলে কথিত ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করবার দায়িত্ব উক্ত ভূখন্ডের দখল গ্রহণকারী শক্তির ; এবং দ্বিতীয়তঃ, সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব, প্রতিপক্ষের যেইসব ব্যক্তি নিখোঁজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের হদিস জানবার জন্য, নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখন্ডের এলাকায় অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করা। দ্রষ্টব্য - Gasser, Hans-Peter, 'Protection of the Civilian Population', in the Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Dieter Fleck (ed.), Oxford University Press, first edition 1995, paperback 1999, পৃষ্ঠা-২৫০।

করা হয়েছে।[২০] এরূপ অনুসন্ধান যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ অনুসন্ধান হতে সুস্পষ্টরূপে প্রতি-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সাধারণতঃ যেসব অনুসন্ধান করা হয় একেকটি সংঘর্ষের অব্যবহিত পরে, এবং যা' ১৯৪৯ সালের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদের এবং অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৩(৪) নং অনুচ্ছেদের বিধানিক আওতাধীন।[২১] জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৩(১) নং অনুচ্ছেদের বিধানিক আওতাভূক্ত ব্যক্তিদের সুস্পষ্ট তালিকা সেখানে উল্লেখ করা না হলেও, এর আওতাভূক্ত হতে পারে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রশক্তির প্রতিপক্ষীয় নাগরিকগণ, শরণার্থীগণ, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের তালিকাভূক্ত সদস্যগণ অথবা সাধারণভাবে সেইসব ব্যক্তিবর্গ যাঁদের সাথে উক্ত রাষ্ট্রশক্তির প্রামান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা আছে।[২২]

নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক পর্বে পরিচালিত হতে পারে। প্রথম পর্যায়টি হতে পারে সংশ্লিষ্ট নিখোঁজ ব্যক্তির সর্বশেষ বাসার ঠিকানা পরীক্ষা করা অথবা কয়েদখানাগুলোর রেজিস্টার খাতাগুলি পরিদর্শন করা।[২৩] তবে, দ্বিতীয় কাজটিতে জটিলতার উপাদান থাকতে পারে, বিশেষতঃ যখন কেন্দ্রীয়

[২০] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৫০; এটি উল্লেখ করা দরকার যে, নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করবার জন্য বাধ্যবাধকতার বিষয়টি সেনাসদস্য ও অসামরিক জনগণ উভয়ের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করবার ক্ষেত্রে দুইটি সম্ভাব্যতা রয়েছে : প্রথমতঃ, প্রতিপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখন্ড দখল করবার পরপরই সেখানে নিখোঁজ বলে কথিত ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করবার দায়িত্ব উক্ত ভূখন্ডের দখল গ্রহণকারী শক্তির; এবং দ্বিতীয়তঃ, সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব, প্রতিপক্ষের যেইসব ব্যক্তি নিখোঁজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের হদিস জানবার জন্য, নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখন্ডের এলাকায় অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করা। দ্রষ্টব্য - আরো দ্রষ্টব্য - ১৯ নং টীকা ।

[২১] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৫০; ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদের ১ নং পংক্তির বিধানে, "সকল সময়ে এবং বিশেষ করে একেকটি সংঘর্ষের অব্যবহিত পরে", আহত, অসুস্থ ও মৃত ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করবার জন্য, সংঘর্ষের পক্ষসমূহের ওপর জোরালো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, এর দ্বারা সবিশেষভাবে সংঘর্ষপরবর্তী পরিস্থিতির প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরো দ্রষ্টব্য - ১৯ নং টীকা ।

[২২] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৫০ ; জেনেভা কনভেনশনসমূহের সাথে সংযোজিত প্রথম প্রটোকলের ৩২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিবারের সদস্যগণ, অধিকার হিসেবে তাঁদের আপনজনদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য বিধানিক অধিকারপ্রাপ্ত। তবে, এই বিধানের বলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ বা তাঁদের পোষ্যগণ, সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহ কর্তৃক পরিচালিত কোনো তদন্তকার্য হতে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার অর্জন করেন না। আরো দ্রষ্টব্য - Bothe M./Ipsen, K./Partsch, K.J., 'Die Konferenz uber humanitäres Völkerrecht- Verlauf und Ergebnisse', ZaöRV 38 (1978), 1-85. Quoted by Rabus, Walter in Protection of the Wounded, Sick, and Shipwrecked,in the Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Dieter Fleck (ed.), Oxford University Press, first edition 1995, paperback 1999, পৃষ্ঠা-২৯৯ ।

[২৩] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৫২।

রেজিস্টার খাতা খুঁজে পাওয়া যায় না অথবা যখন অযথাযথভাবে তা' নির্বাহ করা হয়।[২৪]

এইসব অনুসন্ধান সফল না হলে,অনুসন্ধানকার্যের ধরণ ও প্রেক্ষিত সাপেক্ষে, (প্রেক্ষাপট, অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবদমান পক্ষসমূহের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে) পরিবারের সদস্যগণ ও প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের কাছ হতে তথ্য সংগ্রহের ওপর গুরুত্বারোপপূর্বক, তদন্ত পরিচালনা করা যেতে পারে।[২৫] এক্ষেত্রে, জাতীয় রেড-ক্রস বা রেড-ক্রিসেন্ট বা রেড-ক্রিস্টাল সমিতিসমূহ তাঁদের অভিজ্ঞ কর্মীদেরকে দিয়ে অনুসন্ধানকার্যে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহন করতে পারে।[২৬]

জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকল-এর ৩৩(১) নং অনুচ্ছেদের বিধানাধীনে, নিখোঁজ লোকেদেরকে অনুসন্ধান করবার কাজটিকে সহজতর করবার জন্য তৎসম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করবার দায়িত্বটি অনুরোধকারী পক্ষের ওপর বর্তায়।[২৭] শ্রেণীবাচক শব্দ 'তৎসম্পর্কিত তথ্যাদি'-কে প্রেক্ষাপট-সাপেক্ষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে, যদিও সাধারণভাবে এর অন্তর্ভূক্ত হয় নিখোঁজ ব্যক্তির নাম, বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি।[২৮] প্রয়োজনে, কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি, এই বিষয়ে তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা দিয়ে, নিখোঁজ লোকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে, সহযোগিতা করতে পারে।[২৯]

নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের করবার জন্য পরিচালিত অনুসন্ধানকার্য অব্যাহত থাকে তাঁদের পরিবারবর্গকে তাঁদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা পর্যন্ত। পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত যে কোনো অনুসন্ধান প্রচেষ্টাতে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করবার জন্য জেনেভা কনভেনশনসমূহের

---

২৪ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৫২।

২৫ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৫২। আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, নিখোঁজ ব্যক্তিদের সংক্রান্তে অনুসন্ধান কার্যের সম্পূর্ণ নথিভূক্তকরণ নিশ্চিত করবার জন্য, সশস্ত্র সংঘাতের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ, সেইসব লোকেদের সম্পর্কেও তথ্যাদি সংগ্রহ করবে যাঁরা জেনেভা কনভেনশনসমূহ ও অতিরিক্ত প্রটোকলসমূহের বিধানানুযায়ী অনুকুল আচরণ পাচ্ছেন না। দ্রষ্টব্য - ২২ নং টীকা।

২৬ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৫২।

২৭ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৫৪।

২৮ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৫৪।

২৯ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৫৪।

চতুর্থ কনভেনশনের ২৬ নং অনুচ্ছেদ গুরুত্বারোপ সহকারে সংঘাতের পক্ষসমূহের প্রতি আহ্বান জানায়, ।[৩০]

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা-তে সংকলিত ১১৭ নং বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক ও অ-আন্তর্জাতিক উভয় ধরণের সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রেই -

"সংঘাতের প্রত্যেক পক্ষই, অবশ্যই, সশস্ত্র সংঘাতের কারণে নিখোঁজ হয়েছে বলে কথিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে জবাবদিহিতার জন্য, সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহন করবে, এবং অনুরূপ ব্যক্তিদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের কাছে যেটুকু তথ্য আছে তা' অবশ্যই কথিত নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারের লোকদেরকে সরবরাহ করবে।"[৩১]

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা-তে সংকলিত এবং ৯৮, ১০৫ ও ১১৬ নং বিধিতে ক্রমানুসারে গ্রন্থিত, বলপ্রয়োগপূর্বক নিখোঁজকরণকে নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত বিধান, পারিবারিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার বিধান এবং মৃতদেহসমূহকে সৎকার করবার পূর্বে তৎসংক্রান্তে সকল তথাদি নথিবদ্ধ করা সংক্রান্তে দায়-দায়িত্বের বিধানগুলির সাথে এই বিধানটি ঘনিষ্ঠভাবে সন্মন্ধযুক্ত।[৩২]

নিখোঁজ ব্যক্তিদের হদিস যখন পাওয়া যায়,তাঁদের সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অনেক বিধান প্রযোজ্য হলেও এ গবেষণাপত্রে শুধু মৃতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানসমূহের ওপর আলোকপাত করা হবে ।

---

৩০ দ্রষ্টব্য - Uhler, Oscar, H., Coursier, Henri, Siordet, Frédéric, Pilloud, Calude, Boppe, Roger, Wilhem, René- Jean, Schoenholzer, Jean Pierre, Commentary IV, Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War, 1949, translated into English from the original French by late Major Griffin, Ronald and Dumbleton, Mr. C.W. , published under the General Editorship of Pictet, Jean S., International Committee of the Red Cross, Geneva, 1958, পৃষ্ঠা-১৯৬।

৩১ দ্রষ্টব্য - Henckaerts, jean-Marie, and Deck, Louise Doswald with contributions by Alvermann, Carolin, Cotroneo, Angela, Grand, Antoine and Rolle, Baptiste, Customary International Humanitarian Law, vol. I: Rules, Chapter 35: The Dead, Cambridge University Press, 1st edition, 2005 (Reprinted), পৃষ্ঠা-৪২১।

৩২ প্রাগুক্ত

মৃতদেহসমূহকে খুঁজে বের করা ও সংগ্রহ করা

মৃতদেহসমূহকে খুঁজে বের করা ও সংগ্রহ[৩৩] করার দায়-দায়িত্বটি সন্দেহাতীতভাবে মৃতদের জন্য অন্যান্য সুরক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা নিশ্চিতকরণের জন্য[৩৪] অন্যতম একটি পূর্বশর্ত এবং এটি একটি পদ্ধতিমূলক বাধ্যবাধকতা আন্তর্জাতিক ও অ-আন্তর্জাতিক উভয় ধরণের সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রেই যা' প্রযোজ্য। মৃত ব্যক্তি কি সামরিক নাকি অসামরিক নাগরিক সেই বিবেচনা ব্যতিরেকেই এই বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হয়। এ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাটি প্রথম বিধিবদ্ধ হয় স্থলযুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের দুর্দশামোচনের জন্য ১৯২৯ সনে জেনেভায় স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন[৩৫] এর ৩ নং অনুচ্ছেদে। তবে, অতি সম্প্রতি এটি পূনর্ব্যক্ত হয়েছে জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রটোকলসমূহে যেখানে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহের সংক্রান্তে ভাষ্যে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, অনুসন্ধানকার্যের উদ্দেশ্য যে দুটি মৌলিক মানবিক উদ্দেশ্য সম্পাদন করা আবশ্যিক সেগুলি হল মৃত ব্যক্তিকে যথাযথভাবে সনাক্ত করার পরে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে অবহিত করা এবং পরিস্থিতি অনুসারে সংঘর্ষ-রেখার

---

৩৩ ১৯৪৯ সনের প্রথম ও দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনের সাধারণ অনুচ্ছেদ নং ১৩ এ মৃত ব্যক্তিদের সংক্রান্তে কোনো উল্লেখ না থাকলেও, আঘাত/জখম, অসুস্থতা ও জাহাজডুবির শিকার হয়েছেন এমন লোকেদের সম্পর্কে, সাধারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, একজন গ্রন্থকার যথাসঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, মৃতদেরকে অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা এবং নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা প্রসঙ্গে উভয় জেনেভা কনভেনশনেরই সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহের " মৃত ব্যক্তিগণ" দ্বারা, সাাধারণ যুক্তি-অনুমেয়-ব্যক্তিগণ সম্পর্কিত বিধানাদি অনুসারে, অনুজ্ঞেয় সুরক্ষিত ব্যক্তিদেরকেও বুঝানো হয়েছে এবং অনুসন্ধানকারী রাষ্ট্রের অযোদ্ধা ও সাধারণ নাগরিকদেরকেও বুঝানো হয়েছে, যদিও, উক্ত জেনেভা কনভেনশনসমূহের বিধানাদি দ্বারা, উপকারপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে তাঁরা সাধারণতঃ বিবেচিত হননা। দ্রষ্টব্য - Anna Petrig, পৃষ্ঠা- ৩৪৯। সুদক্ষতার সাথে জেনেভা কনভেনশনসমূহের সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহের বিশ্লেষণপূর্বক অ্যান্না পেট্রিগ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মৃতদেহসমূহের জন্য অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করা এবং তাদেরকে অপবিত্রায়ন হতে হেফাজত করবার বাধ্যবাধকতাটি, প্রতিপক্ষীয় ও নিজ রাষ্ট্রীয় নাগরিকদের, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে, ১৯৪৯ সনের চারটি জেনেভা কনভেনশনের অভিন্ন অনুচ্ছেদ নং ৩ এর বিধানাধীনে "মৃত ব্যক্তি"-দেরকে সুনির্দিষ্টভাবে সুরক্ষা-ব্যবস্থার তালিকাভূক্ত হিসেবে উল্লেখ না করা হলেও, অসুস্থতা বা জখম অথবা আটকাবস্থার কারণে অথবা যুদ্ধ-নিবৃত বা যুদ্ধাহত ব্যক্তি সহ, কোনো সশস্ত্র সংঘাতে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তির প্রতি মানবিক আচরণ করবার বাধ্যবাধকতাটি যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই মৃত ব্যক্তিদের প্রতিও প্রয়োগ হতেই পারে। তদুপরি, জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের বিধানাধীনে মৃতদের সংক্রান্তে বাধ্যবাধকতাসমূহ, মৃত ব্যক্তির অবস্থান নির্বিশেষে, "সশস্ত্র সংঘাত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সকল ব্যক্তি"-রই উপকারার্থে বিধিবদ্ধ হয়েছে। দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪৯-৩৫০।

৩৪ দ্রষ্টব্য - ৩১ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৪০৬-৪০৭।

৩৫ দ্রষ্টব্য - ৩১ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৪০৬; আরো দ্রষ্টব্য Henckaerts, jean-Marie, and Deck, Louise Doswald with contributions by Alvermann, Carolin, Cotroneo, Angela, Grand, Antoine and Rolle, Baptiste, Customary International Humanitarian Law, vol. II: Practices, Part 2, Chapter 35: The Dead, Cambridge University Press, 1st edition, 2005 (Reprinted),পৃষ্ঠা-২৬৫৫।

পিছনে অথবা যেখানে পাওয়া গেছে সেখানেই যথাযথভাবে মৃতদেহসমূহকে সমাহিতকরণের (অথবা সৎকারের) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।[৩৬]

সশস্ত্র সংঘাতের সময় শবদেহের জন্য যে ঝুঁকিসমূহ থাকে সে সম্পর্কে উপলব্ধি হতেই মৃতদেহসমূহ অনুসন্ধান করার বাধ্যবাধকতাটি উদ্ভূত হয়। (আন্তর্জাতিক স্থলযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক) ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদে এবং (অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক) জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের ৮ নং অনুচ্ছেদে, "সৎকারবিহীনভাবে বিনষ্ট হওয়া"-র ঝুঁকি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যদিকে (বেসামরিক জনগণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক) ১৯৪৯ সনের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৬ নং অনুচ্ছেদে "অসদাচরণ"-এর ঝুঁকির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থলযুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের দুর্দশামোচনের জন্য ১৯২৯ সনে জেনেভায় স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ৩ নং অনুচ্ছেদের এবং ১৯৪৯ সনের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৬ নং অনুচ্ছেদের বিধানের সাথে ব্যতিক্রমীভাবে, ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদের বিধানাধীনে, মৃতদের প্রতি সম্মানকে নিশ্চিত করার জন্য অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, "সকল সময়ে" মৃতদেহসমূহ অনুসন্ধান করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এভাবে বলার অর্থ হচ্ছে বাধ্যবাধকতাটি শর্তসাপেক্ষতা-নিরপেক্ষ নয়, অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট সময়ে সম্ভাব্যতার আওতা বহির্ভূত কোনোকিছু প্রত্যাশিত করণীয় হিসেবে করার কথা সেখানে বলা হয়নি।[৩৭] প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদের ভাষ্যে এটি পরিস্ফুটিত করা হয়েছে যে, উক্ত বিধানটি একান্তভাবেই সম্মুখ যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৩৮] তদ্‌সংযোজনে সেখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিদের দেহসমূহ ও দেহাবশেষসমূহ অবশ্যই

---

৩৬ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৬২।

৩৭ দ্রষ্টব্য - Pictet, Jean S. with contributions by Siordet, Frédéric, Pilloud, Calude, Schoenholzer, Jean Pierre, Wilhem, René- Jean, Uhler, Oscar, H. Commentary I, Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949, Translated from the original French, published under the General Editorship of Pictet, Jean S., International Committee of the Red Cross, Geneva, 1952, পৃষ্ঠা-১৫১। প্রত্যাশিত করণীয়সমূহের ধরণ ও সশস্ত্র সংঘাত চলাকালে সেগুলির বাস্তবায়ন-সম্ভাব্যতার কারণেই এমনটা হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমরা এটি অনুধাবন করতে পারি যে, চিকিৎসা-কর্মীরা, তাঁদের নিষ্ঠা ও জোরালো সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, হতাহতের মাত্রার কারণেই, কখনো কখনো হয়তো তাঁদের মানবিক কার্যক্রম সম্পাদনে অপারগ হতে পারেন।

৩৮ প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা-১৫০।

সর্ব্বোচ্চ-সম্ভব যত্ন সহকারে যুদ্ধক্ষেত্রের সংঘর্ষ-রেখার থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে আসতে হবে।[৩৯] তাছাড়া সেখানে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোনো মৃত ব্যক্তির ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দেহাবশেষসমূহও যদি পাওয়া যায় তবে সেগুলিও অবশ্যই সর্ব্বোচ্চ-সম্ভব যত্ন সহকারে সংগ্রহ করতে হবে।[৪০] একজন প্রথিতযশা গ্রন্থকার যেমনটা মন্তব্য করেছেন, নিসন্দেহে বলা যায় যে, প্রথম জেনেভা কনভেনশনের সাথে সংযুক্ত ভাষ্যে প্রথাগত যুদ্ধের ধারণাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে, কারণ, সেখানে বলা হয়েছে যে, সাধারণ সম্ভাব্যতা অনুযায়ী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হতে পারে যেখানে কোনো আক্রমণের মুখে প্রতিপক্ষীয় বাহিনী পশ্চাদ্‌পসরণ করে। জয়ীষ্ণু বাহিনী কোনো দেরী না করে অবশ্যই, সশস্ত্র সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্থদেরকে এবং মৃতদেহসমূহকে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, তাঁদের যুদ্ধ-পথ ও সদ্য দখলে আসা এলাকা জুড়ে, ভালো করে অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করার জন্য আইনী বাধ্যবাধকতাধীন।[৪১] তবে, দূর-নিয়ন্ত্রিত সমরাস্ত্র দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধে, মৃতদেহসমূহকে অনুসন্ধান ও সংগ্রহের, এই পদ্ধতিটি স্বাভাবিকভাবেই অসফল হতেই পারে, কারণ, ঠিক সেই সময়ে হয়তো সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষীয় বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না থাকতে পারে।[৪২] কোনো ধরণের প্রতিকুল বৈষম্য ব্যতিরেকে মৃতদেহসমূহকে অনুসন্ধান ও সংগ্রহকরণ এবং উদ্ধারের এই মৌলিক সুরক্ষা ব্যবস্থাটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইনের একটি অন্যতম মৌল-প্রথা হিসেবে যা' পরিস্ফুটিত হয়েছে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা-তে সংকলিত ১১২ নং বিধিতে।[৪৩]

স্থলযুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের দুর্দশামোচনের জন্য ১৯২৯ সনে জেনেভায় স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ন্যায় এবং ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদের ন্যায় একই ধরনের বিধান রয়েছে ১৯৪৯ সনের দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১৮ নং অনুচ্ছেদে। তবে, সমুদ্র-সমরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধরনের কারণে সেখানে বাধ্যবাধকতাটি প্রযোজ্য হয় "প্রতিটি

[৩৯] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা।

[৪০] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা।

[৪১] দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৪৮ ; প্রামাণ্যতার স্বার্থে গ্রন্থকার, প্রথম খন্ডের ১৫১ নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত, ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদের তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন।

[৪২] দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৪৮।

[৪৩] দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৩৪৮।

সংঘর্ষের পরে" ।[৪৪] ১৮ নং অনুচ্ছেদের ভাষ্যে আরো সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত করার আবশ্যিক কর্তব্যের সম্পাদন সহজতর করার উদ্দেশ্যে, তাঁদের সাথে এবং আশেপাশে যা' কিছু পাওয়া যাবে সেগুলিও সংগ্রহ করতে হবে।[৪৫]

স্থলভাগের চেয়ে সমুদ্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির বেশী প্রয়োজন হয় বলেই[৪৬] ১৯৪৯ সনের দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনের ২১ নং অনুচ্ছেদে মৃতদেহসমূহকে সংগ্রহে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে একটি প্রণিধানযোগ্য মানবিক বিধানকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, কোনো সংঘাতের পক্ষসমূহ, মৃতদেহসমূহের সংগ্রহকার্যে দাতব্য-সহায়তার জন্য, নিরপেক্ষ বণিক-পোত বা গয়না-জাহাজ অথবা অন্যান্য নৌযান[৪৭] সমূহের অধিনায়কদের কাছে আবেদন জানাতে পারে। এই বিধানটির সমধর্মী ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহর অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ১৭(২) নং অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে, সংঘর্ষের পক্ষসমূহ, পরিস্থিতি-সাপেক্ষ প্রয়োজনে, অনুসন্ধানকার্যে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য, বেসামরিক জনগোষ্ঠী এবং সাহায্য-সংস্থাগুলির কাছে আহ্বান জানাতে পারে।[৪৮] তবে, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয়াদি বিবেচনা করে, শুধুমাত্র অনুসন্ধানকর্মে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মৃতদেহের হদিস জানানোতেই তাঁদের অংশগ্রহণ সীমিত রাখা উচিত।[৪৯] অত্র বিধানটির প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিলো, শুধুমাত্র পূর্বোক্ত দুইটি ক্ষেত্রের মধ্যে, বেসামরিক জনগোষ্ঠী এবং সাহায্য-সংস্থাগুলির

---

৪৪ দ্রষ্টব্য - Pictet, Jean S. with the co-operation of Mouton, Rear-Admiral M.W. and Siordet, Frédéric, Pilloud, Calude, Schoenholzer, Jean Pierre, Wilhem, René- Jean, Uhler, Oscar, H. Commentary II, Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea, 1949, translated into English from the original French by Henry, A.P. de, published under the General Editorship of Pictet, Jean S., Article 18 of the GC II, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1960, পৃষ্ঠা-১৩২।

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৩।

৪৬ দ্রষ্টব্য - ৪৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৫১।

৪৭ ১৫ নং অনুচ্ছেদের ভাষ্যে স্পষ্টীকরণপূর্বক বলা হয়েছে যে, এই অভিধাসমূহ দ্বারা যুদ্ধজাহাজ, অবানিজ্যিক সরকারী নৌযান, ইত্যাদিকেও বুঝানো হয়েছে।দ্রষ্টব্য - ৪৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৫১।

৪৮ কোনো সশস্ত্র সংঘাতে বিবদমান পক্ষসমূহ মৃতদেহসমূহের অনুসন্ধানকার্যে বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে এবং সাহায্য-সংস্থাগুলিকে বাধ্য কিংবা সংগঠিত করতে পারবেনা ; তবে, তাঁদের কাছে আহ্বান জানাতে পারে। দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ২১৮।

৪৯ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ২১৮।

অংশগ্রহণমূলক দায়-দায়িত্বের আওতাকে সীমিত রাখা এবং কোনো মৃতদেহ সংগ্রহের কাজে তাঁদের অংশগ্রহণ হতে তাঁদেরকে বিরত রাখা।[৫০]

স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয়াদি বিবেচনা করে বেসামরিক জনগোষ্ঠী এবং সাহায্য-সংস্থাগুলির অংশগ্রহণের আওতাকে সীমিত রাখা হয়েছে শুধুমাত্র অনুসন্ধানকর্মে এবং যদি তাঁরা কোনো মৃতদেহের সন্ধান পান তখন তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব পালনকারী সংস্থার কাছে সেই হদিস জানানো।

যেকোনো অনুসন্ধানে অংশগ্রহণকারী দলটি যেনো সুসংগঠিত একটি দল হয় তা' নিশ্চিত করবার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদের পরিপূরক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে[৫১] জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৩(৪) নং অনুচ্ছেদে, বিধৃত করা হয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্র হতে মৃতদেহসমূহকে অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণ এবং সংগ্রহকরণের জন্য নিয়োজিত, অনুসন্ধান দলের আয়োজন সম্পর্কে, সংঘাতের পক্ষসমূহ একমত হবার জন্য চেষ্টা করবে। উক্ত অনুচ্ছেদে বিধৃত দায়-দায়িত্বটি চূড়ান্তভাবে অবশ্যপালনীয় না[৫২] হলেও, প্রতিপক্ষ নিয়ন্ত্রিত এলাকা হতে মৃতদেহসমূহকে অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণ এবং সংগ্রহকরণের কাজটিকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিপক্ষের লোকেদেরকে এবং মানবিক সাহায্য-প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থার লোকেদেরকে সদস্য হিসেবে সাথে রেখে, অনুসন্ধান-দল গঠন করার জন্য এটি একটি উপকারী এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ।

এভাবেই, অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ১৭ নং ও ৩৩(৪) নং অনুচ্ছেদদ্বয়ে বিধৃত বিধানিক ভাষা অথবা তদ্‌সংক্রান্তে ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা হতেই এতদ্‌সংক্রান্তে প্রযোজ্য সাযুজ্য ও পার্থক্য সহজেই অনুধাবনযোগ্য। তবে, এতটুকু অসামঞ্জস্যতা, মানবিক সাহায্য-প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক, সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহকে মৃতদেহসমূহকে সংগ্রহকরণের কাজে, সহযোগিতার পথে তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না।[৫৩] আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি ও জাতীয় রেড ক্রস সমিতিসমূহের কার্যক্রমসমূহ হতে উদ্ধৃত করে একজন পন্ডিত

---

[৫০] দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪৯। গ্রন্থকার, ২১৮ নং পৃষ্ঠায় ৭২৪ নং পংক্তিতে মুদ্রিত, ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ১৭ নং অনুচ্ছেদের সাথে সংযুক্ত ভাষ্যের তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন।

[৫১] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬১।

[৫২] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬২।

[৫৩] দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪৯।

এই অদ্ভূত অবস্থার পরিস্ফুটন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁরা মৃতদেহসমূহের অনুসন্ধান ও তার হদিস প্রদানেই শুধু নয় উপরন্তু দেহাবশেষসমূহ সংগ্রহকরণের কাজেও নিজেদের বিশেষায়িত দক্ষতাসমূহকে নিয়োজিত করে।[৫৪]

মৃতদেহসমূহের অনুসন্ধান ও সংগ্রহকরণের জন্য আইনি বাধ্যবাধকতাটি অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের সময়েও প্রযোজ্য। ১৯৪৯ সনের চারটি জেনেভা কনভেনশনের অভিন্ন অনুচ্ছেদ নং ৩-এ এতদ্সংক্রান্ত কোনো সুস্পষ্ট বিধানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। তবে, একজন গ্রন্থকার পান্ডিত্যপূর্ণভাবে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেছেন যে, সাধারণ অনুচ্ছেদ নং ৩-এ উহ্যভাবে বুঝানো হয়েছে যে, স্বাক্ষরকারী উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপক্ষসমূহই শুধু নয় বরং অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের প্রত্যেকটি পক্ষের সকলেই উক্ত বিধানের দ্বারা প্রদত্ত নিশ্চয়তাসমূহকে বাস্তবায়ন করতে বাধ্যবাধকতাধীন, যেহেতু সশস্ত্র সংঘাতের বিদ্যমানতা এবং তার একটি পক্ষ হিসেবে তাঁদের উপস্থিতির কারণেই এই বাধ্যবাধকতার উদ্ভব হয়।[৫৫] সেজন্যই, অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের ৮ নং অনুচ্ছেদে, বিধান রাখা হয়েছে যে, বাস্তবতা অনুসারে যখনি সম্ভব হবে তখনি, এবং বিশেষত একেকটি সংঘর্ষের পর, দেরি না করে মৃতদেহসমূহকে খুঁজে বের করে সৎকার ব্যতিরেকে বিনষ্ট হওয়া হতে তাদেরকে সংরক্ষণের জন্য এবং যথাযথভাবে তাদেরকে সৎকার করার জন্য, সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৫৬]

---

৫৪ উদ্ধৃতিদ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪৯।

৫৫ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪৮। তিনি এই সংক্রান্তে আরো উদ্ধৃত করেন - ১৯৪৯ সনের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের সাধারণ অনুচ্ছেদ নং ৩ -এর সাথে সংযুক্ত ভাষ্যের, প্রথম খন্ড, অনুচ্ছেদ নং. ৩, পৃষ্ঠা- ৫১।

৫৬ প্রথম এবং দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনে ব্যবহৃত শব্দসমূহ যদিও মানবতার মূলনীতির উপর আলোকপাত করে, চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন সামরিক প্রয়োজনীয়তার উগ্র মূলনীতির উপর গুরুত্বারোপ করে। আইসিআরসি বাণী তদসংশ্লিষ্ট জেনেভা কনভেনশন এই ব্যাখ্যা করে যে, বাস্তবতার তুলনায় পার্থক্য অনেক প্রকট এবং চতুর্থ জেনেভা কনভেশনাধীন বাধ্যবাধকতার পরিধিও আওতা প্রথমও দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশন এর মতই। বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করার মূল কারণ বিস্তারিতভাবে এবং সহজেই অনুমেয় যে, আহত এবং নিহতদের অন্বেষণকর্ম সামরিক কর্তৃপক্ষের বদলে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষ যুদ্ধময়দানে সামরিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতে না পেরে ত্রাণ সরবরাহকারী দল পাঠাতে অপারগ হবে বিধায় কূটনৈতিক সম্মেলন নিবন্ধন বাতিলকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাবনা খারিজ করেদিয়েছিল। Anna Petrig, আইসিআরসির বাণী এবং প্রথাগত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উপর আইসিআরসির পাঠ অবলোকন করে দারুণ ভাবে প্রত্যক্ষ করেন যে, প্রথম জেনেভা কনভেশনে ব্যবহৃত সবসময়ে শব্দটি অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য হতে পারে যখন থেকে খোঁজাখুঁজির দায়বদ্ধতা কোনভাবেই সম্পূর্ণ নয় কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম ও যুদ্ধক্ষেত্রের কঠোর বাস্তবতার উপর আলোকপাত করে। অন্যদিকে, চতুর্থ জেনেভা কনভেশনে ব্যবহৃত সামরিক বিবেচনায় তখানি গ্রহণযোগ্য শব্দটি বুঝাতে পারত যে, মানবীয় বিবেচনা উদ্ধার অভিযানের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মাত্রাতিরিক্ত ওজনদার হওয়া ঠিক নয়। তবে তিনি একমত পোষণ করেন যে, অতিরিক্ত প্রটোকল দুইয়ের ৮নং অনুচ্ছেদে এবং প্রথাগত আইনের ১১২ নং বিধিতে অন্তর্ভুক্ত - যখন পরিস্থিতিগ্রাহ্য করে এবং বিশেষ একটি ঘটনার পরে শব্দটি অন্বেষণ, সংগ্রহ, সরিয়ে দেওয়া সময় এবং শর্ত বুঝাতে সবচেয়ে উপযোগি। দ্রষ্টব্য - নোট ৪; পৃষ্ঠা- ৩৪৭- ৩৪৮

এভাবে, ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের ৮ নং অনুচ্ছেদটি, অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে সর্বোতভাবে প্রযোজ্য হলেও, তা' মৃতদের জন্য নিশ্চিতকৃত যে বুনিয়াদী সাধারণ সুরক্ষা-ব্যবস্থার বিধিবদ্ধকরণের কাজটি করেছে, তার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে মৃতদেহসমূহকে অনুসন্ধান করবার জন্য ও সৎকার ব্যতিরেকে বিনষ্ট হওয়া হতে তাদেরকে সংরক্ষণের জন্য এবং ভদ্রোচিতভাবে মৃতদেহের সৎকার করবার জন্য, সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেনো মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদেরকে তাঁর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা যায়।[৫৭]

এর স্বাভাবিক ধারাবাহিকতাতে দেখা যায় যে, মৃতদেহসমূহকে অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণ এবং সংগ্রহকরণের জন্য, কোনো সশস্ত্র সংঘাতের অ-রাষ্ট্রীয় পক্ষসমূহও কর্তব্যাবদ্ধ হলেও, কতিপয় বাধ্যবাধকতা সফলভাবে সম্পন্ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ভূখন্ডে আবশ্যিকভাবেই নির্দিষ্ট ন্যূণতম মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ কায়েম থাকতে হয় যা সবসময়ে না থাকতেও পারে। অনিবার্যভাবে এর অনাকাংখিত ফলাফল এই যে, কোনো সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহ তাঁদের সবগুলি দায়-দায়িত্ব সমপর্যায়ের বাধ্যবাধকতার একই মাত্রায় সম্পাদনে সকল সময়ে সফল না হতেও পারে।[৫৮]

মৃতদেহসমূহকে অনুসন্ধান ও সংগ্রহকরণ সংক্রান্তে, অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাত সম্পর্কিত আইনে, কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়নি।[৫৯] একজন গ্রন্থকারের মতে, যেহেতু, আহত ও অসুস্থ এবং জাহাজডুবির শিকার হয়েছেন এমন ব্যক্তিদেরকে সংগ্রহ ও তাঁদের শুশ্রষা করবার জন্য, মানবিক সাহায্য-প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বেসামরিক জনগণ তাঁদের সেবা-সাহায্য প্রদান করতে পারেন, সেহেতু, সাযুজ্যতার যুক্তি অনুসারে, মৃতদের সংক্রান্তেও তাঁরা তাঁদের সেবা-সাহায্য প্রদান করতে পারেন।[৬০]

---

৫৭ ১৯৪৯ সনের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের বিধানসমূহ সংশ্লিষ্ট দেশের সকল অসামরিক জনসমষ্টির প্রতি প্রযোজ্য হলেও অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের ৮ নং অনুচ্ছেদটি সাধারণভাবে কোনো ধরণের পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রযোজ্য হয়না।

৫৮ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪৮।

৫৯ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪৯।

৬০ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪৯।

২.২ মৃত ব্যক্তির প্রতি যথাযথ আচরণ

কোনো সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহ প্রশ্নাতীতভাবে ও সমানভাবে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবার জন্য বিধানিক বাধ্যবাধকতাধীন। তবে, ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে, মৃতদেহের অঙ্গহাণিকরণ বা ভদ্রোচিতভাবে সৎকারের কোনো নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে মৃতদেহ ফেলে রাখার মাধ্যমে মৃতদের মানবিক-মর্যাদার ওপর আক্রোশমূলক ঘৃণ্য ও অমানবিক আচরণের স্মৃতি। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবার জন্যই সৎকার ব্যতীত বিনষ্ট হতে দেয়া কিংবা মৃতদেহের অঙ্গহানিকরণকে এখন যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।[৬১]

১৯৪৯ সনের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৬ নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে যে, সামরিক বিবেচনায় সম্ভাব্যতানুযায়ী, সংঘাতের প্রত্যেকটি পক্ষই, [নিহতদেরকে] অসঙ্গত আচরণ হতে সুরক্ষিত করবার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহতে মদদ যোগাবে।

উপরিউক্ত পংক্তির বিধানিক ভাষ্যে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, এই অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক, সংশ্লিষ্টদের [নিহতদের] জাতীয় পরিচয় নির্বিশেষে[৬২], যোদ্ধাদের বা অযোদ্ধা বেসামরিক লোকেদের যে কারো দ্বারা লুণ্ঠন[৬৩] অথবা অন্য যে কোনো ধরণের অসঙ্গত আচরণের[৬৪] মতন, কোনো ঘৃণার্হ কর্মকান্ডকে বানচাল বা প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে গৃহীত আয়োজনে অথবা পদক্ষেপে, সহযোগিতা করবার জন্য বিবদমান পক্ষসমূহ বিধানিক বাধ্যবাধকতাধীন। তদুপরি, সংঘাতে সংযুক্ত প্রত্যেকটি পক্ষের আরেকটি জরুরী দায়-দায়িত্ব হচ্ছে মরদেহকে লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতামূলক পূর্বপ্রস্তুতি[৬৫] গ্রহণ

৬১ আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতে মৃতের অঙ্গহানির বিরুদ্ধে প্রণীত কঠোর নিষেধাজ্ঞাটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইনের আওতায় ব্যক্তিগত মর্যাদার উপর কৃত সহিংসতা শীর্ষক অপরাধের শামিল; যা অপরাধের উপাদান অনুযায়ী নির্দেশ করে। এই ব্যাখ্যা আন্তর্জাতিক এবং অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাত উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দ্রষ্টব্য- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের জন্য অপরাধের উপাদানসমূহ, যুদ্ধাপরাধের শামিল ব্যক্তিগত মর্যাদার উপর কৃত সহিংসতার সংজ্ঞা (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইন, অনুচ্ছেদ৮(২)(বি)(২১) এর পাদটীকা ৪৯, যা উল্লেখিত হয়েছে নোট- ৩১, পৃষ্ঠা- ৪০৯এ)

৬২ যদিও লুটেরাদলের উপস্থিতি, যা অতীতে পরিচিত ছিল “যুদ্ধক্ষেত্রের হায়েনা নামে, সমসাময়িক সশস্ত্র সংঘাতে বেশ অনিয়মিত; মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত জিনিসপত্র অসৎ সৈনিকদের মাঝে লোভাকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটাতে পারে এবং লুট করতে তাদের প্ররোচনা দিতে পারে। দ্রষ্টব্য- নোট-৩০, পৃষ্ঠা- ১৩৭

৬৩ যেহেতু ক্ষয়ক্ষতি বিভিন্ন আঙ্গিক এবং রূপে হতে পারে, তাই এর মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, বিষয়টি অধিক পরিমাণ এবং ঘটনাপ্রাসঙ্গিক যে ক্ষয়ক্ষতি আসলে সংঘটিত হয়েছে কি হয়নি।

৬৪ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪৮।

৬৫ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৪৮।

করা। Pohl মামলায় ন্যুরেম্বার্গ-এ অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ট্রাইব্যুনাল মন্তব্য করেছেন যে, মরদেহ লুণ্ঠন করা "সবসময়েই অপরাধ ছিলো এবং এখনো তা' অপরাধ"।[৬৬]

১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহর অধীনে প্রদত্ত সুরক্ষাসমূহকে আরো জোরদার করবার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪(১) নং অনুচ্ছেদের বিধানুযায়ী, সংঘাতের সাথে সম্পর্কিত কোনো কারণে মৃত কোনো ব্যক্তির দেহাবশেষের ক্ষেত্রেও, একই সুরক্ষা প্রযোজ্য হবে। এই বিধানটির অধীনে সুরক্ষার ধারণাকে ভাষ্যকারেরা সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, সমাহিতকরণ বা শবদাহ করবার পূর্ববর্তী সময়ে যথাসাধ্য অনুকুল স্থানে রাখবার মাধ্যমে দেহাবশেষসমূহর সম্পর্কে জন-ঔৎসুক্য বা তার অপবিত্রায়ন বা প্রতিধার্মিকসুলভ অনাচার প্রতিরোধ করা, এই সুরক্ষার অংশ হওয়া উচিৎ।[৬৭] তদ্সংযোজনে, ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের ৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বুনিয়াদি মৌলিক নিশ্চয়তাসমূহও মৃতদের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কিত বিধানিক ধরণকে ধারণ করে বলেই অনুমেয়। অনুচ্ছেদটির বিধানিক বিণ্যাস, সরাসরিভাবে উল্লেখ করেছে ব্যক্তির স্বত্ত্বা ও সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্তব্য-প্রসঙ্গ, এবং নিষিদ্ধ করেছে ব্যক্তির মানবিক-মর্যাদার প্রতি আক্রোশাত্মক আচরণকে।[৬৮]এতদ্সংযোজনে, এটিও স্পষ্ট যে, মৃতদের তৎসংক্রান্তে কোনো অন্তিম-ইচ্ছা জানা গেলে সেই অনুসারে, নচেৎ তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের নিয়ম অনুযায়ী, তাঁদের শেষকৃত্য সম্পাদন করা হবে।[৬৯]

সৎকার ব্যতীত বিনষ্ট হওয়া থেকে মৃতদেহসমূহের সুরক্ষিতকরণ

মৃতদেহসমূহের সুরক্ষার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সৎকার ব্যতীত বিনষ্ট হওয়া থেকে মৃতদেহকে সুরক্ষিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আন্তর্জাতিক

---

৬৬ দ্রষ্টব্য- নোট-৪, পৃষ্ঠা-৩৫১; তিনি তার লেখায় উল্লেখ করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী প্রেক্ষাপটে সংঘটিত বিচারাবলী মৃতদেহের অঙ্গহানি এবং মানবমাংস ভক্ষণের মত ঘৃণ্য নানা ধরণের অসভ্য আচরণের অবতারণা করে।

৬৭ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬৯।

৬৮ সৎকার ব্যতীত মরদেহ বিনষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করা সংক্রান্তে নিষেধাজ্ঞামূলক বিধানটিকে মূলতঃ, ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের ৪(২)(ছ) নং অনুচ্ছেদে বিধিবদ্ধ, লুটপাট নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্তে সাধারণ নিষেধাজ্ঞারই এক রকমের প্রয়োগ হিসেবে গণ্য করা হয়। দ্রষ্টব্য - ৩১ নং টীকা, পৃষ্ঠা-৪১০।

৬৯ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬৯।

মানবিক আইনের আধুনিক ইতিহাসে প্রথমবারের মত, ১৯০৭ সনের (দশম) হেগ কনভেনশনের ১৬ নং অনুচ্ছেদে, মৃতদের সম্পত্তি লুটপাট নিষিদ্ধকরণ এবং সৎকার ব্যতীত মরদেহ বিনষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করা সংক্রান্ত আইনী বিধানের প্রথম বিধিবদ্ধকরণ লক্ষ্য করা যায়।[৭০]একইভাবে, ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিতে, ১৯৪৯ সনের দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১৮ নং অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিতে, ১৯৪৯ সনের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৬ নং অনুচ্ছেদে এবং জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের ৪ নং অনুচ্ছেদে সৎকার ব্যতীত শবদেহ বিনষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করা সংক্রান্ত আইনী বিধানের বিধিবদ্ধকরণ হয়েছে। এসংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাটি প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের এমন একটি মৌল-প্রথা হিসেবে প্রামাণ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা’ প্রযোজ্য হয় আন্তর্জাতিক এবং অ-আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনবিদ্যাতে সংকলিত ১১৩ নং বিধিতে এই বিষয়টি বিধিবদ্ধ হয়েছে।

১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিতে বলা হয়েছে যে, সকল সময়ে এবং বিশেষ করে প্রতিটি সংঘর্ষের অব্যবহিত পরবর্তীতে, বিলম্ব না করে, সংঘাতের পক্ষসমূহ, সৎকার ব্যতীত [মৃতদেহসমূহের] বিনষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করবার জন্য, সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫ নং অনুচ্ছেদে, মৃতদেহ লুণ্ঠনকে পরোক্ষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৎসংযুক্ত ২ নং পাদটীকায় ১৫ নং অনুচ্ছেদের ভাষ্যে, যা’ উপরে বর্ণিত অন্যান্য অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এই বিষয়ে পরিস্ফুটনপূর্বক বলা হয়েছে -

অত্র অনুচ্ছেদটিতে শুধুমাত্র “সৎকার ব্যতীত শবদেহ বিনষ্ট হওয়া” (French dépouillement) -কে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হলেও, যৌক্তিক অপরিহার্যতায় এর সাথে তর্কাতীতভাবে যুক্ত হয়ে যায় মৃতদেহ “লুণ্ঠন” (French pillage) সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা।

যৌক্তিকভাবে ব্যখ্যাযোগ্য পরিস্থিতিতে, মৃতদেহসমূহকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য, এমনকি বলপ্রয়োগও অনুমোদিত।[৭১] ১৫ নং অনুচ্ছেদের বিধানাধীনে, তৎসংযুক্ত

৭০ দ্রষ্টব্য - ৩১ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৪০৯; আরো দ্রষ্টব্য - ৩৫ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ২৬৬৯।

৭১ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৫২; ২২(১) নং অনুচ্ছেদের বিধানাধীনে, যোদ্ধা বা অযোদ্ধা সাধারণ নাগরিক, যে কারো দ্বারা যেকোনো ধরণের আক্রমন হতে মৃতদেরকে সুরক্ষিত করবার জন্য, চিকিৎসা-কর্মী এবং যোদ্ধা

ভাষ্যে স্পষ্ট করে যেমনটা বলা হয়েছে, যোদ্ধা বা অযোদ্ধা সাধারণ নাগরিক, যে কারো দ্বারা যেকোনো ধরণের আক্রমন হতে মৃতদেরকে সুরক্ষিত করবার জন্য, চিকিৎসা-কর্মী এবং যোদ্ধা উভয় শ্রেণীর লোকেদেরকেই অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

মৃতদের পরিচয় সনাক্তকরণ

মৃতদেহসমূহ সংগ্রহ করবার পর তৎসংশ্লিষ্ট সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার জন্য সহায়ক বিভিন্ন অপরিহার্য তথ্যাদি (মৃত্যুর তারিখ ও স্থান এবং কারণ ইত্যাদি সহ), জানা দরকার। এতদ্‌সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাটি প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের এমন একটি মৌল-প্রথা হিসেবে প্রামাণ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা' প্রযোজ্য হয় আন্তর্জাতিক এবং অ-আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা-তে সংকলিত ১১৬ নং বিধিতে এর রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে।[৭২]

যথাযথভাবে সনাক্তকরণ ব্যতীত মৃত ব্যক্তির অন্তিম ইচ্ছা কিংবা ধর্মীয় পরিচয় অনুসারে সৎকার করা নেহায়েতই অসম্ভব। তদুপরি, যথাযথভাবে সনাক্তকরণ, মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ ও সঙ্গে থাকা দ্রব্যাদি তার নিজ দেশের কাছে ফিরিয়ে দেবার কাজে, বিবদমান পক্ষসমূহর জন্য সহায়ক হয়।

বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হলেও বাস্তব যে, মৃতদেরকে সনাক্তকরণ, তাঁদেরকে জীবিত অবস্থায় দেখবার জন্য তাঁদের পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে যে আকুল আশা বিরাজ করছিলো তা' পূরণ করতে না পারলেও, অনিশ্চয়তার আগুনকে কিছুটা হলেও প্রশমিত করতে সহায়ক হয়। মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যু সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হবার পরে তাঁদের পরিবারের অন্য সদস্যদের পক্ষ হতে তাঁদের জন্য শোক-পালনসহ অন্যান্য অন্ত্যেষ্টিক কার্যাদি সম্পাদন করা সহজ হয়।[৭৩]

উভয় শ্রেণীর লোকেদেরকেই অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং চিকিৎসা-কর্মীদেরকে তাঁদের শুশ্রুষা বা তদারকি বা হেফাজতে থাকা আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে রক্ষা করবার প্রয়োজনে অথবা তাঁদের নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দরকার হলে অস্ত্র ব্যবহার করবার অনুমোদনও প্রদান করা হয়েছে।

৭২ দ্রষ্টব্য - ৩১ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৪১৭; আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা-তে সংকলিত পারিবারিক জীবনের অধিকার সম্পর্কিত ১০৫ নং বিধি এবং পরিবারের কোনো সদস্যের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবার অধিকার সংক্রান্তে ১১৭ নং বিধির দ্বারা, এই বিধানটিকে আরো জোরালো করা হয়েছে।

৭৩ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫১।

এছাড়া, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তথ্য-প্রাপ্তির অধিকারটি তার পরিবারের অন্য সদস্যদের সহজাত অধিকার এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ডাক্তারী-পরীক্ষা একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত। মৃত ব্যক্তিকে যথাযথভাবে সনাক্তকরণ ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নথিভূক্তকরণের বিষয়টি, মৃত্যু-পরবর্তীতেও প্রযোজ্য মানবাধিকার, ব্যক্তির নিজের পরিচয়ে পরিচিত হবার অধিকারটি সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত।[৭৪]

এব্যাপারে প্রথম বিধিবদ্ধকরণ লক্ষ্য করা যায় স্থলযুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের দুর্দশামোচনের জন্য ১৯২৯ সনে জেনেভায় স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ৪ নং অনুচ্ছেদে। সেখানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বিবদমান পক্ষসমূহের সেইসব বাধ্যবাধকতার ওপর যার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে মৃতদের জন্য ভদ্রোচিতভাবে সমাহিতকরণ বা দাহকরণ নিশ্চিত করা এবং তৎপূর্বে মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য এবং পরিচয় নিশ্চিত করবার জন্য, সম্ভব হলে, সযত্ন ও সতর্ক ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন করে তৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা।

পরবর্তীতে, ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৬ নং অনুচ্ছেদে সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহের দ্বারা তাঁদের কর্তৃত্বাধীনে থাকা, প্রতিপক্ষীয় আহত বা অসুস্থ অথবা প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয় জানতে সহায়ক, যেইসব তথ্যাদি নথিভূক্ত করতে হবে সেগুলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৫] সমুদ্র-যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১৯৪৯ সনের দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১৯ নং অনুচ্ছেদেও সমধর্মী বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, আরো কিছু সংযোজন সহকারে, যাতে বলা হয়েছে

---

৭৪ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫১-৩৫২ তে উদ্ধৃত Interpol, ICPO-Interpol General Assembly, 65 th session, Resolution, AGN/65/RES/13 (1996), available at: http://www/interpol.int/Public/ICPO/GeneralAssembly/Agn65/Resolutions/AGN65RES13.asp (last visited 21 May, 2009

৭৫ সশস্ত্র সংঘাতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিবর্গ প্রায়শই গণনার বাইরে থেকে যান, কারণ, তাঁদের মৃত্যুর তথ্য অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করা হয়না। তাছাড়া, তথ্য লিপিবদ্ধকরণের কাজটি শেষতক খুব জটিল এবং কঠিন হয়ে যায় যদি না সংঘাতের সময়ে বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের নিহতদের মৃতদেহ বা মৃত্যু-সংশ্লিষ্ট আলামত সংগ্রহ করা হয়। দ্রষ্টব্য- ICRC, Operational Best Practices Regarding the Management of HumanRemains and Information on the Dead by Non-Specialists, For All Armed Forces, For All HumanitarianOrganizations, p. 9, available at http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0858/$File/ICRC_002_858.PDF!Open সর্বশেষ দেখা হয়- ২০মে, ২০০৯; দ্রষ্টব্য- নোট-৪, পৃষ্ঠা- ৩৪৬। Anna Petrig তাঁর লেখনীতে আরো উল্লেখ করেন যে, যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্যাম্পে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, যাঁদের দেহাবশেষ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল বা যাঁরা অন্যত্র নিখোঁজ হয়েছিলেন, এমন হাজারো মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে শুধুমাত্র নাৎসিদের কাগুজে প্রমাণ যেমন, সেই সংক্রান্ত নথি ও দলিল-দস্তাবেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর উপর স্বীকৃতি দেওয়া যায়। কিন্তু এইসব নথি ও দলিল-দস্তাবেজ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির হিসাব সংরক্ষণ করতে পারেনি, কারণ, নাৎসিরা অসংখ্য নথি ও দলিল-দস্তাবেজ বিনষ্ট করে ফেলেছিলো এবং সেগুলিকে হত্যা-শিবিরে

যে কখন ঐসব তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে হবে এবং জাহাজের চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে কে তৎসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান করতে পারবে।[৭৬] এই বিধানদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, তদুদ্দেশ্যে সংরক্ষণের জন্য, নিম্নোল্লিখিত তালিকাতে বর্ণিত তথ্যাদি নথিভূক্ত করতে হবে -

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেই শক্তির কর্তৃত্বাধীন তার পদবী বা সরকারী নাম;

(খ) সেনাসদস্য বা বাহিনী-সদস্য হিসাবে ক্রমিক সংখ্যা কিংবা ব্যক্তিগত পরিচিতি-পত্রের ক্রমিক সংখ্যা অথবা অন্য যেকোনো রকমের সনাক্তযোগ্য ক্রমিক সংখ্যা;

(গ) নামের শেষাংশ;

(ঘ) নামের প্রথম অংশ বা অংশসমূহ;

(ঙ) জন্ম-তারিখ;

(চ)সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচিতি-পত্র বা পরিচিতি-চাকতিতে উল্লেখকৃত অন্যান্য যেকোনো তথ্যাদি;

(ছ) বন্দী অথবা নিহত হবার তারিখ ও স্থান; এবং

(জ) জখম বা অসুস্থতা অথবা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি।

কোনো একজন ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত করবার জন্য পর্যাপ্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত হবার কারণে পরিচিতি-পত্রে উল্লেখকৃত তথ্যাদিই সাধারণতঃ কোনো একজন মৃত ব্যক্তির হদিস বের করবার জন্য যথেষ্ট।[৭৭] তবে, পরিচিতি-পত্রে উপরোল্লেখকৃত তথ্যাদির সাথে অন্যান্য তথ্যাদিও, যেমন, পরিচিতি-পত্রের অধিকারীর স্বাক্ষর, অঙ্গুলির ছাপ[৭৮], ধর্মীয় পরিচয়[৭৯], রক্তের গ্রুপ,

রাখাও হয়নি। দ্রষ্টব্য- http://www.itsaroslen.org/en/help_and_faq/glossary/index.html (last visited 20 May 2009). আন্তর্জাতিক সনাক্তকারী ব্যবস্থা যা নিখোঁজ ব্যক্তি এবং নাৎসি হত্যাকান্ডের শিকার দুর্ভাগাদেরকে সনাক্ত করে, - http://www.its-aroslen.org/en.help_and_faq/dokumentenbeispiele/index.html (last visited 20 May 2009) quoted in note no. 4 p.346

[৭৬] দ্রষ্টব্য - ৪৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৪০।

[৭৭] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৬৩।

[৭৮] দ্রষ্টব্য - ১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং পংক্তির দ্বিতীয় বাক্য।

[৭৯] বিরোধী আক্রমণকারী দলের সহায়তার জন্য পরিচয়কার্ডের উপর ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকপাত অত্যাবশ্যক, এতে মৃতদের ধর্মীয় রীতিনীতির আলোকে তাঁদেরকে সৎকার করতে সুবিধা হয়।তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের

ফটোগ্রাফ[৮০], ইত্যাদি তথ্যাদি, সংযোজন করা যেতে পারে।[৮১] জেনেভা কনভেনশনের বিধানাধীনে এতোটা বিস্তারিত তথ্যাদি পরিচিতি-পত্রে অন্তর্ভূক্ত করতে বলা না হলেও এইসব তথ্যাদি এতোটাই সহজে নথিভূক্ত করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সনাক্ত করবার জন্য (বিশেষতঃ যেক্ষেত্রে পরিচিতি-পত্রের একাংশ ক্ষয়ে যায়) সেগুলি এতোটাই উপকারী যে এই সকল তথ্যাদিই পরিচিতি-পত্রে অন্তর্ভূক্তকরণের যৌক্তিকতা অতি সহজেই বোধগম্য।

মৃত্যুর সঠিক তারিখ[৮২] ও স্থান উল্লেখের কাজটি, সনাক্তকরণের জন্য সহায়ক হলেও, উল্লেখনের জন্য অনেক সময়ই দুরূহ কাজ হতে পারে ; বিশেষতঃ যখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে মৃত ব্যক্তিকে সংগ্রহ করা হয় অথবা যখন সমুদ্রে ডুবে যাওয়া মরদেহ উদ্ধার করা হয়।[৮৩] তবে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক অগ্রগতি অবশ্য, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সর্ব্বোচ্চ-সম্ভাব্য তারিখটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, বিবদমান পক্ষসমূহের জন্য, অনেকটাই সহায়ক হতে পারে।[৮৪] পরবর্তীতে, অন্যান্য তথ্যাদির সাথে, সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তিকে ডাক্তারী পরীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যাদিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করতে হবে।[৮৫] এছাড়া, সনাক্তকরণের জন্য এইসব প্রচলিত ব্যবস্থার পাশাপাশি, প্রেক্ষাপট ও যুদ্ধরত পক্ষসমূহের পরিচয়ের ভিত্তিতে, আধুনিকতর ও বিস্তারিত তথ্যার্জনে সহায়ক ব্যবস্থাদিও, (যেমন, ডি. এন. এ. নমুনা পরীক্ষা) গ্রহণ করা যেতে পারে।[৮৬]

---

১৭ নং অনুচ্ছেদ। দ্রষ্টব্য- নোট ৩০, পৃষ্ঠা- ১৬২ Preux, Jean De, with contributions by Siordet, Frédéric, Pilloud, Calude, Coursier, Henri, Wilhem, René- Jean, Uhler, Oscar, H., Schoenholzer, Jean Pierre, Commentary III, যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণ সংশ্লিষ্ট জেনেভা কনভেনশন, ১৯৪৯, ফরাসি মূলপাঠ থেকে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত। Henry, A.P. de, published under the General Editorship of Pictet, Jean S., International Committee of the Red Cross, Geneva, 1960, pp.161-162.

৮০ সংশ্লিষ্ট পরিচিতি-পত্রের উপর মুদ্রিত অন্যান্য তথ্যাদি নষ্ট হয়ে যাবার ক্ষেত্রে এটি একান্তই প্রত্যাশিত যে, সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির সঙ্গী অন্যান্য সৈনিকদের সহযোগিতায় পরিচিতি-পত্রের অদল-বদল করা হবেনা, বরঞ্চ, অতি সত্ত্বর উক্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত করা হবে। দ্রষ্টব্য - ৩০ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৬২।

৮১ এই ঐচ্ছিক ব্যবস্থাটির ভিত্তিমূলে রয়েছে ১৬(চ) নং অনুচ্ছেদের “অন্যান্য তথ্যাদি” শব্দসমূচয়। তদুপরি, এই অনুচ্ছেদটি ব্যাখ্যা করতে হবে ১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং পংক্তির দ্বিতীয় বাক্যস্থিত বিধানের সহযোগে। দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৬৪। আরো দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৬১-১৬২।

৮২ দ্রষ্টব্য - ১ নং সংযুক্তি, পৃষ্ঠা- ৭৬।

৮৩ দ্রষ্টব্য - ৪৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৪০।

৮৪ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৬৪।

৮৫ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৬৪।

৮৬ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫২।

পরিবারের অন্য সদস্যগণ কোনো একজন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে জানবার অধিকার রাখে। এজন্যই, যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক অথবা চিকিৎসা-দলের সহায়তায়, যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ যে জখম বা অসুস্থতা সেই সম্পর্কিত তথ্যাদি নথিভূক্ত করবার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।[৮৭]

পরিশেষে, এটি স্পষ্ট করা দরকার যে, অত্র অনুচ্ছেদটির সাথে সংযুক্ত ভাষ্যে সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়িত ও পস্ফুটিত করা হয়েছে যে, উপরোল্লিখিত তথ্যের তালিকাটি ধরণগতভাবে সীমিতকরণমূলক নয় বরং বর্ধমান -

"১৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখকৃত তালিকাটি বাধ্যতামূলক কিংবা সীমিতকরণমূলক নয়, "নথিভূক্তকরণের জন্য সংগৃহীতব্য এইসব তথ্যাদিতে, সম্ভব হলে, অন্তর্ভূক্ত হবে ......" এই প্রারম্ভিক শব্দমালাতেই তা' ফুটে উঠেছে। এটি ইঙ্গিত করে সেইসব তথ্যাদির প্রতি, কোনো একজন ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত করবার জন্য, যেগুলি সবচেয়ে বেশী সহায়ক হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এর সাথে অন্যান্য তথ্যাদিও সংযোজন করা যেতে পারে, এবং উপরে সুনির্দিষ্টকৃত তথ্যগুলির কোনোটি যদি পাওয়া না যায় সেখানে অন্যান্য তথ্যাদি (যেমন, ফটোগ্রাফ বা দৈহিক মাপ কিংবা দাঁতের বর্ণনা অথবা অন্য এমন কোনো বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্য যেটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা জানতে পারে বলে অনুমেয়) পরিপুরক হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।"[৮৮]

এটি উল্লেখ করা দরকার যে, "সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহ নিশ্চিত করবে ....." সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের এই বিধানিক শব্দ-চয়নের ভাষার্থ বাধ্যবাধকতার দিকেই ইঙ্গিত করে। এই বিধানিক দায়বদ্ধতার কারণে সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহ তাদের ওপর অর্পিত দায়-দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের জন্য সবরকমের আয়োজন করতে বাধ্যবাধকতাধীন। তাদের এই দায়-দায়িত্বসমূহকে ঐচ্ছিক হিসেবে গণ্য করা কোনোভাবেই উচিত হবেনা।[৮৯] তবে, যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করে একজন গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন যে, বিবদমান পক্ষসমূহ যদি, বিধানিক দায়-দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে. সকল বাস্তবসম্মত ও যথাসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করবার

---

৮৭ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৬৪।

৮৮ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৬২।

৮৯ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫২। তিনি তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৬ নং অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত ভাষ্য, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭৬-১৭৭।

জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তবে, তারা মৃত ব্যক্তিকে/ব্যক্তিদেরকে সনাক্ত করতে সক্ষম না হলেও, উপরে বর্ণিত বিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করা হয়েছে বলে গণ্য করা উচিত।[৯০] তিনি জোরালো বক্তব্য তুলে ধরে বলেছেন যে জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তাজনিত কারণে বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণে বিবদমান পক্ষসমূহ দ্রুত সমাহিতকরণে বাধ্য হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে দাফনকৃতদের সবার পরিচয় সনাক্তকরণ সম্ভব না ও হতে পারে (যেমনটি হয়েছিলো চাদ-এ ২০০৮ সনে)।[৯১]

মৃত ব্যক্তির পরিচয় এবং মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য মৃতদেহসমূহ পরীক্ষাকরণ

১৯৪৯ সনের প্রথম ও দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনের যথাক্রমে ১৭ ও ২০ নং অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তির বিধান দ্বারা বিবদমান পক্ষসমূহের ওপর নিম্নবর্ণিত অবশ্যপালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। উপরোল্লেখকৃত বিধান অনুযায়ী, স্থলে বা সমূদ্রে, মৃতদেহসমূহ সমাহিতকরণ বা দাহকরণের পূর্বে, উক্ত মৃতদেহে জীবনের আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নাই এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার উদ্দেশ্যে, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত করবার উদ্দেশ্যে, যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক কর্তৃক, অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা কর্তৃক, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ডাক্তারী-পরীক্ষা করানোর জন্য, বিবদমান পক্ষসমূহ অবশ্যপালনীয় বাধ্যবাধকতার অধীন।[৯২] ১৯৪৯ সনের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের যথাক্রমে ১২৯ নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তির বিধানে অধিকতর বাধ্যবাধকতা আরোপপূর্বক বলা হয়েছে যে, অন্তরীণীকৃত অবস্থায় থাকা কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, আটককারী রাষ্ট্রের আইনানুসারে, এবং সম্ভব হলে মৃত ব্যক্তির স্বজাতির কোনো চিকিৎসক কর্তৃক, মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদ প্রদান করতে হবে। যেহেতু এটি অনুমানযোগ্য যে অনুরূপ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দাবী করবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু এটিও বলা হয়েছে যে

---

[৯০] দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫২।

[৯১] ICRC, Chad: Saving lives as fighting subsides, Operational Update, 7 February, 2008, available at: http://icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/chad-update-070208 (last visited 30 March, 2009), উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫২।

[৯২] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭৬-১৭৭। ১৭ নং অনুচ্ছেদের ১ নং পংক্তির বিধান সংক্রান্তে ভাষ্যে, এমনকি গণদাহ বা যৌথ-কবরে সমাহিতকরণ ক্ষেত্রেও, মৃত কোনো যুদ্ধবন্দীকে দাহ বা সমাহিত করবার পূর্বে দুইবার পুঙ্খানুপুঙ্খ ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আরো দ্রষ্টব্য - ৪৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৪৮।

তৎসংশ্লিষ্ট নথি, আটককারী রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, প্রতি-স্বাক্ষরিত হতে হবে।[৯৩]

যদিও যুদ্ধবন্দীদের বন্দীদশার শুরুতেই, ১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা, যুদ্ধবন্দীদের পরিচয় সনাক্ত করা হয়, অনুরূপ জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বেই, অথবা অবর্তমানে, মৃত কোনো যুদ্ধবন্দীকে সমাহিতকরণ বা দাহকরণের পূর্বে পুঙ্খানুপুঙ্খ ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর পরিচয় সনাক্ত করাই যুক্তিযুক্ত।[৯৪] ১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং পংক্তির বিধানাধীনে, ডাক্তারী পরীক্ষার যৌক্তিকতা হিসেবে মৃতদের পরিচয় সনাক্তকরণ ব্যতীত তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরাপর পন্থা, যেমন, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ইত্যাদি, দ্বারা তৎসন্মন্ধে যদি নিশ্চিত হওয়া না যায়, তবে, সংশ্লিষ্ট যুদ্ধবন্দীর মৃত্যুর যথাযথ কারণ ও সময় নির্ণয়ের জন্যও,ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।[৯৫]

এ’ কথা বলা যেতে পারে যে, ১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২১ নং অনুচ্ছেদের বিধানটি মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রসঙ্গে বৈপ্লবিক অগ্রগতি এনেছে এবং তৎসম্পর্কিত ধারণাটিকে আরো জোরদার করেছে, কারণ, কোনো যুদ্ধবন্দীর অজ্ঞাত কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে সেই সংক্রান্তে আনুষ্ঠানিক তদন্ত পরিচালনা করবার জন্য, আটককারী রাজনৈতিক শক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।[৯৬] এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট যুদ্ধবন্দীর মৃতদেহটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, এবং প্রয়োজনবোধে ফরেনসিক চিকিসা-বিজ্ঞানে পারদর্শী কোনো ব্যক্তির দ্বারা, পরীক্ষা করতে হয়, তদুপরি প্রত্যক্ষ স্বাক্ষীদের সাক্ষ্যসমূহ গ্রহণ করতে হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিকে/ব্যক্তিবর্গকে শাস্তি প্রদানের জন্য, ১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২১ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং পংক্তির বিধান কর্তৃক, আটককারী রাজনৈতিক শক্তির ওপর অবশ্যপালনীয় বাধ্যবাধকতা সুদৃঢ়ভাবে আরোপ করা হয়েছে। দোষী ব্যক্তি নিজেও যুদ্ধবন্দী হলে কিংবা সামরিক-সদস্য হলে তার শাস্তি হবে আটককারী রাজনৈতিক শক্তির সামরিক

[৯৩] দ্রষ্টব্য - ৮১ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫০৪-৫০৫।

[৯৪] দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৪-৫৬৫।

[৯৫] দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৪।

[৯৬] দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৯-৫৭০। সংশ্লিষ্ট ভাষ্যে স্পষ্টীকরণপূর্বক বলা হয়েছে যে, অজ্ঞাত কারণে মৃত্যুর ঘটনা বলতে অজানা-রোগ কিংবা ভয়ংকর-মৃত্যুর ঘটনাকে বুঝতে হবে।

বাহিনীসমূহের জন্য বলবৎ আইনসমূহের বিধান মোতাবেক। দোষী ব্যক্তি যুদ্ধবন্দী না হলে কিংবা সামরিক-সদস্য না হলে তার শাস্তি হবে তার প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় আইনের বিধান মোতাবেক।[৯৭]

একইভাবে, ১৯৪৯ সনের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩১ নং অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তির বিধান দ্বারা, বন্দী অবস্থায় থাকা কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, কারণটি আপাতদৃষ্টে অজ্ঞাত হলে, সেই সংক্রান্তে আনুষ্ঠানিক তদন্ত পরিচালনার জন্য, আটককারী রাজনৈতিক শক্তির ওপর অবশ্যপালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বন্দী অবস্থায় মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যুর জন্য, দায়ী ব্যক্তিবর্গকে বিচারিক প্রক্রিয়ার মুখোমুখি করবার জন্য প্রযোজ্য বিধানটি একই অনুচ্ছেদের ৩ নং পংক্তির বিধান। দোষী ব্যক্তি/রা আটককারী রাজনৈতিক শক্তির অধীনস্থ নাগরিক হলে তাদের শাস্তি হবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জাতীয় আইনের বিধান মোতাবেক।[৯৮] অপরদিকে, দোষী ব্যক্তি/রা নিজেরাও বন্দী হলে তাদের শাস্তি হবে, ১১৭ নং অনুচ্ছেদের ১ নং পংক্তির বর্ণনানুসারে, তারা যেই ভূখন্ডে আটকাবস্থায় আছে সেই ভূখন্ডে বলবৎ আইনসমূহের বিধান মোতাবেক।[৯৯]

মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদ

মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদে, মৃত ব্যক্তির পরিচয়-সনাক্তকরণমূলক তথ্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান এবং মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ উল্লেখ করা হয়। এতদ্ব্যতীত, সেখানে উল্লেখ করা উচিত সমাহিতকরণ বা দাহকরণের স্থান ও সময়, দাহকরণের কারণ এবং এইসব তথ্যের সাথে আরো উল্লেখ করা উচিত সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির কবরকে সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করবার জন্য দরকারী আরো বেশ কিছু তথ্যাদি।[১০০] এতদ্ব্যতীত, মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদের দ্বারা দিওয়ানী আইন সংক্রান্ত অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান সহজসাধ্য হয়। বিবদমান পক্ষসমূহকে সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে, ১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ৪ (ঘ) নং সংযুক্তিতে মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদের একটি নমুনা প্রদান করা হয়েছে।[১০১]

---

৯৭ দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৭১।

৯৮ দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫১০।

৯৯ দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫১০।

১০০ দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৩।

১০১ দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৩।

১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদের ২ নং পংক্তির বিধানাধীনে, বিবদমান পক্ষসমূহ, আটকাবস্থায় মৃত সকল যুদ্ধবন্দীদের নামসমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব (১২২ নং অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত) যুদ্ধবন্দী সম্পর্কিত তথ্য ব্যুরোতে, অবহিত করতে বিধানিক বাধ্যবাধকতার অধীন।[১০২] এতদ্‌সম্পর্কিত সরকারী বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনের কর্ম-প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে লিখিত ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, এইসব তথ্যাদি, সম্ভবত একক বা সামষ্টিক সনদের ধরণে যূথবদ্ধভাবে দেয়া যেতে পারে।[১০৩] এই সকল বিধানিক বাধ্যবাধকতা সম্পাদনের ক্ষেত্রেও মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদের উপযোগিতা রয়েছে।

১৯৪৯ সনের চারটি জেনেভা কনভেনশন এবং তৎসঙ্গে সংযোজিত প্রথম প্রটোকলের বিধানসমূহের অধীনে যেইসব ব্যক্তিদের জন্য অনুকূলতর আচরণ নিশ্চিত করা হয়নি, এমন কোনো ব্যক্তি বন্দী অবস্থায় মারা গেলে, ১৯৪৯ সনের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের সঙ্গে সংযোজিত প্রথম প্রটোকলের ৩৩ নং অনুচ্ছেদের ২(ক) নং পংক্তির বিধানাধীনে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য নথিভূক্ত করবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিবদমান পক্ষ বিধানিকভাবে দায়বদ্ধ।[১০৪] তদ্‌সংযোজনে, উপরে বর্ণিত শ্রেণীভূক্ত কেনো ব্যক্তি বন্দী অবস্থা ব্যতীত, সংঘাত বা ভূখন্ড-দখল জনিত, অন্য কোনো পরিস্থিতিতে মারা গেলে, তৎসংক্রান্ত তথ্যাদি নথিভূক্তকরণের পাশাপাশি অনুরূপ ব্যক্তিকে অনুসন্ধানের জন্য পরিচালিত কর্মকান্ডে সহায়তা করবার জন্য[১০৫] এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজেরাই অনুসন্ধান পরিচালনা করবার জন্য, বিবদমান পক্ষসমূহ, অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৩ নং অনুচ্ছেদের ২(খ) নং পংক্তির বিধানাধীনে, বিধানিক বাধ্যবাধকতার অধীন।

---

১০২ দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৩।

১০৩ দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৩।

১০৪ ১৯৪৯ সনের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্যাদির, তালিকাটি সীমীতকরণমূলক নয় বরঞ্চ সংযোজনমূলক, সাথে প্রয়োজন হলে অন্যান্য তথ্যাদিও সংযোজন করা যেতে পারে; যেমন, ১৩৮ নং অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে, নামের শেষাংশ, নামের প্রথম অংশ/সমূহ, জন্ম-তারিখ ও জন্ম-স্থান, জাতীয়তা, সর্বশেষ বাসার ঠিকানা এবং বৈশিষ্ট্যমূলক দিকগুলি, পিতার নামের প্রথম অংশ/সমূহ এবং মাতার বিবাহপূর্ব নাম, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি গৃহীত প্রশাসনিক/সামরিক ব্যবস্থা এবং সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের স্থান ও তারিখ, তাঁর সাথে যোগাযোগের ঠিকানা, বিকল্প ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে তাঁর নাম ও ঠিকানা, ইত্যাদি তথ্যাদিও অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

১০৫ অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এই কর্তব্যটি সাধারণতঃ সম্পাদিত হয় সামরিক বাহিনীর স্থায়ী কবর-নিবন্ধন কার্যক্রমের দ্বারা, যারা শান্তিকালীন দায়িত্ব হিসেবে যুদ্ধে নিহত নিজ রাষ্ট্রীয় নাগরিকদের কবরসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য দায়িত্বাবদ্ধ। দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৮ দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৮.

২.৩ মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ ও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ফেরত প্রদান

মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ ফেরত প্রদান

মৃতদের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে, একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিদ্যমান বিধানিক-ব্যবস্থা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেষ্টা করে । এতদুদ্দেশ্যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের বহুবিধ চর্চা ও আধুনিক সমরের বাস্তব জটিলতাসমূহের পশ্চাদ্‌পটে, সম্ভাব্য-কর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ ও দেহভস্ম অবশিষ্ট থাকলে সেগুলি, বিবদমান পক্ষসমূহ কর্তৃক, সম্ভব হলে তাঁদের নিজ দেশে স্থানান্তরিতকরণের বিষয়টিকে। এতদ্‌সংযোজনে, এই মানবিক কার্যক্রমের সুবিধাদির কথা বিবেচনা করে, সশস্ত্র সংঘাতের শুরু হতেই, একটি সরকারী কবর-নিবন্ধন কার্যক্রম, সম্পাদন করবার জন্য, ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের বিধানাধীনে, সংঘাতের পক্ষসমূহকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।[১০৬] এছাড়া, বিবদমান পক্ষসমূহকে, সরকারী কবর-নিবন্ধন কার্যক্রমের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির নিজ দেশের পক্ষ হতে তৎসংক্রান্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর সময় পর্যন্ত, তাঁদের দেহভস্মাবশেষসমূহ সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে।[১০৭] সেজন্যে, সকল দরকারী তথ্যাদি সংযুক্ত এবং লক্ষণীয়ভাবে সনাক্ত-চিহ্ন যুক্ত শবভস্মাধারে উপরোক্ত ভস্মাবশেষসমূহ সংগ্রহ করতে হবে।[১০৮] এরপর, যথাযথ স্থানে সেগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সর্বোপরি সেগুলিকে অপবিত্রায়নবা প্রতিধার্মিকসুলভ অনাচার হতে রক্ষা করতে হবে, এবং সকল প্রকারের অসম্মান হতে সুরক্ষিত রাখতে হবে।[১০৯] সরকারী কবর-নিবন্ধন কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠা করবার বিষয়টি ঐচ্ছিক কারণ, মৃতদের মরদেহসমূহ ও দেহাবশেষসমূহ স্থানান্তর সম্পর্কিত বৈচিত্র্যময় প্রথাসমূহের ভীড়ে তাদেরকে কাজ করতে হয়।[১১০] যুদ্ধবন্দীদের দেহাবশেষসমূহ ও দেহভস্মাবশেষসমূহ সংক্রান্তেও সমধর্মী বিধান রয়েছে এবং

---

১০৬ অব্যবহিত পূর্ববর্তী ১০৫ নং পাদটীকার বক্তব্যটি এই ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।

১০৭ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৮১।

১০৮ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৮১।

১০৯ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৮১।

১১০ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৮১।

করণীয় প্রসঙ্গেও আরো সংযোজন রয়েছে। ১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদের ষষ্ঠ পংক্তির বিধানাধীনে, মৃতদের মরদেহসমূহ ও দেহাবশেষসমূহ যতবার স্থানান্তর করা হবে ততবারই সেই সংক্রান্তে তথ্যাদি নথিভূক্তকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকা দখলকারী শক্তির ওপর বিধানিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।[১১১]

১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদের ২(গ) নং পংক্তির বিধানাধীনে, মৃতদের দেহাবশেষসমূহ ফেরত পাঠানো যেতে পারে, সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তিদের নিজ নিজ দেশের অনুরোধক্রমে এবং অপরদিকে, তাঁদের নিজ দেশের জন্য নাকচকরণের বিশেষাধিকার সংরক্ষণ সাপেক্ষে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের অনুরোধ-পরবর্তীতে। রাষ্ট্রসমূহের জন্য এতদ্‌সংক্রান্তে নাকচকরণের বিশেষাধিকার সংরক্ষণের বিধানটি অন্তর্ভূক্তকরণের অন্তর্নিহিত দর্শনটি সম্ভবতঃ বিদেশে যুদ্ধ-সমাধিস্থলসমুহের রক্ষণাবেক্ষণের প্রসঙ্গটির সাথে সম্পর্কযুক্ত।[১১২] সবিশেষতঃ বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভূক্ত দেশগুলি, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত তাদের পক্ষের সৈন্যগণ যেই দেশে লোকান্তরিত হতেন তাঁদেরকে সেই দেশেই, নান্দনিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণকৃত যুদ্ধ-সমাধিস্থলসমুহে, সমাহিতকরণের নীতি অনুসরণ করতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বেলজিয়ামের টাইন কট যুদ্ধ-সমাধিস্থলের কথা[১১৩]

কখনো কখনো সশস্ত্র সংঘর্ষের বাস্তব অবসানের অনেক পরেও মরদেহাবশেষসমূহ হস্তান্তরের কাজটি সম্পাদিত হয়।[১১৪] ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক, ১৯৯১ সনে জাকার্তাতে জাপানী রাষ্ট্রদূতের কাছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সেখানে নিহত ৩৫০০ জন জাপানী সৈন্যের দেহভস্ম ফেরত প্রদানের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।[১১৫] উল্লেখ্য যে, সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটিই বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতমুক্ত মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।[১১৬] এতদ্‌সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক

---

১১১ দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৮।

১১২ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৩।

১১৩ The Commonwealth War Graves Commission offers an account of this war cemetery. See http://www.cwgc.org/search/cemetry_details.aspx?cemetery=85900&mode=1 (last visited 21 May, 2009), উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৩।

১১৪ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৩।

১১৫ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৩।

১১৬ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৩।

রেড ক্রস কমিটির ভূমিকা পরিস্ফুটনের জন্য, ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহ্-র মধ্যে, ২০০৮ সনের জুলাই মাসে, সম্পাদিত মৃতদের মরদেহ হস্তান্তরের ঘটনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে।[১১৭] অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে মতৃদের মরদেহাবশেষ হস্তান্তর সম্পর্কিত বিধান সংক্রান্তে, একটি আপাতঃশূণ্যতা খুব সহজেই অনুভূত হয়, যেহেতু, কোনো আন্তর্জাতিক বিধান কিংবা প্রথাভিত্তিক বিধিতেই বিষয়টি বিধিবদ্ধ হয়নি।[১১৮] তবে, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা-তে মৃতদের মরদেহাবশেষ এবং ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ফেরৎ দেওয়া সংক্রান্তে বিবদমান পক্ষসমূহের দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত একধরণের প্রবণতার উল্লেখ করা হয়েছে।[১১৯] আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাধারণ নীতিসমূহ এবং মৌলপ্রথাসমূহ বিবেচনাপূর্বক একজন গ্রন্থকার যুক্তি তুলে ধরে বলেছেন যে, মৃতদের মরদেহাবশেষ এবং ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি তাঁদের আত্মীয়দের কাছে ফেরৎ না দেওয়াকে এক ধরণের সামষ্টিক শাস্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে এবং তা' হতে নিষ্ঠুর বা অমানবিক আচরণের এবং ব্যক্তির মানবিক-মর্যাদার প্রতি আক্রোশাত্মক আচরণের এবং, আরো সুনির্দিষ্টভাবে, লাঞ্ছনাকর ও অবমাননাকর আচরণের সংক্রান্তে প্রয়োজ্য নিষেধাজ্ঞা এবং শাস্তির দাবি উঠতে পারে।[১২০] তবে, এটি অসম্ভব নয় যে কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় আইনের ধারাবাহিকতাতে এমন কিছু আইনী অবকাঠামোর উদ্ভব হতে পারে যেখানে, মতৃদের মরদেহাবশেষ এবং ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি তাঁদের আত্মীয়দের কাছে ফেরৎ দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপপূর্বক, এতদ্সংক্রান্তে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাণদন্ডের ব্যত্যয় ঘটানোর প্রবনতা লক্ষ্য করা যেতে পারে।[১২১]

---

১১৭ 'Hezbollah, Israel swap corpses on Lebanon border', Reuters, 16 July, 2008, available at: http//www.reuters.com/article/homepageCrisis/idUSL16516924._CH_.2400 (last visited 21 May, 2009), উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৩।

১১৮ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৩।

১১৯ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত CIHL বা প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা, vol. I, p. ৪১১-৪১২. দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৩।

১২০ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৪। উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন - Art. 4(2) (b), GC I-IV, AP II, Art. 3(1) GC I-IV, and Art.4 (1), AP II, Art. 3(1) (c) GC I-IV, and Art. 4(2) (e), AP II.

১২১ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৪।

মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ফেরত প্রদান

মৃতদের ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ফেরৎ প্রদান সম্পর্কিত বিধানাদি তাঁদের পরিবারবর্গের আবেগানুভুতি ও আবেগের প্রতি ঐকান্তিক একাত্মতার বহিঃপ্রকাশ। মতৃ ব্যক্তিদের সাথে থাকা টাকা, বস্তুগত বা আবেগাত্মক মূল্যবান সকল জিনিসপত্র অথবা ব্যক্তিগত ধরণের দ্রব্যাদি, মৃত ব্যক্তির নিজ দেশের কাছে ফেরৎ পাঠানোর বিষয়টি আধুনিক মানবিক আইনের বিধানিক অবকাঠামোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তবে, শুধুমাত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ কিংবা সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমৎ হিসাবে রেখে দেওয়া যেতে পারে।[১২২]

১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৬ নং অনুচ্ছেদের ৪ নং পংক্তির এবং একই সনের দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১৯ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং পংক্তির বিধান দ্বারা, বিবদমান পক্ষসমূহের ওপর অবশ্যপালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে যে, নিম্নোল্লিখিত জিনিস-পত্র, মৃত ব্যক্তির সাথে অথবা কাছাকাছি পাওয়া গেলে সেগুলিকে জাতীয় তথ্য পরিদপ্তরের মাধ্যমে[১২৩], সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আনুগত্যপ্রাপ্ত রাজনৈতিক শক্তির কাছে ফেরত পাঠাতে হবে -

(ক) পরিচিতি-চাকতির দুই পৃষ্ঠের একটি পৃষ্ঠ;

(খ) অন্তিম ইচ্ছাপত্রসমূহ অথবা গুরুত্বসম্পন্ন অন্যান্য দলিলসমূহ;

(গ) নগদ টাকা;

(ঘ) বস্তুগত বা আবেগাত্মক মূল্যবান দ্রব্যাদি; এবং

(ঙ) অসনাক্তকৃত দ্রব্যাদি।[১২৪]

যেহেতু, মৃত ব্যক্তির ভৌত সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রে, ইচ্ছাপত্রসমূহ ও দানপত্রসমূহ বিশেষ আইনী গুরুত্ব বহন করে, সেহেতু, সেগুলিকে সর্ব্বোচ্চ যত্ন সহকারে ফেরৎ পাঠাতে হবে। এছাড়া অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসপত্র বা কাগজপত্রাদি কিংবা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত মূল্যবান কোনোকিছু, আপাতঃদৃষ্টিতে মূল্যহীণ বা অতি সামাণ্য মূল্যমানের মনে হলেও, সেগুলিকেও সংগ্রহ করতে হবে

১২২ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৪। তৎকর্তৃক উদ্ধৃত CIHL বা আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা, vol. I, পৃষ্ঠা- ৪১৩।

১২৩ ১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২২ নং অনুচ্ছেদে যেমনটি বলা হয়েছে।

১২৪ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭০।

এবং ফেরৎ পাঠাতে হবে কারণ, মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়-স্বজনদের কাছে আবেগাত্মক কারণে সেগুলির বিশেষ মূল্য রয়েছে।[১২৫] সেজন্যই, উপরোক্ত সকল দ্রব্যাদি, সর্ব্বোচ্চ-সম্ভব সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক একটি মোড়কে আবদ্ধ অবস্থায় মোহরাঙ্কিত করে সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তি/দের পরিচিতি সম্পর্কিত একটি বিবরণী ও মোড়ককৃত দ্রব্যাদির পূর্ণাঙ্গ তালিকা সহযোগে প্রেরণ করতে হবে।[১২৬]

উপরোক্ত ব্যক্তিগত দ্রব্যাদির অবর্তমানে, অসনাক্তকৃত দ্রব্যাদি,[১২৭] সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করবার ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্যপ্রাপ্ত রাজনৈতিক শক্তির জন্য সহায়ক হতে পারে।[১২৮]

তবে, এইসকল দ্রব্যাদি প্রতিপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভ্রান্তি-ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে কারণ, ঐসকল দ্রব্যাদির কারণে উক্ত রাজনৈতিক শক্তি সেগুলির অধিকারীদের মৃত্যুর অনুমান করতে পারে অথচ বাস্তবে বিষয়টা এমনও হতে পারে যে সেগুলি প্রকৃত স্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে। এজন্যই, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ও আইনী জটিলতা এড়ানোর উদ্দেশ্যে, মৃতদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের পরিবারবর্গকে অবহিত করার আগে অবশ্যই সর্ব্বোচ্চ প্রযত্ন ও পূর্বসতর্কতা গ্রহণ করতে হবে।[১২৯]

১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২২ নং অনুচ্ছেদের নবম পংক্তি এবং চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩৯ নং অনুচ্ছেদের বিধানাধীনে, আটককারী রাষ্ট্রের জাতীয় তথ্য পরিদপ্তরের অন্যতম প্রধান করনীয় হচ্ছে, নিম্নোল্লিখিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে তাদের কাছে প্রেরণ করবার জন্য সরকারীভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, সামরিক বাহিনীর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সহায়তায়, মৃত যুদ্ধবন্দীর সাথে থাকা ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি, যেমন, আটককারী শক্তির মুদ্রা ব্যতীত অন্য যেকোনো মুদ্রা ও মূল্যবান ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি[১৩০] এবং উক্ত যুদ্ধবন্দীর নিকটাত্মীয়দের জন্য জরুরী

১২৫ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭১।

১২৬ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭২।

১২৭ এমনটা হতে পারে যে, কোনো নৌযান অথবা আকাশযান এরূপ সুতীব্র ও প্রচন্ড শক্তিতে বিধ্বস্ত হয়েছে যে, সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় বা আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবস্থায়, বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, সাধারণতঃ ধাতব জাতীয়, কিছু দ্রব্যাদি ব্যতীত. তার কাঠামোর অথবা আরোহীদের আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট নাই। দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭২। আরো দ্রষ্টব্য - ৪৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৪৪।

১২৮ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭২।

১২৯ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭২।

১৩০ ১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের সংক্রান্তে ভাষ্যে গুরুত্বারোপপূর্বক বলা হয়েছে যে,"মূল্যসম্পন্ন ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি" অভিধাটিকে অবশ্যই বিশদীকরণ করা দরকার, কারণ, শ্রেণীবাচক অভিধা হিসেবে এর

ও গুরুত্বসম্পন্ন যেকোনো দলিলাদি সংগ্রহ করবার পর সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর কাছে প্রেরণ করা।[১৩১]

১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২২ নং অনুচ্ছেদের সমাপনী বাক্যটি এব্যাপরে জাতীয় তথ্য পরিদপ্তরের দায়িত্ব-সীমা কার্যকরভাবেই স্পষ্ট করে দেয় এবং তদনুসারে, শুধুমাত্র সেইসব দ্রব্যাদি ও দলিলসমূহ প্রেরণ করা তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত যেগুলি আকারে তেমন বড় নয় এবং ডাক-খরচামুক্ত মোড়কে করে প্রেরণ করা যায়। যেহেতু অন্যান্য ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি, যেমন, পোষাকাদি বা তৈজসপত্র , বই, বাদ্যযন্ত্রাদি, শিল্পকর্মসমূহ প্রেরণ করতে হলে পরিবহনের জন্য উচ্চমূল্য প্রদান করতে হয়[১৩২], সেহেতু, সংশ্লিষ্ট বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে সমঝোতাপূর্বক নির্দিষ্টকৃত, বিশেষ ব্যবস্থায়[১৩৩] সেগুলি স্থানান্তর করা হবে।

মৃতদের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ফেরৎ প্রদানের এই বাধ্যবাধকতাটি, ১৯৪৯ সনের চারটি জেনেভা কনভেনশনেরই বিধানাধীনে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য হয় এবং তা' প্রতিফলিত হয়েছে রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা-তে সংকলিত ১১৪ নং বিধিতে। তদুপরি, ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪(২)(গ) অনুচ্ছেদে, উপরিউক্ত বাধ্যবাধকতাটি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বিবদমান শক্তিসমূহের মধ্যে সমঝোতায় উপনীত হবার বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[১৩৪]

দ্বারা, সংশ্লিষ্ট মৃতদের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের জন্য যেকোনো ভাবাবেগাত্মক মূল্য বা গুরুত্বসম্পন্ন, এমন প্রত্যেকটি দ্রব্যাদিই বুঝানো হয়। দ্রষ্টব্য - ৮১ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৮০। পক্ষান্তরে, ১৯৪৯ সনের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩৯ নং অনুচ্ছেদের বিধান সংক্রান্তে ভাষ্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাপূর্বক বলা হয়েছে যে,"মূল্যসম্পন্ন ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি" অভিধাটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে, মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীনে ছিলো এমন যেকোনো, অর্থনৈতিক বা ভাবাবেগাত্মক গুরুত্বসম্পন্ন, ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদিকে। দ্রষ্টব্য - ৩০ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৩৮।

১৩১ দদ্রষ্টব্য - ৮১ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৮০।

১৩২ এরূপ আয়োজনাদি সাধারণতঃ হয়ে থাকে পরিবহনের ব্যবস্থাকরণ ও অর্থ-ব্যয় নির্বাহন সংশ্লিষ্টতায়।

১৩৩ দ্রষ্টব্য - ৮১ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৮০।

১৩৪ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭৩-৩৭৪।

২.৪ মৃত ব্যক্তির সৎকার[১৩৫]

মৃতদের প্রতি সম্মানের নীতিটির বাস্তবায়নের জন্য, বিবাদমান পক্ষসমূহ কর্তৃক, যথাযথভাবে মৃতদেহের সৎকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার। স্থলযুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের দুর্দশামোচনের জন্য ১৯২৯ সনে জেনেভায় স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ৪ নং অনুচ্ছেদের ৫ নং পংক্তিতে আধুনিক যুগে প্রথমবারের মতো, সম্মান সহকারে মৃতদের সৎকার করবার বিষয়টি নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বিবদমান পক্ষসমূহের ওপর জোরালো বিধানিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। ১৯২৯ সনে অনুষ্ঠিত যুদ্ধবন্দী বিষয়ক কনভেনশনের ৭৬ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং পংক্তিতেও, বন্দী থাকাকালে মৃত যুদ্ধবন্দীদেরকে সম্মান সহকারে সমাহিতকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবার জন্য একই বিধানিক-নির্ঘোষ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

এবং একই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদে, দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনের ২০ নং অনুচ্ছেদে, তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদে এবং চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩০ নং অনুচ্ছেদে, সশ্রদ্ধ পন্থায় মৃতদের যথাযথ সৎকার সংক্রান্তে বিধান বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। তৎপূর্বে এককভাবে আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের সময়ে প্রযোজ্য, উপরোক্ত মানদন্ডটি নির্দ্বিধায় আত্মীকরণপূর্বক, জেনেভা কনভেনশনসমূহের সঙ্গে সংযোজিত, দ্বিতীয় প্রটোকলের ৮ নং অনুচ্ছেদে অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের সময়ে মৃত ব্যক্তিদেরকে ভদ্রভাবে সৎকারের বিধানটি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে, একজন পন্ডিত ব্যক্তি যুক্তি তুলে ধরে বলেছেন যে, শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনেই সুস্পস্টভাবে বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে সশদ্ধ পন্থায় সৎকার বলতে কি বুঝায়, কারণ সেখানে বলা হয়েছে যে, মৃতদের প্রত্যেককে, তাঁদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী, একক কবরে সমাহিত করতে হবে এবং তাঁদের কবরসমূহ সনাক্তযোগ্যভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করতে হবে। তিনি তাঁর যুক্তিকে জোরদার করবার জন্য দেখিয়েছেন যে, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা-তে সংকলিত ব্যাখ্যা-ভাষ্যেও দোদুল্যমানতার আভাস পাওয়া যায় যখন সেখানে বলা হয় যে, "জাতীয় আইনের ভিত্তিতে এইসব বিধানিক পূর্বশর্তসমূহের কিছু কিছু অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।" তবে,

১৩৫ দ্রষ্টব্য - ১ নং সংযুক্তি, পৃষ্ঠা- ৭৬।

জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের ৮ নং অনুচ্ছেদে এবং তদ্‌সংক্রান্ত ভাষ্যে অন্তর্ভূক্ত ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত "মৃতকে যথাযথভাবে সৎকারের" শব্দচয়নের মাধ্যমে, যথাসঙ্গতভাবে ধর্মীয় আচারানুযায়ী যথাযথভাবে সমাহিতকরণের, বিষয়টি সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে অনুজ্ঞেয়। ৪৬৫৬ নং পংক্তিস্থ ভাষ্যে বিষয়টিকে এমনভাবে পরিস্ফুটিত করেছে, "তাঁদের জন্য শ্রদ্ধাটুকু তাঁদের সর্বশেষ ইহলৌকিক প্রাপ্য। অর্থাৎ, প্রযোজ্যতানুযায়ী ধর্মীয় আচারাদি পালনপূর্বক তাদেরকে অবশ্যই যথাযথভাবে সমাহিত করতে হবে (সমুদ্রে সলিল-সমাহিতকরণ এবং দাহকরণের ক্ষেত্রেও)।"[১৩৬]

এভাবেই, মৃতদেরকে শ্রদ্ধাযুক্ত পন্থায় সৎকারের এই নিয়মটি, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের, এমন একটি মৌল-প্রথাতে পরিণত হয়েছে যা' প্রযোজ্য হয় আন্তর্জাতিক এবং অ-আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা-তে সংকলিত ১১৫ নং বিধিতে এর বিধানিক রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে।

মৃতদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ধর্মবিশ্বাস মানব জীবনের অবয়ব দানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তার আচরণ ও প্রবণতা এবং ধরণ-ধারণ এবং পোষাকাদি ও সামগ্রিক জীবনাচারের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে তার প্রভাব পড়ে। কোন ব্যক্তির সাথে তাঁর ধর্ম এতটাই অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত যে মৃত্যুর পরেও তাঁর ওপর ইহজাগতিক সমাপনী স্পর্ষটি রাখে তাঁর ধর্মবিশ্বাস। প্রত্যেকটি ধর্ম এবং তদনুবর্তী বিশ্বাসসমূহ ও আচারাদির প্রতি, উক্ত ধর্মের অনুসারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ও অনুশাসনমুক্ত লোকেদের, সকলেরই সে অনুযায়ী সম্মান থাকা দরকার। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিদ্যমান বিধানিক ব্যবস্থা, এর উদ্ভবকাল থেকেই, কোনোরকম ব্যতিক্রম ব্যতীত ধর্মবিশ্বাস সমূহের প্রতি সশস্ত্র সংঘাতের সময়েও সম্মানপ্রদানের বিধানসমূহ অব্যর্থভাবে বিধিবদ্ধ করে আসছে। এমনকি মৃতদেরকে সমাহিতকরণ সংক্রান্ত বিধানও উপরোক্ত বিধিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া হতে বাদ পড়ে নাই। ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইনে, তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদের

---

১৩৬ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৪১৫।

চতুর্থ লাইনে, এবং চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩০ নং অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনে বলা হয়েছে যে, সম্ভব হলে মৃতদের অনুসৃত ধর্মবিশ্বাসের আচারিক নিয়ম অনুসারে তাঁদের দাপন সম্পন্ন করতে হবে। ১৯৪৭ সনে অনুষ্ঠিত সরকারী বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন[১৩৭] হতে সূত্রপাত হওয়া ধর্মীয় আচারাদির এই উল্লেখটিকে আবশ্যিকভাবে পালনীয় করা হয়নি যেহেতু, সশস্ত্র সংঘাতের রূঢ় বাস্তবতা, বিবদমান পক্ষসমূহ কর্তৃক কোন কোন ধর্ম-নির্দেশিত আচারাদি প্রতিপালনের পথে, প্রতিবন্ধকতা হয়ে উঠতে পারে।[১৩৮] দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যেখানে কোন কোন ধর্মের আচারানুযায়ী কোন প্রাণী ক্বোরবানী করতে বলা হয় কিংবা সুনির্দিষ্ট কোন বিরল দ্রব্য ব্যবহার করতে বলা হয়, তখন সেই আচারানুযায়ী চলা আসলেই কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। মৃত্যুর হার যেখানে বেশী এবং সম্পদ যেখানে অল্প সেখানে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে। [১৩৯]

শবদাহকরণ

১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের (এবং তৎসংযুক্ত ভাষ্যে)[১৪০], তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদের, এবং চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩০ নং অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে, শুধুমাত্র যুদ্ধের সময়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আবশ্যিক কারণ অথবা মৃত ব্যক্তির ইচ্ছা কিংবা তাঁর ধর্মবিশ্বাসজনিত কারণ শবদাহকরণের যৌক্তিকতা হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে। তবে ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় লাইনে একইসাথে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেছে যে, শবদাহকরণের প্রেক্ষাপট ও কারণ সমূহ, মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদে বা সরকারীভাবে যাচাইকৃত মৃতদের তালিকাতে, বিশদভাবে বর্ণনা করতে হবে।[১৪১] এই আবশ্যিকতার মাধ্যমে মৃতদের হদিস রাখা এবং তাঁদের সবার হিসাব রাখা সম্ভব হয়।[১৪২] সেজন্যই শবদাহকরণের বিষয়টি শুধুমাত্র যথাসঙ্গত ক্ষেত্রসমূহেই সীমিত রাখা হয়েছে।

---

১৩৭ দ্রষ্টব্য - Report on the Work of the Conference of Government Experts, 1947, পৃষ্ঠা- ২৪৮।

১৩৮ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭৯। আরো দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৫।

১৩৯ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৫।

১৪০ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭৯।

১৪১ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭৮।

১৪২ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৬।

একক বা যৌথ কবরে সমাহিতকরণ

যথাযথভাবে সমাহিতকরণের প্রয়োজন হয় ব্যক্তিদেরকে সৎকারের সময়, বিবদমান পক্ষসমূহের তরফ হতে, তাঁদের জন্য মানবিক-মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা। এর জন্য, ব্যক্তি কর্তৃক অনুসৃত ধর্ম অনুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আচারাদি পালন করা ব্যতীত আরো যা কিছু দরকার তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একক কবরে সমাহিতকরণ, তবে যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতারকারনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উদ্ভূত সামরিক প্রয়োজনে, সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে যৌথ-কবরে দাফন অপরিহার্য করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, জেনেভা কনভেনশনসমূহে একই বিধানিক-স্বরে যৌথ-কবরে সমাহিতকরণের প্রতি-অবস্থানমূলকভাবে একক কবরে সমাহিতকরণের বিধান বিধিবদ্ধকরণের পিছে রয়েছে মনুষ্যত্বের এই মনস্তত্ত্ব যে, যৌথ-কবরে সমাহিতকরণের, বিষয়টি মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার সাথে যুক্ত আবেগ ও ভাবানুভূতির সাথে সাংঘর্ষিক।[১৪৩] তদুপরি, যৌথ-কবরে সমাহিতকরণের কারণে, পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে কবর হতে দেহাবশেষ উত্তোলনের কাজটি অনেক জটিল হয়ে যায়।[১৪৪] ১৯৪৯ সনের চারটি জেনেভা কনভেনশনেই, সুবিবেচনাপ্রসুত জোরালোভাবে ও যৌক্তিক পন্থায় এই বিষয়ে বিধানসমূহ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৯৪৯ সনের, প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনে এবং তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদের পঞ্চম লাইনের এবং চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩০ নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় লাইনের, বিধানাধীনে মৃতদের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করবার জন্য ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ভাবাবেগের প্রতি সম্মান প্রদানের জন্য এবং, শেষতঃ কিন্তু সমগুরুত্বপূর্ণ, পরবর্তীতে কবর হতে দেহাবশেষ উত্তোলনকে সম্ভব বা সহজ করবার উদ্দেশ্যে, একটি সাধারণ মান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যা সমাহিতকরণ বা দাহকরণ উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য - উভয় ক্ষেত্রেই শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হবে এককভাবে।[১৪৫] তবে, যেহেতু আইনী বিধান হতে হবে বাস্তবসম্মত এবং যৌক্তিক[১৪৬], সেহেতু পরিস্থিতিজনিত কারণে, উপরোল্লিখিত সাধারণ বিধান

---

১৪৩ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭৭।

১৪৪ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭৭।

১৪৫ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭৭।

১৪৬ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭৭।

প্রতিপালন করা অসম্ভব বিবেচিত হলে, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে মৃতদেরকে যৌথ-কবরে সমাহিত করবার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।[১৪৭]

যৌথ-কবরে দাফনকে অনুমোদন করবার সাপেক্ষিক শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত "অপরিহার্য পরিস্থিতি" শব্দসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করা হয়েছে, চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ওপর লিখিত ভাষ্যেঃ

> এমনটি করা বৈধ হতে পারে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহেঃ যেমন দৈবঃ দুর্বিপাকের কারণাদি বিদ্যমান এমন ক্ষেত্রে, মহামারীর সময়ে, উদাহরণস্বরূপ, যদি অনেক বেশী সংখ্যক লোকের মৃত্যুর কারণে সংক্রমণের এমন বিপদের উদ্ভব হয় যে, মৃতদের সবার জন্য একক কবর খনন করার মত সময় পাওয়া না যায়; অথবা যখন যুদ্ধ সমতূল্য সমরাভিযানের কারণে আটককারী শক্তি বাধ্য হয়ে পশ্চাদপসরণ করছে এমন পরিস্থিতিতে, পশ্চাদপসরণের পূর্বে, সময়ের অভাবে তারা যদি জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে যৌথ-কবরে মৃতদেরকে দাফন সম্পন্ন করতে বাধ্য হয়।[১৪৮]

সমুদ্রে সলিল-সমাহিতকরণের ক্ষেত্রেও একক দাফনের বিধান রয়েছে ১৯৪৯ সনের দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশনের ২০ নং অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিতে। এখানে, বিধানিক-খসড়াটির লেখকের উদ্দেশ্য এমন ছিলো না যে, "একই সাথে কয়েকটি মৃতদেহের সমাহিতকরণের পদ্ধতিকে" বাদ দেওয়া, "বরঞ্চ, এটি নিশ্চিত করা যে প্রত্যেকটি মৃতদেহের সলিল-সমাহিতকরণ করা হবে পুরু পালের কাপড়ে তৈরী করা থলেতে করে"।[১৪৯]

জাতীয়তার ভিত্তিতে কবরের শ্রেণিবিন্যাসকরণ

১৯৪৯ সনের, প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইনে এবং তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদের চতুর্থ লাইেনের, বিধানাধীনে, সমাহিতকরণের সময়ে, দাফনকৃতদের জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কবরসমূহের শ্রেণী-বিন্যাসকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই

---

[১৪৭] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭৭।

[১৪৮] দ্রষ্টব্য - ৩ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫০৭।

[১৪৯] দ্রষ্টব্য - ৪৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৪৮।

দায়বদ্ধতাটি, আবশ্যিক ধরণের বাধ্যবাধকতা না হলেও, সাধারণতঃ সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের দ্বারা প্রতিপালিত হয়।[১৫০] দাফনকৃতদের জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কবরসমূহের শ্রেণী-বিন্যাসকরণের ভাব-দর্শনটি এই যে, এর দ্বারা, তড়িঘড়ি করে রাস্তার পাশে দাফন করার বিষয়টিকে প্রতিরোধ করা[১৫১] এবং মৃতদের আবাস-রাষ্ট্রকে সহায়তা করা, যেনো তারা, পরবর্তী কোনো সময়ে সেই সমাধিক্ষেত্রে এসে, সেখানে সমাহিতদের প্রতি সামষ্টিকভাবে অন্ত্যেষ্টিক সম্মাননা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারে।[১৫২]

কবরসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ

কবরসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার বিষয়টি, প্রত্যেক ধর্মের কাছেই, সবসময়ই অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ক্ষেত্রে "শ্রদ্ধাশীলতা" বলতে বুঝায় ধর্মীয় আচারাদি পালন করা এবং কবরসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবার পাশাপাশি যেকোনো রকম ক্ষতি হতে সেগুলিকে সুরক্ষিত করা। কবরসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার পিছনে যে অন্তর্গত দর্শন কাজ করে তা' চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এই বাক্যে -

একদিকে কবরসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃতদের পারলৌকিক পবিত্রতার বিঘ্নকারী ও ধ্বংসাত্মক যেকোনো কাজকে প্রতিরোধ করা এবং অন্যদিকে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার দ্বারা ঈঙ্গিত করা হয়েছে মৃতদেরকে সমাহিতকরণের স্থানসমূহকে শুধুমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই ধরে রাখা এবং সংরক্ষণ করবার প্রতি।[১৫৩] স্থলযুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের দুর্দশামোচনের জন্য **১৯২৯** সনে জেনেভায় স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ৪ নং অনুচ্ছেদের পঞ্চম লাইনে, আধুনিক যুগে প্রথমবারের মতন, "কবরসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা" শব্দগুলোকে অভিধা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং **১৯২৯** সনে অনুষ্ঠিত যুদ্ধবন্দী বিষয়ক কনভেনশনের ৭৬ নং অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইনের বিধান দ্বারাও, এই শ্রদ্ধাশীলতার বিধান পূনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে তা' প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইনের মৌল-প্রথাতে পরিনত হয়েছে।[১৫৪] **১৯৪৯**

---

[১৫০] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৮০।

[১৫১] দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৬।

[১৫২] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৮০। আরো দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৬।

[১৫৩] দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৮।

[১৫৪] দ্রষ্টব্য - ৩১ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৪১৪।

সনের, প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইনের বিধান দ্বারা, তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদের চতুর্থ লাইনের বিধান দ্বারা, চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩০ নং অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনের বিধান দ্বারা একই রকমের সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনের বিধানেও এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উপরোক্ত বিধানসমূহ দ্বারা, কবরসমূহের জন্য প্রশ্নাতীত ও যথাসর্ব্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীলতা নিশ্চিত করার জন্য, সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহের ওপর বিধানিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এই লাইনে শ্রদ্ধাশীলতা বলতে শুধু নিরতমূলক ব্যবস্থাসমূহকেই নয়, বরং উহ্যভাবে, সুরক্ষিতকরণের জন্য সক্রিয়তামূলক ব্যবস্থাসমূহকেও বোঝায়।[১৫৫] যে কোনো প্রকার সহিংসতা অথবা মৃতদের জন্য শ্রদ্ধাশীলতা সম্পর্কিত যে কোনো প্রকার আইনী বা নৈতিক মানদন্ডের লংঘন এবং কবরসমূহের প্রতি যেকোনো রকমের অপবিত্রায়নমূলক বা প্রতিধার্মিক অনাচার প্রতিরোধ করার, প্রাথমিক ও আনুষ্ঠানিক দায়-দায়িত্ব সরকারী কবর-নিবন্ধন কার্যক্রমের হলেও এই সংক্রান্তে কর্তব্যসমূহ আসলে সকলের জন্যই প্রযোজ্য।[১৫৬]

১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদের ১নং লাইনের বিধানাধীনে এতদ্‌সংক্রান্তে দায়িত্বশীলতার পরিধিকে আরো বর্ধিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিবার বা আবাস-রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক কিংবা অন্য কোনো কারণে, সংশ্লিষ্ট সমাধিস্থলসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের সংস্থান করার জন্য সমঝোতায় উপনীত হতে ব্যর্থ হলে, যেই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপক্ষের ভূখন্ডে সংশ্লিষ্ট সমাধিস্থলটি অবস্থিত, উক্ত রাষ্ট্রপক্ষ, সংশ্লিষ্ট দেহাবশেষসমূহ মৃতদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবার জন্য প্রস্তাব করতে পারবে।[১৫৭] বাস্তবতঃ, এতে আবশ্যিকভাবেই কিছু ব্যয়-সংস্থানের প্রয়োজন হয় যা' সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির আবাস-রাষ্ট্র কর্তৃক বহন করা হয়।[১৫৮] অব্যবহিত পূর্বোক্ত সংশ্লিষ্টতায় দেহাবশেষসমূহ মৃতদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা না গেলে, প্রস্তাবক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপক্ষ, সমাধিস্থলসমূহ ও কবরসমূহ সংক্রান্তে নিজ

---

[১৫৫] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৭৯-৮০।

[১৫৬] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৮০। আরো দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৬।

[১৫৭] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭৬।

[১৫৮] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭৬।

রাষ্ট্রীয় আইনের বিধানাদি অনুসারে, নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারবে।[১৫৯] তবে, এটি এমন একটি ব্যতিক্রমী বিধান যা' প্রযোজ্য হয় শুধুমাত্র যখন কবরসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত ব্যয়-সংস্থান সংক্রান্ত প্রস্তাবটি, মৃত ব্যক্তির আবাস-রাষ্ট্র কর্তৃক, প্রত্যাখ্যান করা হয়।

যদি মৃতদের আবাস-রাষ্ট্র রক্ষণাবেক্ষণ-ব্যয়সমূহ নির্বাহ করতে প্রস্তুত থাকে, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন যেই রাষ্ট্রপক্ষের ভূখণ্ডে কবরস্থানসমূহ অবস্থিত সেই রাষ্ট্রপক্ষ, কবরস্থানসমূহের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবার জন্য, কঠোর দায়বদ্ধতাধীন থাকে।[১৬০] অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাত সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনসমূহে, কবরসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করার, বিষয়টি বিধিবদ্ধ হয়নি, কারণ, এই বাধ্যবাধকতাটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ভূখন্ডে আবশ্যিকভাবেই নির্দিষ্ট ন্যূণতম মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ কায়েম থাকতে হয়, অথচ রাষ্ট্রশক্তিসমূহ সাধারণতঃ অ-রাষ্ট্রীয় কোনো শক্তিকেই তৎসংক্রান্তে কোনোরকমেরই স্বীকৃতি প্রদান করতে চায় না। তবে, শুধুমাত্র এই কারনেই সংশ্লিষ্ট বিকাশমান মৌলপ্রথার সাথে সেরকম কোনো সাংঘর্ষিক অবস্থান উদ্ভূত হবার সম্ভাবনা নেই, কারণ. একজন গ্রন্থকার যেমনটি বলেছেন, সেই অর্থে ভাবলে "আরো অনেক বিষয়ই এবং বলা যায় যে, ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের অধিকাংশ বিধানের প্রযোজ্যতাই সংশ্লিষ্ট ভুখন্ডে নিয়ন্ত্রণের শর্তসাপেক্ষ"।[১৬১] কবরসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং যথাযথভাবে সেগুলির সংরক্ষণ করার বিষয়টি প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের একটি মৌল-প্রথা হিসেবে পরিগণিত।[১৬২] কবরসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ব্যয়-নির্বাহের প্রয়োজন হয় বলেই মৃতদের আবাস-রাষ্ট্র এবং যাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ডে কবরস্থানসমূহ অবস্থিত সেই রাষ্ট্রপক্ষের মধ্যে অনেক সময় বিষয়টি

১৫৯ এটি একান্তই স্বাভাবিক যে কবরসমূহ ও সমাধিস্থলসমূহ সংক্রান্তে চর্চায় অনেক বৈচিত্র্যময়তা রয়েছে। অর্থসংস্থানের অনুপস্থিতিতে সমাধিস্থলসমূহ বন্ধ করে দেবার দৃষ্টান্তও অস্বাভাবিক বা স্বল্প নয়।দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭৬।

১৬০ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭৬।

১৬১ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৭-৩৫৮। ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের সঙ্গে সংযোজিত দ্বিতীয় প্রটোকলের

১৬২ যেমন- নরওয়েতে ২০০৮ সালে একটি জনবিতর্ক হয় এই নিয়ে যে, রাষ্ট্র সমকালীন আইএইচএল ক্যানভাসে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিক এবং নরওয়ে সীমান্তে অবস্থিত তাদের সমাধি ক্ষেত্রে কোন দায়বদ্ধতা আরোপ করে কিনা। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে নরওয়ের সমাধি নিবন্ধনসংস্থা, যা কিনা নরওয়ের সব সমাধি নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, এর কাজটি আন্তর্জাতিক আইনপন্থী নয়। দেখুন, নরওয়ের আইনসভা, লিখিত প্রশ্ন from Ine Marie Søreide (H) to the Minister of Culture and Church -

বিতর্কের কারণ হয়ে উঠতে পারে এবং তা’ হতে সম্পর্কের টানাপোড়েনেরও উদ্ভব হতে পারে।[১৬৩] কখনো কখনো কোনো কোনো দেশের এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষসমূহ এমনকি এতদ্‌সংক্রান্তে দায়িত্ব সম্পাদনেও অসম্মতি জ্ঞাপন করে।[১৬৪]

বাধ্যবাধকতাটি যৌক্তিকতানুসারে (rationale temporize) সকল সময়ে প্রযোজ্য হলেও এটি স্পষ্ট নয় যে, কোনো রাষ্ট্র কত দিন পর্যন্ত, সমাধিস্থলসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ব্যয়নির্বাহের, দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। একজন প্রাজ্ঞ সঠিকভাবেই বিষয়টি সনাক্ত করেছেন এবং সমাধান যোগানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন -

> ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়নি যে বাধ্যবাধকতাটি কতদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে কিংবা বাধ্যবাধকতাটি কিভাবে পূরণ করতে হবে সেই সম্পর্কেও কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা সেখানে দেয়া হয়নি। বরঞ্চ সেখানে, একটি পদ্ধতিগত জবাব দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধকালীন ক্ষেত্রে কবরসমূহের কি করতে হবে, এবং বলা হয়েছে যে, পরিস্থিতি এবং বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে, যত দ্রুত সম্ভব, সম্মানিয় চুক্তিবদ্ধ যে রাষ্ট্রপক্ষের ভূখণ্ডে সংশ্লিষ্ট সমাধিস্থলটি অবস্থিত, উক্ত রাষ্ট্রপক্ষ, কবরসমূহের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষর করবে। এবং এই সমঝোতা-চুক্তিসমূহের শর্তানুসারেই কবরস্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ সংশ্লিষ্টতায় উদ্ভূত প্রশ্নগুলির জবাব সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, সমাধিস্থলসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্তে কোনো সময়সীমা জেনেভা কনভেনশনসমূহ কর্তৃক অনুহ্যভাবে উল্লেখ করা হয়নি। “যেন সেগুলিকে সব সময়েই খুঁজে পাওয়া যায়” এবং “যেন সেগুলিকে যে কোনো সময়েই খুঁজে পাওয়া যায়” কবরসমূহকে চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত বিধানসমূহের এই শব্দ-চয়ন দ্বারা এটিই অনুজ্ঞেয়

(Stortingent, Skriftlig spørsmål fra Ine Marie Eriksen Søreide (H) tilkultur- og kirkeminis-teren), 16 June, 2008, available at: http://www.stortinger.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=40641 সর্বশেষ দেখা- ২১মে, ২০০৯; নোট- ৪, পৃষ্ঠা- ৩৫৮তে উল্লেখিত।

১৬৩ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৮।

১৬৪ The very obligation to mark graves is intrinsically linked to two other obligations namely maintenance of war graves and prerequisite to guarantee access to gravesites. দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৮।

> যে তদ্‌সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাটি কোন সময়সীমা দ্বারা সীমিত নয়। জেনেভা কনভেনশনসমূহের বিধানিক ভাষ্যকারেরা যেহেতু এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কবরসমূহকে চিহ্নিতকরণ বিষয়ে আবশ্যিক দিকটি হচ্ছে "যেনো যেকোনো যোদ্ধার কবর সবসময়ই খুঁজে পাওয়া যায়", সেহেতু তাঁরাও এই একই দৃষ্টিভঙ্গী ধারণ করেন বলেই অনুমেয়। তবে, ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ভাষ্যে ভিন্নতর অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে, এই অর্থে যে, সেখানে সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাটিকে চলমান হিসেবে বিবেচনার মাধ্যমে মানবিকতার স্বার্থোর্দ্ধ হিসেবে ব্যাখ্যা না করে জেনেভা কনভেনশনসমূহে এতদ্‌সংক্রান্তে কোনো সময়সীমার অনুল্লেখনকে বিশেষণায়িত করা হয়েছে একটি "স্বাভাবিক ঘাটতি" হিসেবে। উক্ত বিধানাধীনে বর্নিত কবরসমূহের ক্ষেত্রেই শুধু নয় বরং ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের বিধানাধীনে বর্নিত কবরসমূহের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট বিধানটি প্রযোজ্য হবে।[১৬৫]

কবরসমুহ চিহ্নিতকরণ[১৬৬] এবং সমাধিস্থলসমূহে দর্শনার্থীদের প্রবেশাধিকার[১৬৭]

কবরসমূহ চিহ্নিতকরণের দ্বারা মৃতদের আপনজনেরা মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করতে পারে।

কবরসমূহ চিহ্নিত করার আবশ্যিকতাটি, আধুনিক বিধানিক ব্যবস্থায়, প্রথম উল্লেখ করা হয় স্থলযুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের দুর্দশামোচনের জন্য ১৯২৯ সনে জেনেভায় স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ৪ নং অনুচ্ছেদের পঞ্চম লাইন এবং ১৯২৯ সনে অনুষ্ঠিত যুদ্ধবন্দী বিষয়ক কনভেনশনের ৭৬ নং অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইন পরবর্তীতে তা' পুনর্ব্যক্ত হয়েছে ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইনের এবং তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদের চতুর্থ লাইনের এবং চতুর্থ জেনেভা

---

১৬৫ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৯-৩৬০।

১৬৬ কবরসমূহ চিহ্নিতকরণের বাধ্যবাধকতাটি নিজেই আরো যে দুটি বাধ্যবাধকতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত সেগুলি হচ্ছে যুদ্ধে মৃতদের কবরসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের বাধ্যবাধকতা এবং সমাধিস্থলসমূহে সুগম্যতার বা অবাধ-যাতায়াতের নিশ্চয়তা প্রদানের পূর্বশর্তসমূহ পূরণ করা সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা। দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৮।

১৬৭ দ্রষ্টব্য - ১ নং সংযুক্তি, পৃষ্ঠা- ৭৬।

কনভেনশনের ১৩০ নং অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনের এবং জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনের বিধানাধীনে যেখানে বলা হয়েছে যে, কবরসমূহকে অবশ্যই এমনভাবে চিহ্নিত করতে হবে যেনো সেগুলিকে যেকোন সময়ে সনাক্ত করা যায়।

এই বিধানে কবরসমূহ চিহ্নিতকরণের বিস্তারিত বর্ণনা করা না হলেও দরকারী বিষয়টি ঠিকই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমনভাবে সেগুলিকে চিহ্নিতকরণ করা হবে যার দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট কবরটিকে সহজেই খুঁজে বের করতে পারবেন।[১৬৮] সেজন্য, নথিতে উল্লেখিত তথ্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্তভাবে শুধুমাত্র নথিভূক্ত তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট চিহ্ন বা সংখ্যা উৎকীর্ণ করলেই যথেষ্ট নয়। সাথে, সংশ্লিষ্ট সমাধি-প্রস্তরে বা ক্রুশ-ফলকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির নামের প্রথমাংশ ও শেষাংশ, এবং সম্ভব হলে জন্ম-তারিখও, টেকসইভাবে[১৬৯] বা অমোচনীয়ভাবে[১৭০] উৎকীর্ণ থাকতে হবে। এতদ্সম্পর্কিত ভাষ্য হতে বোঝা যায় যে যৌথ-কবরের ক্ষেত্রেও এই শর্তগুলি একইভাবে প্রযোজ্য[১৭১]। ১৯৪৯ সনের তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদের চতুর্থ লাইেনে এবং চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩০ নং অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনেও একই সুরে বিধানিক নির্ঘোষ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।[১৭২]

---

[১৬৮] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৮০। আরো দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৬।

[১৬৯] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৮০। আরো দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৬। দ্রষ্টব্য - ৩০ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫০৭।

[১৭০] যুদ্ধে নিহতদের কবরসমূহ হতে নামফলক সরিয়ে ফেলবার বিষয়টি নিয়ে নরওয়েতে জন-আলোড়ন তৈরী হয়েছিলো, কারণ, একান্তই প্রয়োজনীয় এই তথ্য ব্যতীত সংশ্লিষ্ট কবরে দাফনকৃতরা অনেকটা যেনো বেওয়ারিশ বা পরিচয়হীন হয়ে পড়েন। দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৫৮।

[১৭১] সমাধি নিবন্ধন সংস্থা সাধারণত যুদ্ধকালীন প্রকৃত অবস্থা (যেমন- মৃতদের শনাক্তকরণ) এবং যুদ্ধ শেষের অবস্থা (যুদ্ধ সমাধির দেখ ভাল) নিরূপণের কাজে নিয়োজিত। যদিও প্রথম জেনেভা কনভেনশনের অণুচ্ছেদ ১৭ এর তৃতীয় প্যারার বর্ণনা অনুসাওে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথী সমাধি নিবন্ধন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা বাধ্যতামূলক; আইএইচএল চুক্তিসমূহে বলা নেই কিভাবে এই ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে। বরং, বিষয়টি স্ব স্ব রাষ্ট্রের সুবিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারী সংস্থা সমূহ কবর নিবন্ধনের ভূমিকা পালন করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইটালি এবং ফ্রান্সে মন্ত্রণালয়ধীন বিশেষ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়; আমেরিকাতে ১৯২৩ সালে কংগ্রেস মার্কিন যুদ্ধ সৌধ কমিশন গঠন করে, যা ফেডারেল সরকারের নির্বাহী বিভাগের একটি অংশ। এই অঙ্গের গঠন এবং কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- : htttp://www.abmc.gov/commission/index.php (last visited 20 May, ২০০৯), নোট-৪, পৃষ্ঠা- ৩৪৩ এ উল্লেখিত। যাহোক, কোনো বেসরকারি অঙ্গসংগঠনও সমাধি নিবন্ধন সংস্থার ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন- জার্মানিতে Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. যুদ্ধসমাধি দেখভাল করার দায়িত্ব পেয়েছে। দেখুন, নোট-৪, পৃষ্ঠা- ৩৬৩

[১৭২] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭২।

১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলেও সমাধিস্থলসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুগম্যতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদের ২(ক) নং লাইনের বিধান দ্বারা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের এবং সরকারী কবর নিবন্ধন কার্যক্রমের প্রতিনিধিদের সমাধিস্থলসমূহে সুগম্যতা আয়োজনের উদ্দেশ্যে যাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভূখন্ডে, সংশ্লিষ্ট সমাধিস্থলসমূহ অথবা কবরসমূহ বা দেহাবশেষসমূহের অবস্থানস্থলসমূহ অবস্থিত, উক্ত বিবদমান পক্ষসমূহকে অপর পক্ষের সাথে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার জন্য জোরালো আহ্বান জানানো হয়েছে।[১৭৩] আলোচ্য উপ-পংক্তিতে "সমাধিস্থলসমূহে সুগম্যতা আয়োজনের" এই শব্দচয়নে যে ভাষাগত অস্পষ্টতা রয়েছে সেই বিষয়টি স্মরণে রেখে, সংশ্লিষ্ট ভাষ্যে, স্পষ্টীকরণের চেষ্টা করে বলা হয়েছে - এই শব্দচয়নে উহ্যভাবে এটিই বলা হয়েছে যে, সমাধিস্থলসমূহে যাবার জন্য, পূর্বোক্ত শ্রেণীভূক্ত লোকদেরকে, সংশ্লিষ্ট ভূখন্ডে প্রবেশ করবার অনুমতি, এবং সেজন্য দরকার হলে ভিসা, প্রদান করা উচিৎ।[১৭৪] তদুপরি, কবরসমূহের নির্ভুল অবস্থান সম্পর্কে যথাযথ দর্শনার্থীদেরকে অবহিত করতে হবে।[১৭৫] "অনুরূপ সুগম্যতার বাস্তব আয়োজনাদি নিয়ন্ত্রণ করার" এই শব্দচয়নের যৌক্তিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, সমাধিস্থলসমূহে সুগম্যতার আয়োজন করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ পরিবহন ও যানবাহনাদির আয়োজন রাখতে হবে, এবং এমনকি, বাড়তি ভীড় পরিহার করার উদ্দেশ্যে তৎসংক্রান্তে সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ হওয়া উচিত।[১৭৬] তদুপরি, এসব আয়োজনাদি কার্যকরিভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দর্শনার্থীদেরকে তাঁদের প্রিয়জনদের কবরটি খুঁজে পাবার ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগ করা উচিত।[১৭৭]

কবরসমূহের অবস্থান নথিভূক্তকরণ

কবরসমূহের যথাযথ অবস্থান সনাক্তকরণের উদ্দেশ্য পূরণার্থে কবরসমূহের অবস্থান ও চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কিত তথ্যাদি সতর্কতার সাথে

[১৭৩] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭২।

[১৭৪] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭২।

[১৭৫] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭২।

[১৭৬] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭২।

[১৭৭] দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭২।

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নথিভূক্ত করতে হবে। এই নীতিটি এখন প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের এমন একটি মৌল-প্রথা হিসেবে বিবেচিত যা' আন্তর্জাতিক ও অ-আন্তর্জাতিক উভয় ধরণের সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১৭৮]

আধুনিক যুগে, এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত প্রথম বিধিবদ্ধকরণ লক্ষ্য করা যায় স্থলযুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের দুর্দশামোচনের জন্য ১৯২৯ সনে জেনেভায় স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ৪ নং অনুচ্ছেদের ষষ্ঠ ও সপ্তম লাইনে, যেখানে বলা হয়েছে -

> সশস্ত্র সংঘাতের সূচনাতে, [বিবদমান পক্ষসমূহ][১৭৯] কবরসমূহকে নিবন্ধিতকরণের জন্য একটি কার্যক্রম সরকারীভাবে সম্পাদন করবে, দাফনকৃতদের দেহাবশেষসমূহকে তৎপরবর্তীতে কবর হতে উত্তোলন করতে হলে তা' যেনো ঠিকভাবে করা যায় সেই উদ্দেশ্যে এবং পরবর্তী কবরস্থানটি যেখানেই হোক না কেন, মরদেহসমূহকে যেনো সনাক্ত করা যায় সেটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। সশস্ত্র সংঘাতের অবসানে তাঁরা, তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাধিস্থলসমূহে অথবা অন্য কোনো স্থানে, কবরসমূহের তালিকা এবং সেগুলিতে দাফনকৃতদের তালিকা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করবেন।

একই ধরনের বিধানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, ১৯৪৯ সনের, প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের চতুর্থ লাইনে এবং তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১২০ নং অনুচ্ছেদের ষষ্ঠ লাইনে এবং চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩০ নং অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইনে। সেখানে বলা হয়েছে যে, সশস্ত্র সংঘাতের সূচনাতে প্রতিষ্ঠিত সরকারী কবর-নিবন্ধন কার্যক্রম, পরিস্থিতি সাপেক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব, এবং সর্ব্বোচ্চ দেরী হলে সশস্ত্র সংঘাতের অবসানে, মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কিত ও তাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত এবং সংশ্লিষ্ট কবরসমূহ সনাক্তকরণ[১৮০] সংক্রান্ত, সকল তথ্যাদি সম্বলিত, একটি তালিকা[১৮১], বিবদমান পক্ষসমূহ কর্তৃক তাঁদের নিজেদের মধ্যে, বিনিময় করবার ব্যবস্থা করবে। ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের বিধানাধীনে, "যত শীঘ্র

---

১৭৮ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত CIHL বা প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-বিদ্যা-তে সংকলিত ১১৬ নং বিধি।

১৭৯ দ্রষ্টব্য - ৩৫ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ২৭২৪।

সম্ভব” তথ্যাদি বিনিময় করার ধারণাটি প্রথমবারের মতন ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দচয়নে এই পরিবর্তন ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার চর্চার কারণে, তখন সংঘাত চলাকালীন সময়ে সাধারণতঃ এমনকি টেলিগ্রামের মাধ্যমেও এই ধরণের তথ্যসমূহ আদান-প্রদান করা হতো, বিশেষতঃ সামরিক অথবা ভৌগোলিক বাস্তবতায় যদি তেমনটা প্রয়োজন হতো।[১৮২]

দাফন/কবরস্থ করার পরে দাফনকৃতদেরকে সনাক্তকরণ

যেসব কবরসমূহে অসনাক্তকৃত মৃতদেরকে দাফন করা হয়েছে সেগুলির কথা ভেবেই, এতদ্‌সংক্রান্তে প্রথম আইনী বিধানের রূপরেখা প্রদান করা হয় স্থল-যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের দুর্দশামোচনের জন্য ১৯২৯ সনে জেনেভায় স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ৪ নং অনুচ্ছেদের ষষ্ঠ লাইনে। সেখানে বলা হয়েছে যে, দাফনকৃতদের দেহাবশেষসমূহকে তৎপরবর্তীতে কবর হতে উত্তোলন করতে হলে তা' যেনো ঠিকভাবে করা যায় এবং মরদেহসমূহর পরিচিতি তখন যেনো সনাক্ত করা যায় সেটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংঘাতের সূচনাতে, [বিবদমান পক্ষসমূহ][১৮৩] একটি সরকারী কবর-নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পাদন করবে। ১৯৪৯ সনের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইনে এই বিধানটিকেই আরো বিস্তৃতকরণপূর্বক বলা হয়েছে যে, সরকারী কবর-নিবন্ধন কার্যক্রম যেসব উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করতে বিধানিকভাবে দায়বদ্ধ তার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, প্রতিপক্ষীয় মৃত যোদ্ধাদের (দেহাবশেষসমূহ স্থানান্তরসহ) সকল কবরসমূহের হালনাগাদ নথি সংরক্ষন করা, যেসকল কবর চিহ্নিত করা হয়নি অথবা অকার্যকরভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলিকে প্রামাণ্যভাবে চিহ্নিত করা এবং কবরসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা ও সেগুলিকে ইতোমধ্যে শ্রেণীবিন্যস্ত করা না হলে তন্মধ্যে দাফনকৃতদের জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সেগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্তকরণ।[১৮৪]

---

[১৮০] চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৩৮ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় তথ্য পরিদপ্তরের উল্লেখ করা হয়েছে।

[১৮১] দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৮২।

[১৮২] দ্রষ্টব্য - Report of the International Committee of the Red Cross on its activities during the Second World War, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩০১। দ্রষ্টব্য - ৭৯ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫৬৮, ৩০ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৫০৭-৫০৮।

[১৮৩] দ্রষ্টব্য - ৩৫ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ২৭২৪।

উপরিউক্ত সরকারী কবর-নিবন্ধন কার্যক্রমের আরো কয়েকটি দায়িত্ব হচ্ছে, পরবর্তী কোনো সময়ে প্রয়োজন হলে কবর হতে দেহাবশেষ উত্তোলনের সুবিধার্থে দাফনকৃত শবদেহসমূহের যথাযথ সনাক্তকরণ নিশ্চিত করা এবং মৃতদের নিজ দেশে তাঁদের দেহাবশেষসমূহ স্থানান্তর করবার কাজে সহায়তা করা। জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদের ৪ নং লাইনে সুনির্দিষ্টভাবে মৃতদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য কবর হতে তাঁদের দেহাবশেষসমূহ উত্তোলন[১৮৫] সংক্রান্ত বিধান বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এই লাইনের বিধানাধীনে শুধুমাত্র নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে কবর হতে দেহাবশেষসমূহ উত্তোলনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে -

(অ) জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদের ২(গ) নং লাইনে বর্ণিত সমঝোতা-চুক্তি অনুসারে কবর হতে দেহাবশেষ উত্তোলনের ক্ষেত্রে;

(আ) অনুরূপ সমঝোতা-চুক্তির অনুপস্থিতিতে, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের ৩ নং লাইনের বিধান অনুসারে কবর হতে দেহাবশেষ উত্তোলনের ক্ষেত্রে; এবং

(ই) স্বাস্থ্যগত বা তদন্তমূলক ক্ষেত্রসমূহ সহ বাধ্যতামূলক অথবা অত্যধিক জনগুরুত্বসম্পন্ন ক্ষেত্রে কবর হতে দেহাবশেষ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ।

তবে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সমাধিস্থলটি যাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখন্ডে অবস্থিত সেই পক্ষের, একপাক্ষিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কবর হতে দেহাবশেষ উত্তোলনের বিষয়টি সংঘটিত হয়।[১৮৬]

মৃতগণ এবং তাঁদেরকে সমাহিতকরণের স্থানসমূহ সংক্রান্তে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানাধীন বাধ্যবাধকতাসমূহ পূরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তা-

---

১৮৪ দ্রষ্টব্য - ৩৭ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ১৮১।

১৮৫ জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদের ৪ নং পংক্তিতে বর্ণিত কবর হতে দেহাবশেষ উত্তোলন সংক্রান্তে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সাধারণতঃ প্রযোজ্য হয় সংশ্লিষ্ট কবরসমূহ যাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখন্ডে অবস্থিত সেই সম্মানিয় চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রপক্ষের প্রতি। তবে, ১৯৭৪-১৯৭৭ সনে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রীক বৈঠকের একজন অংশগ্রহণকারী যেমনটি উল্লেখ করেছেন, এই বিধানটি, সরকারী কবর-নিবন্ধনকরণ কার্যক্রমসমূহের দ্বারা সাধিতব্য কর্তব্যসমূহের ওপর কোনো রকমের সীমিতকরণমূলক ভূমিকা পালন করেনা। দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬১।

১৮৬ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭৭।

অনুষঙ্গটিও যথেষ্ট মাত্রায় পূরণ করা হয়[১৮৭]; কবর হতে দেহাবশেষ উত্তোলনের বিষয়টি নিয়ে কাজ করা কর্ম-পর্ষদের বিশেষজ্ঞ-পরামর্শকের এতদ্‌সম্পর্কিত উক্তিটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। উক্তিটি এরূপ -

> যেসব ক্ষেত্রে, অন্য কোনোভাবে পর্যাপ্ত সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের আয়োজন করা সম্ভব নয়, যেমন, যেক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত এবং অস্থায়ী কবরে মৃতদেরকে দাফন করা হয়েছিলো - সেই সব ক্ষেত্রে কবরগুলিকে এক জায়গাতে শ্রেণীবিন্যস্ত করার জন্য, কবর হতে দেহাবশেষ উত্তোলনের বিষয়টিকে, জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রয়োজনীয়তা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।[১৮৮]

"অত্যধিক জনগুরুত্বসম্পন্ন" শব্দ-সমূচয়কে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও, একইসাথে এটিও উল্লেখ করা দরকার যে, অব্যবহিত পূর্বোক্ত কর্ম-পর্ষদের বিশেষজ্ঞ-পরামর্শকের উক্তি অনুসারেই "অবশ্যই, সংশ্লিষ্ট কবরসমূহ যাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখন্ডে অবস্থিত সেই রাষ্ট্রকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কবর হতে দেহাবশেষসমূহ উত্তোলনের প্রয়োজনীয়তাটি অত্যধিক জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় কিনা"। এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে একজন প্রতিনিধির ব্যাখ্যামূলক ঘোষণাটিও বিবেচনায় রাখা দরকার -

> সর্বশেষ দুটি ইওরোপীয় সংঘাতের পরবর্তীতে যেমনটা করা হয়েছিলো, তেমনিভাবে কোনো সশস্ত্র সংঘাতের অবসানে, স্থায়ী সমাধিস্থলসমূহে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে,কবর-নিবন্ধন-কার্যক্রমের দ্বারা বা পক্ষে,অস্থায়ী কবরসমূহ হতে দেহাবশেষসমূহ উত্তোলনের বিষয়টিকে, সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের চতুর্থ লাইনের বিধানে কোনোভাবেই বাধা প্রদান করা হয়নি।[১৮৯]

জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৩৪ নং অনুচ্ছেদের ২(গ) নং লাইনের বর্ণিত বিধান সংক্রান্তে ভাষ্যে আরো পরিস্ফুটিত করে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র, পূর্বোক্ত প্রেক্ষিত-সংশ্লিষ্ট কারণে, সংশ্লিষ্ট কবরসমূহ যাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখন্ডে অবস্থিত সেই রাষ্ট্র কর্তৃক, কবর হতে দেহাবশেষসমূহ উত্তোলনের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত আরো তিনটি শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি

---

১৮৭ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬১।

১৮৮ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭৮, পংক্তি - ১৩৫৯।

১৮৯ দ্রষ্টব্য - ১৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৭৮, পংক্তি - ১৩৬১।

অবশ্যই উক্ত রাষ্ট্র কর্তৃক পূরণ করতে হবে -

(১) সংশ্লিষ্ট মরদেহাবশেষসমূহের প্রতি আচরণ হতে হবে যথেষ্ট মাত্রায় সম্মানযুক্ত। এমনকি, অগ্রাধিকারমূলকভাবে দরকারী জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রয়োজনীয়তার কারণের প্রেক্ষিতায়িত ও বাস্তব প্রসঙ্গটিও মৃতদের মরদেহাবশেষসমূহের প্রতি আচরণে সম্মানের কোনোরূপ ঘাটতির ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারবেনা।

(২) কবর হতে মৃতদের মরদেহাবশেষসমূহের উত্তোলনের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য, উপরোক্ত রাষ্ট্র কর্তৃক মৃতদের আবাস-রাষ্ট্রের কাছে তৎসংক্রান্তে নোটিশ জারী করতে হবে। মৃতদের নিজ-রাষ্ট্র সে বিষয়ে আপত্তি-জ্ঞাপন করতে না পারলেও, নিজেদের মতামত জানাতে পারবে। অন্যদিকে, এই উপলক্ষেও তাঁরা [সংশ্লিষ্ট কবরসমূহ যাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখন্ডে অবস্থিত সেই রাষ্ট্র] নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে মরদেহাবশেষসমূহকে সংশ্লিষ্ট মৃতদের আবাস-রাষ্ট্রের কাছে ফেরৎ পাঠানোর জন্যও প্রস্তাব রাখতে পারবে।

(৩) মরদেহাবশেষসমূহকে যে স্থানে পুনরায় কবরস্থ করা হবে বলে ভাবা হয়েছে সেই স্থানের বিস্তারিত বর্ণনা, সংশ্লিষ্ট মৃতদের আবাস-রাষ্ট্রের কাছে, অবহিত করতে হবে। নিশ্চয়ই, মতৃদের ও কবরসমূহে তাঁদের পরিবারবর্গের পরিদর্শনের অধিকারের কারণেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ তথ্যাদি অবহিতকরণ দরকার, এবং এরূপ তথ্যাদি, সংশ্লিষ্ট পরিবারবর্গের কাছে পৌঁছানোর কাজটি সংশ্লিষ্ট মৃতদের আবাস-রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।[১৯০]

কবর হতে দেহাবশেষসমূহ উত্তোলন সংক্রান্ত বিধানাদির খসড়া-প্রণয়নের বিষয়টি ১৯৭০ এর দশকের শেষাংশে নেহায়েতই একটি তাত্ত্বিক ধারণা হলেও, এই শতাব্দীর উন্মেষাংশে বেশ কয়েকটি তথ্য অনুসন্ধান কমিশন এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রতিষ্ঠার দ্বারা এতদ্‌সংক্রান্ত বিধানাদির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রনোদনা যোগায়,বিশেষ করে অপরাধ তদন্তের

১৯০ জেনেভা কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত প্রটোকলসমূহের সংক্রান্ত ভাষ্যের ৩৭৯ নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১৩৬২ নং পংক্তিতে এই তিনটি বাধ্যবাধকতার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

ক্ষেত্রে।[১৯১] তবে, কবর হতে দেহাবশেষসমূহ উত্তোলনের প্রসঙ্গটির সাথে সম্পর্কযুক্ত জটিলতা, দোদুল্যমানতা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ; বিশেষ করে পরীক্ষার মাধ্যমে আহরিতব্য ফরেনসিক-প্রমাণের সাথে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালসমূহের দ্বারা পরিচালিত অপরাধ তদন্তের ওতঃপ্রোতঃভাবে ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি সহজে অস্বীকার্য নয়। তদুপরি জটিলতা সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে যেতে পারে যদি সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালসমূহের কাছে বিশদ প্রমাণাদি অনুপস্থিত থাকে এবং যদি, মৃতদের সংক্রান্তে ফরেনসিক-তদন্ত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি হয়।[১৯২] কবর হতে দেহাবশেষসমূহ উত্তোলনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মৃতদের পরিবারবর্গের ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিকও হতে পারে।[১৯৩] এই সকল বিষয় সম্পর্কেই জনৈক প্রাজ্ঞজন এভাবে উল্লেখ করেছেন -

অতীতে চর্চার অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট মৃতদের পরিবারবর্গের আকাঙ্খাসমূহ তদন্তকারী বা বিচারকার্য পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষসমূহের প্রয়োজনীয়তাসমূহের সাথে সাংঘর্ষিকও হতে পারে। এরূপ স্বার্থের দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে দুইভাবে। কবর হতে দেহাবশেষসমূহ উত্তোলনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মৃতদের পরিবারবর্গের পক্ষ হতে নাকচ করা হতে পারে এই বলে যে, সংশ্লিষ্ট কবরসমূহের অলংঘনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে এবং তা'তে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটানো যাবেনা। অন্যদিকে, মরদেহাবশেষসমূহ উত্তোলনের প্রয়োজনীয়তার মাত্রাগত পরিমাপটি, সংশ্লিষ্ট মৃতদের দেহাবশেষসমূহ ফিরে পাবার জন্য আগ্রহী, পরিবারবর্গের আকাঙ্খানুগ মাত্রায় নাও হতে পারে। সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালসমূহের ক্ষেত্রে, মৃতদের সবাইকে সনাক্ত করা সংক্রান্ত এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ প্রমাণার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমান সংগ্রহেই এতদ্সম্পর্কিত কার্যক্রম সীমিত রাখা সংক্রান্ত, ফরেনসিক-তদন্ত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি হতে পারে। তদুপরি, "মৃতদেরকে ব্যক্তিগতভাবে সনাক্তকরণ" তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য না ও হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, গণহত্যা সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট মৃতদের "শ্রেণীগত সনাক্তকরণ" যেমন, তাঁদের জাতিস্বত্ত্বা বা ধর্ম বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীভিত্তিক পরিচয়ই, এটি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে যে অপরাধ সংঘটনকারির কাজের উদ্দেশ্য ছিলো সুনির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে

১৯১ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬১।

১৯২ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬১।

১৯৩ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬১।

দেয়া।[১৯৪] সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত ফরেনসিক তদন্তের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কারণে, মরদেহাবশেষসমূহের মৃত্যু-পরবর্তী পরীক্ষণ সংক্রান্ত এবং মরদেহাবশেষসমূহ উত্তোলনের সংক্রান্ত নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক মানদন্ডসমূহ প্রণয়ন করা ও সেগুলিকে মান্য করা জরুরী হয়ে উঠেছে, কারণ, আলোচ্য বিষয়গুলির সাথে মৃতদের পরিবারবর্গের এবং ন্যায়বিচারের তূলনামূলক স্বার্থের পরিমাপের প্রসঙ্গটি জড়িত।[১৯৫]

এতদ্‌পূর্ববর্তী আলোচনায় নিজস্ব সুরক্ষামূলক বিধানিক ব্যবস্থাতে মৃতদের যথাসঙ্গত ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বর্তমান অবস্থানকে পরিস্ফুটনের চেষ্টা করা হয়েছে।[১৯৬] তর্কাতীতভাবে এটি প্রমাণিত যে, মৃতদের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত সশস্ত্র সংঘাতের সময়ে মৃত্যুমুখে নিপতিত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক বিষয়াদিই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিষয়বস্তুমূলক বিধানসমূহ সংযোজিত। উল্লেখ্য যে, এই সকল বিধানসমূহ কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষ চলাকালেই শুধু নয় একইসাথে পরবর্তীতেও প্রযোজ্য হয়।[১৯৭] নর-নারী উভয়ের প্রতিই এই সকল বিধানসমূহ সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।[১৯৮] তবে, এই সকল বিধানসমূহের পূর্ণাঙ্গতার ধরণটি নেহায়েতই ধারণাগত বিষয়বস্তুভিত্তিক, চারটি জেনেভা কনভেনশনেরই বিধানিক-বয়ানে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার অপূর্ণাঙ্গতা নজরে আসে, যেমন, সুরক্ষিতদের জন্য

---

১৯৪ দ্রষ্টব্য -Eric Stover and Rachel Shigekane, 'The missing in the aftermath of war: When do the needs of victims' families and international war crimes tribunals clash?', International Review of the Red Cross, vol. 84, No. 848, December 2002, পৃষ্ঠা- ৮৪৫-৮৪৭। দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬১।

১৯৫ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬১-৩৬২। দ্রষ্টব্য - the recommendations formulated in ICRC, Operational Best Practices, above note 44, p. 9; ICRC Report: The Missing and Their Families, Recommendation No. 23, পৃষ্ঠা- ৩১-৩২। available at: http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5JAHR8/$File/ICRC_TheMissing_012003_EN_10.pdf (last visited 21 May 2009), উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬১।

১৯৬ দ্রষ্টব্য - ১ নং সংযুক্তি, পৃষ্ঠা- ৭৬।

১৯৭ দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬৮।

১৯৮ দ্রষ্টব্য - Judith Gardam & Michelle J. Jarvis, Women, Armed Conflict and International Law, The Hague, Kluwer Law International, 2001, 283) আরো দ্রষ্টব্য Sass`oli, Marco, Bouvier, Anotine A., Quintin, Anne, How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian law, International Committee of the Red Cross, Third, Expanded and Updated Edition, 2011, vol. I, pp.213-215. For a critical appraisal of the impact of armed conflict on women, see Lindsey, Charlotte, Women facing war, International Committee of the Red Cross, Geneva, 2001. আল মুজামুল ওয়াসিত, পৃষ্ঠা- ৪৪৬।

বিশেষভাবে প্রণীত বিধানসমূহের প্রয়োগক্ষেত্রের স্বল্প পরিধির বিষয়টিতে।[১৯৯] তদুপরি, অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাত সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্বগত বিধান খুঁজে পাওয়া যায়।[২০০] যাহোক, মৃতদের জন্য যথাযথ শ্রদ্ধাশীলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ বিধানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে যেহেতু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসমূহ এবং শরণার্থী বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনসমূহ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনসমূহকেও বিবেচনা করতে হবে, সেহেতু এতদ্‌সংক্রান্তে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে সেটি ভুল হতেও পারে।[২০১] সমাপনীকায় আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সাংস্কৃতিক সর্বজনীনতাবাদের ধ্বজাধারী হিসেবে সুপরিচিত হলেও, মৃতদের প্রসঙ্গে, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি যথাসঙ্গত সম্মান প্রদর্শনের কমতি রাখে না। এটি ইতোমধ্যেই পরিলক্ষিত হয়েছে যে, মৃতদের মরদেহাবশেষসমূহের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানসমূহ, মৃতদের পরিবারবর্গের জন্য সুরক্ষার ও আইনী নিশ্চয়তার প্রয়োজনীয়তার প্রতি এবং তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি, মৃতদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি, খোলামেলাভাবেই শ্রদ্ধাশীল। মৃতদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করার লক্ষে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের এ মানবিক দিকগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক।

---

[১৯৯] দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬৮।

[২০০] দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬৮।

[২০১] দ্রষ্টব্য - ৪ নং টীকা, পৃষ্ঠা- ৩৬৯।

৩. মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মানঃ ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ

ইসলাম ধর্ম হল মহান আল্লাহ্ কর্তৃক, তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি নাযিলকৃত শিক্ষাসমূহকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ ও মান্য করা।

এটি উল্লেখ করা দরকার যে, ইসলাম শব্দটি উৎসারিত হয়েছে আরবি ভাষার শব্দ-মূল "সিল্ম" হতে, যার কয়েকটি অর্থের মধ্যে অন্যতম দুটি হচ্ছে শান্তি ও আনুগত্য।[২০২] ধর্মীয় দৃষ্টিতে ইসলামের সারকথা হচ্ছে মহান আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে সমর্পিত হওয়া এবং আল্লাহ্র বিধানের প্রতি আনুগত্য করা। ইসলাম শব্দটির শব্দ-মূলগত ও ধর্মীয় অর্থের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক হচ্ছে এই যে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে সমর্পিত হওয়া এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত নির্দেশনানুযায়ী চলার মাধ্যমেই কোনো ব্যক্তি তার জীবনে সর্বাঙ্গিন শান্তি অর্জন করতে পারে এবং অন্যদের সাথে শান্তি সহকারে বসবাস করতে পারে। অধিকন্তু, এর মাধ্যমে পারলৌকিক অশেষ শান্তিও অর্জিত হয়।

৩.১ ইসলামে মানুষের মর্যাদা

ইসলামের নীতি অনুযায়ী, মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি করা প্রাণী হিসেবে, জন্মের সময়ে সকল মানব-স্বত্তাই সম-মানসম্পন্ন।[২০৩] তারা হুবহু একই রকমের না ও হতে পারে, তাদের অন্তর্গত সম্ভাবনা ও সামাজিক অবস্থানে ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু এইসব বিষয়গুলির কারণে অন্য মানুষদের তুলনায় কোনো মানুষ ঊর্দ্ধতর বা শ্রেষ্ঠতর হয় না। তার গাত্রবর্ণ বা ভাষা অথবা আবাস-রাষ্ট্র কিংবা সম্পত্তির পরিমাণ বা সামাজিক মর্যাদার যে মাত্রা সে ভোগ করে এগুলির কোনোটির দ্বারাই মহান আল্লাহ্র কাছে তার প্রকৃত মানব-রূপের কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। মানবিক

---

২০২ ইবনে মানজুর, আবুল ফজল জামিলুদ্দিন ইবনে মুকাররাম, Lisanul Arab, দ্বাদশ খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৩। আল মুজামুল ওয়াসিত, পৃষ্ঠা- ৪৪৬।

২০৩ আল মুজামুল ওয়াসিত, পৃষ্ঠা- ৭৬৮।

সমতা এবং মর্যাদা ও সম্মান কর্তব্যাতিরিক্ত দাতব্য কোনো বিষয় নয় বরং এগুলি হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের এমন অনুষঙ্গ একজন মুসলিম যেগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, সকল মানব-স্বত্ত্বাই নর-কুলের অন্তর্ভুক্ত এবং আদি-পিতা আদম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আদি-মাতা হাওয়া (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উত্তরসুরী হিসেবে তারা সবাই একই সমতার সম-অংশীদার। তারা সকলেই এক ও অবিনশ্বর মহান-স্রষ্টার সৃষ্টি। যদি এই মূল্যবোধটি আমাদের মনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়, তবে নির্যাতন, নিধন/হত্যা persecution, বৈষম্য অথবা কোনো মানুষের জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর পরবর্তীতে মানবিক মর্যাদায় আঘাত দেবার মত কোনো ধরনের কোনো কাজ হবার সুযোগই থাকবে না। এখন আমরা কিছু ধর্মীয় বিধান উল্লেখ করবো যা দ্বারা মানবিক মর্যাদা সংক্রান্ত ইসলাম ধর্মের অবস্থান সুঘোষিতভাবে এবং চমৎকারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবচেয়ে সুন্দর রুপ ও সেরা অবয়ব সহকারে

পবিত্র আল ক্বোর’আন-এ আল্লাহ্ চারবার শপথ সহকারে বলেছেন

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
(3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) (95:1-4)

কসম ত্বীন ও যাইতুনের এবং কসম সিনাই পাহাড় ও নিরাপদ (মক্কা) নগরীর, নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সেরা দৈহিক আকৃতিতে। (৯৫:১-৪)

এই সকল আয়াতে ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন চারটি বিষয়ের উল্লেখপূর্বক শপথ করা হয়েছে। “তাক্বউয়িম” শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনোকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করা অথবা কোনোকিছুকে যথাসঙ্গত আকৃতিতে সুডৌলভাবে অবয়ব প্রদান/তৈরি করা। আলোচ্য আয়াতে লক্ষ্যণীয়ভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষকে যুক্তিবোধ, আদেশ পালনের সক্ষমতা, ভাল-মন্দ বুঝতে পারার জন্য বিবেচনা-শক্তি সহকারে ঋজু দেহাবয়বে সজ্জিত করা হয়েছে যেনো সে তার হাত দিয়েই তার খাদ্য আহরণ করতে পারে। আল্লাহ্ মানুষের কাছে অর্পণ করেছেন জ্ঞান, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, যুক্তিবোধ, বাক-শ্রবণ-দর্শনেন্দ্রিয়, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, প্রজ্ঞা এবং পরিকল্পনা করার সক্ষমতা। এসকল বৈশিষ্ট্যই মূলতঃ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্রই

বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁরই আদলে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - "আল্লাহ্তায়ালা নিজেরই আদলে আদম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সৃষ্টি করেছেন।"[২০৪]

এই সূত্র ধরে একথা বলা যেতে পারে যে, প্রথম মানুষ আদম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র কিছু বৈশিষ্ট্য সহকারে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তবে, এর দ্বারা কিন্তু সাদৃশ্য বা সমরূপ বোঝানো হয়নি। বরঞ্চ, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র রূপ কখনোই তাঁর সৃষ্টির রূপের মতন নয়। এর দ্বারা শুধু এটিই বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ দেখছেন, শুনছেন এবং যদি কখনো তাঁর ইচ্ছা হয় তখন বলছেন। এবং আল্লাহ্ তাঁর এই বৈশিষ্ট্যসমূহের আদলেই শ্রবণ-দর্শন-বচন ইন্দ্রিয় সহকারে আদম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সৃষ্টি করেছেন।

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (40:64)

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে আবাসস্থল হিসেবে তৈরী করেছেন এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদেরকে সৃষ্টি করে তোমাদের অবয়বকে খুঁতমুক্ত করেছেন ও তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযিক। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু; জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ কত মহান!" (৪০:৬৪)

পবিত্র আল কুরআ'ন-এর তফসীরকারদের সবাই বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতটিতে মানুষের দৈহিক অবয়ব এবং অন্তর্নিহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সামর্থ্য উভয় দিকের কথাই বলা হয়েছে।[২০৫]

---

[২০৪] সহীহ্ হাদিস সংকলন বুখারী শরীফ, হাদিস নং - ৫৮৭৩, পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা-২২৯৯; সহীহ্ হাদিস সংকলন মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-৬৮২১ , অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২।

[২০৫] The meaning of the Holy Qur'an by Abdullah Yusuf Ali, P.1222

২. আদম-সন্তানদেরকে আল্লাহ্তায়ালা সম্মানিত করেছেন

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (17:70)

"নিশ্চয়ই আমি আদম-সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে পরিচালিত করেছি ভূপৃষ্ঠের ও সমুদ্রের উপর দিয়ে এবং তাদেরকে উত্তম জিনিষ থেকে জীবিকা দিয়েছি এবং আমাদের সৃষ্টিসমূহের মধ্যে অনেক কিছুর ওপরে তাদেরকে অগ্রগণ্যতা প্রদান করেছি।" (১৭:০৭)

আল কুরআ'ন-এর তফসীরকারকদের অন্যতম আল-আলুসির মতে, "মানবকুলের ধর্মপরায়ন বা পাপী, সকল সদস্যের জন্যই মানবিক-মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে"।[২০৬] বিংশ শতাব্দীর মুসলিম আইনবেত্তাগণ এবং তফসীরকারও প্রামাণ্যভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, সৎকর্ম দ্বারা মানবিক-মর্যাদা অর্জন করতে হবে বিষয়টি এমন নয়; বরং এটি (মানবজন্মের সুবাদে) আল্লাহতায়ালার দেয়া একটি রহমতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত; একইসাথে এটিও প্রতিষ্ঠিত যে, মানবিক-মর্যাদা হচ্ছে মানব-জন্মের মুহূর্ত হতে প্রত্যেক ব্যক্তি-মানবের জন্মসুত্রে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক ও অলংঘনীয় সহজাত অধিকার। এই অধিকার আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং প্রাকৃতিক অধিকার; সেহেতু কোনো ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্র কারো থেকে এই অধিকার কেড়ে নিতে পারেনা। এই মানবিক-মর্যাদা হতেই সমস্ত মানবাধিকার উৎসারিত হয়েছে।

৩. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা মানব-স্বত্ত্বার অনেক নিকটস্থ

পবিত্র আল-কুরআ'নে আল্লাহ্ বলেছেন

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (50:16)

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি জানি যে তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে কি মন্ত্রণা দেয় বলে এবং আমি তার গলার (jugular) শিরার চেয়েও অধিক নিকটস্থ।" (৫০:১৬)

২০৬ আল আলুসী, রূহুল মাআ'নী, খণ্ড ৮, পৃ. ১৫১

পবিত্র আল-কুরআ'নে আল্লাহ্ আরো বলেছেন

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (38:75)

"তিনি বলেন ওহে ইবলীস (শয়তান), আমি নিজেই যাকে সৃজন করেছি তাকে সিজদা করা থেকে কিসে তোমাকে বিরত রাখল? তুমি কি অহংকার করলে না তুমি উচ্চমর্যদাসম্পন্ন?" (৩৮:৭৫)

তবে, আল্লাহ্‌র এই নৈকট্যের বিষয়টি এই আয়াতে আরো জোরালোভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (38:72)

"যখন আমি তাকে নিখুঁতও সুসম করবো ও তার মধ্যে রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাঁর জন্য সিজদাবনত হবে"(৩৮:৭২)

পবিত্র আল-কুরআ'নে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এর উদ্দেশ্যে, আরো বলেছেন

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (2:186)

"এবং যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চায়, (তখন তাদের বল) আমিতো তাদের খুব কাছেই থাকি। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তার প্রার্থনায় সাড়া দেই।" (২:১৮৬)

ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্যের মাত্রাটি প্রদর্শিত হয় আল্লাহ্তায়ালার এই প্রগাঢ় উচ্চারণে যেখানে তিনি বলেছেন - "আমি নিজেই তাকে [আদম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে] সৃজন করেছি।"

কারণ, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি কোনোকিছুকে অস্তিত্বশীল করতে চাইলে যখন তিনি বলেন "হও" তখনি অস্তিত্বের জগতে তার উদ্ভব ঘটে। (২:১১৭)

পবিত্র আল-কুরআ'নের এই সকল আয়াতে প্রদর্শিত হয়েছে যে কোনো মানব-স্বত্ত্বা তার শ্রষ্টা আল্লাহতায়ালার কতটা কাছের। এজন্যই সে নিরাপদ, নিঃশংক ও আত্মবিশ্বাস অনুভব করে।

৪. মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিভূ (Vicegerent)

পবিত্র আল-কুরআ'নে আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এর উদ্দেশ্যে, বলেছেন -

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (2:30)

"স্মরণ করো! যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি' তখন তারা বললো, ' আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও খুনখারাবি করবে? আমারা তো সর্বদাই আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় নিমগ্ন।' আল্লাহ জবাবে বললেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।'" (২:৩০)

মহান আল্লাহ্‌র বান্দা এবং এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিভূ হবার বিষয়টি মানুষের জন্য অতীব মর্যাদাকর এবং মানুষের উচিৎ সেই মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা। অন্য কোনো সৃষ্ট-স্বত্ত্বা, এমনকি ফেরেস্তারাও, এতোটা মহৎ সম্মান পায়নি। এজন্যই

মানুষকে ভাবা হয় সৃষ্ট-স্বত্ত্বাদের শ্রেষ্ঠতম। এই বিষয়টিকে আরো দৃশ্যমান করার জন্য আল্লাহ্‌ ফেরেস্তাদেরকে বললেন আদম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (2:34)

"আর যখন আমি ফেরেস্তাদেরকে বললাম "আদমকে সিজদা কর" তখন ঈবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং অহংকার করল ফলে সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।" (২:৩৪)

৫. আদি পিতা-মাতা যুগল হতেই মানবজাতি বিকশিত হয়েছে

পবিত্র আল-কুরআ'নে আল্লাহ্ মানবজাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (49:13)

"হে মানবজাতি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি মানব-মানবীর একটি যুগল হতেই এবং বিভিন্ন জনসমষ্টি ও গোত্রে তোমাদেরকে বিন্যস্ত করেছি যেনো তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো।" (৪৯:১৩)

পবিত্র আল-কুরআ'নে আল্লাহ্ মানবজাতির উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধে আরো বলেছেন

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (4:1)

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনিকে সৃষ্টি করেছেন; যিনি তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য নর-নারী জমিনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা ভয় করো সেই আল্লাহকে, যার নামে তোমরা পরস্পরের কাছে অধিকার দাবি করো। যত্নশীল হও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন।" (৪:১)

এই আয়াতটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: প্রথমতঃ মানবকুলের উদ্দেশ্যে বারংবার বলা হয়েছে খোদাভীরু হতে যেনো তারা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি থেকে রেহাই পায়। দ্বিতীয়তঃ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে একই আদি-পিতা-মাতার একটি যুগল হতেই মানবকুল উৎসারিত হয়েছে সেহেতু তারা সকলে পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। অতএব, তাদের উচিৎ স্বজনদের বন্ধন ও দায়-দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে প্রতিপালন করা, বিশেষ করে নিকটাত্মীয়দের সাথে (যেমন, পিতা-মাতা, সন্তানগণ, রক্তসম্পর্কের খালা-ফুপু, চাচা-মামা, স্ত্রী বা স্বামী এদের সাথে)।[২০৭]

---

২০৭ Ma'ariful Qur'an vol 2 p.294 (English version)

মানবজাতি সম্পর্কে আল-ক্বুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে একক সৌভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গী এবং তা' বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় মানবজাতির সকল সদস্যের মধ্যে ঐক্য ও সমতার ওপর জোরালো গুরুত্বারোপ দ্বারা। সেহেতু, মানবজাতির সৃষ্টি প্রসঙ্গে মানবজাতির উদ্দেশ্যে পবিত্র আল-ক্বুর'আনে বলা হয়েছে: "হে মানবজাতি, ভয় করো তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে, যিনি তোমাদেরকে সৃজন করেছেন এক আত্মা হতে (খালক্কাকুম মিন নাফ্‌সিন ওয়াহিদাতিন) এবং তার থেকে সৃজিত তার সঙ্গীর থেকে অতঃপর সেই যুগল হতে উৎসারিত হয়েছে অনেক মানব-মানবী"। এরপরে মানবজাতির উদ্দেশ্যে একই আয়াতে গুরুত্বারোপ সহকারে বলা হয়েছে তাদের মধ্যকার আত্মীয়তার-বন্ধনকে (আল আর্‌হাম) মেনে চলবার জন্য।

৬. মানব-জীবন রক্ষা করা শরি'য়াহ্‌র অন্যতম প্রধান একটি লক্ষ্য

(ইসলামী আইন) শরি'য়াহ্‌র আবশ্যিক উদ্দেশ্য (মাক্বাসিদ) যে পাঁচটি বিষয়কে সুরক্ষিত করা, সেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে, দ্বীন (ধর্ম), জীবন, মনীষা, সম্পদ এবং বংশধারা/সম্মান। রয়েছে ধর্মাচারের আবশ্যিক অংশ (হাজিইয়াহ্ অনেক সংখ্যক রুকছাহ বা লাঘবীকরণ, যেমন, অসুস্থ ব্যক্তি এবং দূর-যাত্রীদের জন্য সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় এবং বিলম্বিত রোজা আদায় করবার বিধানসমূহকে হাজিইয়াহ্ বলা যেতে পারে। ফরজ বা অবশ্যপালনীয় ইবাদতসমূহের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরি'য়াহ্ এইধরণের লাঘবীকরণ অনুমোদন করেছে)। তাছাড়া আরো রয়েছে প্রত্যাশিত বা প্রশংসাযোগ্য ইবাদতসমূহ (প্রত্যাশিত ধরণের তাহসিনিয়াহ্‌সমূহ যেমন, সুন্নত নামাজ এবং নফল রোজা)।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ আবশ্যিক উদ্দেশ্যসমূহের তালিকাকে আরো পরিবর্ধিত করে যেসব বিষয়কে তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলি হচ্ছে মানবিক-মর্যাদা, স্বাধীনতা, সামাজিক কল্যাণ (অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি), মানবিক সৌহার্দ্য, চুক্তিসমূহের সম্পাদন, আত্মীয়তার-বন্ধন সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশীদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, ইত্যাদি।

মুকাল্লাফ্ (প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন ব্যক্তি যে ইসলামের অনুশাসন পালন করতে বাধ্য) ব্যক্তিদের দ্বারা, আবশ্যিক উদ্দেশ্যসমূহ, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নির্বিশেষে, অবশ্যই প্রতিপালিত ও সুরক্ষিত হতে হবে। অথচ, আবশ্যিকতার অতিরিক্ত মাক্বাসিদ, অথবা হাজিইয়াত, সংক্রান্তে মুকাল্লাফ ব্যক্তির কিছুটা শৈথিল্য বা বাছ-বিচার করবার সুযোগ রয়েছে।

শরি'য়াহ্‌র প্রথমিক লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মের সংরক্ষণ করা। পবিত্র আল-কুরআ'নে আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এর উদ্দেশ্যে, বলেছেন -

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ (5:3)

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনিত করলাম"। (৫:৩)

৭. পৃথিবীর সব আয়োজন মানুষের জন্য

পবিত্র আল-কুরআ'নে আল্লাহ বলেন -

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (2:29)

"তিনি (আল্লাহ্‌) জমিনের সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি মহাকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং মহাকাশকে সাত স্তরে সুবিন্যস্ত করলেন। বস্তুত তিনিই সকল বিষয়ে অবগত আছেন।" (২:২৯)

মানুষকে সৃষ্টির সময়েই আল্লাহ্‌ তায়ালা জ্ঞান ও ধীশক্তি প্রদান করেছেন যা দিয়ে মানুষেরা অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছামত প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। এই গ্রহের সকল কিছুর সৃষ্টি হয়েছিলো মানবজাতির কল্যাণার্থে। বনের কোনো ক্ষুদ্র জীব হতে শুরু করে সাগরের অতিকায় জীব, ক্ষুদ্র লতা-গুল্ম হতে শুরু করে বিশাল সাগর পর্যন্ত, সমস্ত কিছুই মানুষের উপকারার্থে।

পবিত্র আল-কুরআ'নে আল্লাহ বলেন

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (31:20)

"তোমরা কি দেখ না, মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছেন তার দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান নিয়ামত সমূহকে?" (৩১:২০)

মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জগৎ সংসার সৃষ্টিতে মানুষের কোনো সক্রিয় ভূমিকা না থাকলেও, অশেষ ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর অফুরান উদারতায় মানুষকে, আরো অনেক কিছুর সাথে, প্রদান করেছেন প্রকৃতির শক্তিকে অনেকাংশে জয় করবার যোগ্যতা এবং চিন্তাশীলতার ক্ষমতা ধীশক্তি ও অন্তঃদৃষ্টি যা দিয়ে মানুষ উচ্চ পর্যায়ের অনেক রহস্যও ভেদ করতে পারে।

৩.২ মৃত ব্যক্তির মর্যাদা

জীবিত বা মৃত, যেকোন মানব-স্বত্ত্বাই, মর্যাদাসম্পন্ন স্বত্ত্বা। ইসলামের আচার অনুসারে, মৃতদেরকে প্রথমে গোসল করানো হয়, কাফনের কাপড় পরানো হয়, এরপর জানাজার নামাজ আদায় করার পরে তাঁকে দাফন করা হয়। মুসলিম আইনবেত্তাদের প্রায় সকলেই এই বিষয়ে একমত যে কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য জানাজার নামাজ একধরনের সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা - এটি এমন একটি কর্তব্য যার সম্পাদনের দায় ঐ সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের জন্য সামষ্টিকভাবে আবশ্যিক, তাদের মধ্য হতে কয়েকজন কাজটি সম্পাদন করলে তা সমষ্টির পক্ষ হতে করা হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে কিন্তু তেমনটা করতে ব্যর্থ হলে সেই ব্যর্থতার জন্য তাদের সবারই পাপ হবে।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) মুসলিমদেরকে এই সামষ্টিক বাধ্যবাধকতাটি পালন করতে আদেশ করেছেন এবং তখন হতেই তাঁরা সেই আদেশ মোতাবেক চলছেন।

নির্ভরযোগ্য হাদিস সংকলন আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ (البخارى ومسلم)

এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক্ব পাঁচটিঃ ১. সালামের জবাব দেয়া, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া, ৩. জানাযার অনুগমন করা, ৪. দাওয়াত কবুল করা এবং ৫. হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেয়া।[২০৮]

জনৈক ইহুদির জানাযা দেখে দাঁড়ানো

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাদিআল্লাহু আন্হু) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, "আমাদের সামনে দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উঠে দাঁড়ালেন এবং আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। আমরা তাঁকে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি একজন ইহুদির জানাযা। তিনি বললেন- যখনি তোমরা কোনো জানাযা দেখতে পাবে, তোমার উচিত হবে উঠে দাঁড়ানো।"[২০৯]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا لَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِىٍّ ! قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا وَفِىْ رِوَايَةٍ أُخْرٰى "اَوْ مَا كَانَتْ نَفْسًا " (البخاري : كتاب الجنائز)

আরেকটি বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, তখন রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছিলেন

"সে কি মানব-স্বত্ত্বা ছিলো না?"

এই সম্পর্কে আরো হাদিস আছে।হযরত আমির বিন রাবিয়া কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتّٰى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَه اَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَه (البخارى)

---

২০৮ সহীহ্ হাদিস সংকলন বুখারী শরীফ, হাদিস নং - ১২৪০, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০; সহীহ্ হাদিস সংকলন মুসলিম শরীফ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৩।

২০৯ সহীহ্ হাদিস সংকলন বুখারী শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫।

"যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এমন কোনো জানাযা দেখতে পায় যার সাথে সে যাবে না, তাহলে তার উচিত উঠে দাঁড়ানো এবং ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ জানাযার পিছে পড়ে অথবা ঐ জানাযা তাকে পার হয়ে আগে চলে যায় ; অথবা ঐ জানাযার অনুগমনকারিরা তাকে পার হয়ে আগে চলে যাবার পূর্বেই কফিনটিকে তাদের সামনে নামানো হয়।" - সহিহ্ আল বুখারী (জানাযা অধ্যায়)[২১০]

কোনো মৃতদেহের হাড় ভেঙ্গে ফেলা অপরাধ এবং তা' মৃতদেহের অপবিত্রায়ণ হিসেবে বিবেচিত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيْتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (ابن ماجة)

আয়িশা (রাদিআল্লাহু আন্‌হা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন - "কোনো মৃতদেহের হাড় ভেঙ্গে ফেলা হলে তা' ঐ ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় তার হাড় ভেঙ্গে ফেলবার সমতুল্য পাপ।"[২১১]

ইমাম আবু জাফর আল ত্বহাবি (রহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন - "এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, কোনো মৃত ব্যক্তির হাড়ের অলংঘনীয়তা ও মর্যাদা জীবিত ব্যক্তির হাড়ের ন্যায়।[২১২] তবে এ ব্যাখ্যার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ইজমা বা ঐক্যমতের অভাব রয়েছে। কেননা, কিছু ইসলামি আইনবিদ্‌দের মতে, চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা যেতে পারে।

আল্লামা ইব্‌ন্ আবিদিন (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন -

"শরি'য়াহ্ অনুসারে যেকোন মানব-স্বত্ত্বাই সম্মানিত, এমনকি অমুসলিম ব্যক্তিও, এবং এর অর্থ হচ্ছে কোনো ব্যক্তির দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ অলংঘনীয়। কাজেই মৃত অমুসলিম ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গারও অনুমতি নেই।"[২১৩]

---

২১০ সহীহ্ হাদিস সংকলন বুখারী শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫।

২১১ সহীহ্ হাদিস সংকলন আবু দাউদ, পৃষ্ঠা- ৪৫৮। সহীহ্ হাদিস সংকলন ইবনে মাজাহ্, পৃষ্ঠা-১১৬।

২১২ মুশকিল আল আসার

২১৩ ফাতওয়া শামি, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২৯, ৩১৩।

অতএব, জীবিত বা মৃত সর্বাবস্থাতেই মানবদেহ অলংঘনীয়। এটি পবিত্র এবং সম্মান পাওয়ার অধিকারি। মানবদেহের এ অলংঘনীয়তার কারণেই একে বিকৃত করা, কেটে ফেলা বা অন্য কোনভাবে অসম্মান করা বেআইনি।

আল্লামা ইব্ন্ হাজার আসক্বালানি বলেছেন - "কোন কাজ যা জীবিত ব্যক্তির প্রতি করা নিষিদ্ধ মৃত ব্যক্তির প্রতি তা করা আরো বেশি নিষিদ্ধ।"

অঙ্গহানিকরণ নিষিদ্ধ

ওহুদ যুদ্ধের পরে তাঁর চাচা হামজাহ্‌র (রাদিআল্লাহু আন্‌হু) খন্ডবিখন্ড করে ফেলা মৃতদেহ দেখার পরে রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রচÊ মর্মাহত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন - "এই মুহুর্তের আগে কখনোই আমি এতোটা ক্রোধ অনুভব করিনি যতোটা ক্রোধ এখন অনুভব করছি; এবং এর পরে আল্লাহ্‌তায়ালা আবার যখন ক্বোরাইশদের ওপর আমাকে বিজয়ী করবেন, আমি ওদের ত্রিশজনের অঙ্গহানি করবো।" কিন্তু এ ঘটনার অব্যবহিত পরপরই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (16:126-128)

"যদি আপনি শাস্তি প্রদান করেন, তবে ঠিক ততটুকুই শাস্তি প্রদান করবেন যেটুকু মাত্রায় আপনার ক্ষতি হয়েছে; তবে, যদি আপনি ধৈর্য্য সহকারে টিকে থাকেন, ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য সেটিই উত্তম। এবং ধৈর্য্য ধারণ করুন ওহে মুহাম্মাদ, আর, আপনার ধৈর্য্য তো আল্লাহ্‌র মাধ্যমেই। এবং তাঁদের শোকে (প্রিয়জনদের শোকে) অধীর হবেন না কিংবা নিজেকে বিপন্ন করবেন না যেমনটা তারা (শত্রুরা) ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ফন্দি এঁটেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আছেন আল্লাহ্‌ভীরুদের সাথে এবং সৎকর্মশীলদের সাথে।" (১৬:১২৬-১২৮)

২১৩ ফাতওয়া শামি, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২৯, ৩১৩।

এই আয়াত নাজিল হবার পরে রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) তাঁর উপরোল্লিখিত উক্তি বাস্তবায়ন তো করেনইনি বরং পরে প্রকাশ্যেই নিষেধ করেছেন অঙ্গহানিকরণকে। তদুপরি, সরাসরি যুদ্ধের ক্ষেত্রে তিনি সবাইকেই বলেছেন মানবদেহের সবচেয়ে সৌম্যতাযুক্ত অংশ হিসেবে মুখমÊলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, "যখন তোমাদের মধ্য হতে কেহ প্রতিপক্ষকে আঘাত করো, তার মুখমÊল রক্ষা করবার জন্য, আঘাত এড়িয়ে যাবার সুযোগ তাকে দিও ; কারণ, আল্লাহ্তায়ালা নিজের আদলেই আদম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সৃষ্টি করেছেন।"

এই সংক্রান্তে আরেকটি হাদিস আছে।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْهى عَنِ الْمُثْلَةِ وَيَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ (المعجم الكبير رقم الحديث 6944)

সামুরা বিন জুন্দুব (রাদিআল্লাহু আন্হু) কর্তৃক বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অঙ্গহানিকরণকে নিষেধ করেছেন এবং সাদাকাহ্ দিতে উৎসাহিত করেছেন।"[২১৪]

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنِ الْمُثْلَةِ (الطبرانى رقم الحديث 13485)

ইবনে উমার বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ অঙ্গহানিকরণকে নিষেধ করেছেন।"[২১৫]

أَنَّ رَجُلًا أَتىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدِيْ أَبَقَ وَأَنِّي نَذَرْتُ لَئِنْ رَدَّهُ اللهُ لَاَقْطَعَنَّ يَدَه قَالَ : فَلَا تَقْطَعْ يَدَه فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ وَيَنْهىٰ عَنِ الْمُثْلَةِ (المعجم الكبير للطبرانى 326)

---

২১৪ তাবারানী, হাদিস নং ৬৯৪৪।

২১৫ তাবারানী, হাদিস নং ১৩৪৮৫, ১২তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪০৩।

জনৈক লোক ইমরান বিন হুসাইনের কাছে এসে বললো, "আমার গোলাম পালিয়ে গেছে। এরপর আমি কসম কেটেছি যে, আল্লাহ্ যদি তাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তার হাত অবশ্যই কেটে ফেলবো।" ইমরান বিন হুসাইন বললেন, "অমনটা করোনা। রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অঙ্গহানিকরণকে নিষেধ করেছেন এবং ক্ষমাশীলতাকে উৎসাহিত করেছেন।"[২১৬]

এই সংক্রান্তে আরো কয়েকটি বর্ণনা এতদ্‌পরবর্তীতে উপস্থাপন করা হলো।

مَرَّ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِالْحِيرَةِ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوْا ثَعْلَبًا يَرْمُوْنَه غَرْضًا فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهىٰ عَنِ الْمُثْلَةِ (المعجم الكبير 894)

(ক) রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর একজন সাহাবা মুগিরা বিন শুবাহ্ (রাদিআল্লাহু আন্‌হু) আল-হিরা-এর পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন যে একদল লোক একটি শিয়ালকে লট্‌কে লক্ষ্যবিদ্ধকরণ চর্চা করছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে সেই লোকেদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি নিজে শুনেছি রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অঙ্গহানিকরণকে নিষেধ করেছেন।"[২১৭]

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ قَالَ : جَائَتْ أَسْمَاءُ مَعَ جَوَارِيَ لَهَا وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهَا فَقَالَتْ : أَيْنَ الْحَجَّاجُ ؟ فَقُلْنَا لَيْسَ هٰهُنَا قَالَتْ : فَمَرُّوْهُ فَلْيَأْمُرْ لَنَا بِهذِهِ الْعِظَامِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْهىٰ عَنِ الْمُثْلَةِ (المعجم الكبير للطبراني 271)

২১৬ মুজামে কবির ৮৯৪, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৮১।

২১৭ তাবারানী, হাদিস নং ২৭১, ২৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০০।

(খ) ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বলেছেন, আসমা তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পরে তাঁর দাসকে সাথে করে এসে বললেন, "হাজ্জাজ কোথায় ?" আমরা বললাম "সে এখানে নেই।" তখন আসমা আবার বললেন, "তাকে বলো এই (ভাঙ্গা) হাড় সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে। কারণ, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্(তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) অঙ্গহানিকরণকে নিষেধ করেছেন।"[২১৮]

أنَّ عَمْرو بن أراكة صاحب النبي صَلَّى الله عليه وسلم كان جالسًا مع زياد بن أبي سفيان على سريره، فأُتي بشاهد، فتتَعْتَع في شهادتِه، فقال له زياد: والله لأقطعنَّ لسانك. فقال عمرو بن أراكة: سمعْتُ النبيَّ صَلَّى الله عليه وسلم ينهى عن المُثْلَة ويأمر بالصّدقة

(গ) রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর একজন সাহাবা আমর্ বিন আবু আরাকা (রাদিআল্লাহু আন্হু) জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানের সাথে তার বিছানাতে বসে ছিলেন এমন সময় একজন লোককে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো যে লোকটি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। জিয়াদ বললেন, "আল্লাহ্র নামে বলছি আমি তোমার জিহ্বা কেটে ফেলবো।" আমর্ বিন আবু আরাকা বললেন, "আমি নিজে শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) অঙ্গহানিকরণকে নিষেধ করেছেন এবং ক্ষমাশীলতাকে উৎসাহিত করেছেন।"[২১৯]

قَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : إِنْ بَقِيَتْ رَأَيْتُ فِيْهِ رَأْيِي وَإِنْ هَلَكَتْ مِنْ ضَرْبَتِيْ هٰذِهِ فَاضْرِبْهُ ضَرْبَةً وَلَا تَمْثُلْ بِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْهىٰ عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُوْرِ (الطبرانى رقم الحديث 168)

(ঘ) হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আন্হু) [ইসলামী জাহানের চতুর্থ খলীফা এবং রাসুলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-

[২১৮] Marefatus Sahaba by Abu Naeem নং ৫০৭৬, ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৭১।

[২১৯] তাবারানী, হাদিস নং ১৬৮, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯৭।

এর চাচাতো ভাই ও প্রথম পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াত কবুলকারীদের অন্যতম] আততায়ী কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শাহাদাৎ বরণ করার পূর্বে তাঁর পুত্র ইমাম হাসান (রাদিআল্লাহু আন্‌হু)-কে (আটককৃত আততায়ী সম্বন্ধে) বলেছিলেন, "আল্লাহতায়ালা আমার হায়াৎ দরাজ করলে আমি ওর সম্বন্ধে আমার সাধ্যানুযায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ রায় প্রদান করবো। আর যদি এই আক্রমণের ফলে আমি লোকান্তরিত হই, তবে ওকে আঘাত কোরো কিন্তু ওর অঙ্গহানি যেন করোনা, কারণ, আমি নিজে শুনেছি রাসুলুল্লাহ্ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) অঙ্গহানিকরণকে নিষেধ করেছেন, এমনকি পাগলা কুকুরের ক্ষেত্রেও।" [২২০]

আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সেই সময়ে হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আন্‌হু) বলেছিলেন

أَطْعِمُوْهُ وَاَسْقُوْهُ وَأَحْسِنُوْا إِسَارَه اِنْ عِشْتُ فَأَنَا ولى دمى أعفو اِنْ شِئْتُ ، وَاِنْ شِئْتُ اِسْتَقَدت ، وَاِنْ مت فَقَتَلْتُمُوْهُ فَلَا تَمْثُلُوْا (الأم للشافعى ج 4 ص 136 ، مسند الإمام للشافعى ص 313)

(ঙ) "ওকে খেতে দাও, পানি পান করতে দাও এবং রশি দিয়ে ভাল করে বাঁধো। আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় আমি সেরে উঠলে আমি নিজেই নিজের রক্তের অভিভাবকত্ব করবো। তখন আমি যদি ইচ্ছা করি তো ওকে ক্ষমা করতেও পারি অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করতেও পারি। আর, যদি আমি লোকান্তরিত হই, এবং তুমি যদি ওকে হত্যা করো তবু কিন্তু ওর অঙ্গহানি যেন করোনা।"[২২১]

এই বর্ণনাটি অতি বিশেষভাবে গুরুত্ববহ, কারণ, ফজরের নামাজের পর, আততায়ী ইবন্ মিলজাম, ইসলামী জাহানের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আন্‌হু)-কে নৃশংসভাবে আক্রমণ করবার পরেও হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আন্‌হু) এতোটুকু পরিমাণে হুঁশা ছিলেন এবং কথা বলতে পেরেছেন যদ্বারা তিনি তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন, যেনো তেমনটা হলে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের, অর্থাৎ, তাঁর আততায়ীর প্রতিও এমনভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হয় যা' ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত নয়। তিনি তাঁর পুত্রকে জোরালোভাবে বলেছেন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আততায়ীকে মৃত্যুদÊ প্রদান করা হলেও যেন তার অঙ্গহানি করা না হয়।

---

২২০ মুসনাদ, ইমাম শাফিঈ, পৃষ্ঠা- ৩১৩।

২২১ আল মুয়াত্তা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৮৩।

মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড়ের পবিত্রতা ও অলংঘনিয়তা জীবিত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রের মতই গুরুত্বপূর্ণ

عَنْ عمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمن قَالَتْ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُخْتَفِىْ وَالْمُخْتَفِيَةَ (الموطا للإمام مالك)

আম্‌রাহ্ বিনত্ আবদুর রাহ্‌মান কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, মৃতদের কাফনের কাপড় যারা চুরি করে এমন নারী বা পুরুষদের প্রতি রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ দিয়েছেন।[২২২]

এর দ্বারা এটিই প্রদর্শিত হয় যে, মৃত কোন ব্যক্তির কাফনের কাপড়ের অলংঘনীয়তা ও গুরুত্ব জীবিতদের পরিধেয় বস্ত্রের তুলনায় বেশী।

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গাল-মন্দ করা যাবেনা

রাসুলুল্লাহ্ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন

اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم

"তোমাদের মধ্য হতে যারা মৃত হয়েছে তাদের ভালো কাজগুলির সম্পর্কে উল্লেখ করো এবং তাদের মন্দ কাজগুলিকে আড়ালে আচ্ছাদিত করো।"[২২৩]

আরেকটি বর্ণনানুসারে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন

لَا تَسُبُّوْا الْأَمْوَاتِ فَإِنَّهُمْ أَفْضُــــوْا اِلَىٰ مَا قَدَّ مُوْا (المستدرك كتاب الجنائز)

"মৃতদের প্রতি মন্দ-বাক্য প্রয়োগ করিও না কারণ তাঁরা ইতোমধ্যেই তাঁদের (এই দুনিয়াতে আচরণ ও কর্মসমূহের) কর্মফলে উপনীত হয়েছে।"[২২৪]

২২২ আল মুসতাদরাক আল হাকিম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪১, হাদিস নং ১৪১৯।

২২৩ সহীহ্ হাদিস সংকলন আবু দাউদ, হাদিস নং - ৪৯০২, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪২৬।

২২৪ Musnad Ahmad/ Fiqhus Sunnah, vol.4. p.71 (English version)

ইসলামে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র হক্ব বা অধিকার লঙ্ঘিত হলে বা পালন করা না হলে অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে হয়তোবা সেটিও ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টজগতের একজনের প্রতি আরেকজনের আচরণ ও কর্মের দ্বারা কোনো অধিকারের লংঘন করা হলে বা হক্ব আদায় করা না হলে, এবং ক্ষতিগ্রস্ত জন ক্ষমা না করলে, আল্লাহ্‌ সেটি ক্ষমা করে দিতে পারলেও করবেন না বলে বলা হয়েছে। পবিত্র আল-কুর'আনের অনেক আয়াতে এবং রাসুলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র মুখনিঃসৃত অনেকগুলি সহীহ্‌ হাদিসে অনেকবার বলা হয়েছে, একে অপরের প্রতি দায়িত্বসমূহ এবং পরস্পরের অধিকারসমূহ সম্পাদনের (এক কথায় বললে হক্ব আদায় করবার) বিষয়কে গুরুত্বের সাথে পালন করতে; কারণ এর ব্যর্থতার কারণে তারা রোজ কেয়ামতের দিন অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। জীবিত কোনো ব্যক্তির হক্ব আদায়ে কেহ অসমর্থ হলে তার সুযোগ আছে পরবর্তীতে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে তা' মিটিয়ে দেবার। কিন্তু গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতিরেকে মৃত কোন ব্যক্তির প্রতি মন্দ-বাক্য প্রয়োগ করা হলে নিশ্চয়ই পরবর্তীতে তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ, ইত্যাদি কোনো কিছু করার কোনো সুযোগ থাকেনা। এতদ্ব্যতীত, এর দ্বারা উক্ত মৃত ব্যক্তির জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের মনে আঘাত করা হয়। এজন্যই ইসলাম এই বিষয়ের প্রতি এতোটা গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং কারো সম্পর্কে, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও, খারাপভাবে কথা না বলার জন্য, ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকে উপদেশ প্রদান করেছে।

কবরের উপর বসা বা হেলান/ঠেস দেয়া অথবা হাঁটা নিষিদ্ধ

এমনকি মৃত্যু-পরবর্তীতেও বহমান মানবিক-মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম কবরের উপর বসা বা হেলান/ঠেস্‌দেয়া অথবা হাঁটা নিষিদ্ধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞাটির ভিত্তি একটি হাদিস।

عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : رَآنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلٰى قَبْـــــرٍ فَقَالَ " لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْـــــرِ" (رواه أحمد)

আমর্ ইব্‌ন্ হাজ্‌ম্ কর্তৃক এরূপ বর্ণিত হয়েছে, "রাসুলুল্লাহ্ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) আমাকে একটি কবরের সাথে হেলান/ঠেস্‌দিয়ে বসা অবস্থায় দেখলেন, এবং বললেন - "ঐ কবরবাসিকে কষ্ট দিয়ো না।""[২২৫]

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَأَنْ يَجْلِسْ أَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقْ ثِيَابَه فَتَخْلُصَ اِلٰى جِلْدِه خَيْرٌ لَه مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلٰى قَبْرِهِ (رواه أحمد ومسلم وابوداؤد)

আবু হুরায়রা কর্তৃক এরূপ বর্ণিত হয়েছে, "রাসুলুল্লাহ্ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন - "কবরের উপর বসার তুলনায় তোমাদের জন্য শ্রেয়তর হচ্ছে এমন কোনো গন্‌গনে জ্বলন্ত কয়লার উপরে বসা যা' তার উপরে বসে থাকা ব্যক্তির কাপড় ভেদ করে তার গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দেয়।""[২২৬]

মৃতদেহসমূহ উদ্ধার

মৃতদেহসমূহের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে মৃতদেহসমূহকে উদ্ধার করা। প্রাকৃতিক বা সামাজিক দুর্যোগ অথবা বিপর্যয়ের সময়ে অন্যদেরকে সহায়তা করার বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে সাধারণভাবে একধরণের জনসেবা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা দায়বদ্ধতা বা বাধ্যবাধকতা। কোনো মুসলিম মৃত্যুবরণকালে জানাজার নামাজ আদায় না করে তাকে কবরস্থ করার বিষয়টি ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত নয়। একই জীবনকালের সহযাত্রী মানবকুলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্য হতে মৃত ব্যক্তিদের প্রতি দায়-দায়িত্ব নির্বাহনের প্রথম পদক্ষেপ মৃতদেহ উদ্ধার করা। ইসলামী বিধানসমূহ দ্বারা, মানবকুলের জীবিত বা মৃত সকল সদস্যের প্রতি, সম্ভাব্য সকল সহৃদয় দয়াশীলতা পালন করার জন্য, ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে। কোন লোকের একান্ত প্রয়োজনের সময়ে সহৃদয়তার বা দয়াশীলতার গুরুত্ব অনেক। কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতি মনোযোগ ও যত্ন মানবকুলের সদস্য হিসেবে তাঁর পাওনা;

২২৫ সহীহ্ হাদিস সংকলন মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২১৩।

২২৬ সহীহ্ হাদিস সংকলন আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৬০।

কারণ, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তখন সে তাঁর নিজের যত্ন নিজে নিতে পারে না। বদর-এর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রাসুলুল্লাহ্ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) আদেশ জারী করেছিলেন, যুদ্ধে নিহতদের, এমনকি শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদেরও, মৃতদেহসমূহকে সংগ্রহ করে সেগুলিকে একটি পরিখাতে কবরস্থ করার জন্য।

মৃতদেহ সনাক্তকরণ

মৃতদেহসমূহের সনাক্তকরণে দেরি না করে আগেভাগেই তা করতে হবে কারণ, বিনষ্ট হয়ে যাওয়া মৃতদেহ দেখে মৃতকে সনাক্ত করা অনেক বেশি কঠিন এবং তার জন্য ফরেন্সিক দক্ষতার দরকার হয়। শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রাপ্তি সকল মানব-স্বত্ত্বার অধিকার, এমনকি মৃত্যু-পরবর্তীতেও। যাহোক, মৃত কোনো ব্যক্তিকে সনাক্ত করার জন্য আইনী ও চিকিৎসাশাস্ত্রীয় প্রচেষ্টা অনেক সময় মৃত ব্যক্তির পরিবারের বিশ্বাসগত বা চর্চাগত বিষয়াদির সাথে সাংঘর্ষিক হতেও পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো একজন মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু পদ্ধতি এবং চিকিৎসাশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, তাঁদের প্রিয়জনদের প্রতি, প্রয়োগ করতে দিতে তাঁর পরিবারবর্গ সম্মত নাও হতে পারে। মৃত্যু-পরবর্তীতে মৃতদেহের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত ধর্মীয়ভাবে দরকারী সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাসমূহ শব-ব্যবচ্ছেদকরণের জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে করণীয়, প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াকে জোরালোভাবে প্রভাবিত করে। ইসলামের (এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহুদী ধর্মের) শিক্ষা অনুসারে মৃত্যুর পরে যত শীঘ্র সম্ভব মৃতদেহকে কবরস্থ করা উচিৎ এবং পূর্বোক্ত ধর্মীয় শিক্ষা সাধারণতঃ স্বেচ্ছামূলক শব-ব্যবচ্ছেদকে অনুমোদন করে না; কারণ, (তা'তে শারীরিক অবয়বের পরিবর্তন ঘটে বলে) শব-ব্যবচ্ছেদকে সংশ্লিষ্ট মৃতদেহের জন্য অপবিত্রায়ন সমতূল্য মনে করা হয়। তবে, অধিকাংশ ধর্মীয় নেতারা একমত যে এই বিষয়েও ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন, সেই ক্ষেত্রে শব-ব্যবচ্ছেদের অনুমোদন থাকতে পারে যদি এমন হয় যে তদ্বারা আহরিত তথ্য কারো জীবন বাঁচাতে পারে। একইভাবে সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনার ক্ষেত্রে, মৃত্যু-রহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে অপরাধের মোকাবিলা করতে পুলিশকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে শব-ব্যবচ্ছেদের অনুমোদন রয়েছে।

জীবনের অধিকাংশ আঙ্গিকের মতই, মানব-দেহাবশেষ নিয়ে পেশাগত কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতের প্রতি অবশ্যই সংবেদনশীল হতে হবে

এবং সেগুলির চাহিদাসমূহের সংকুলান করার জন্য তাঁদের সাধ্যানুয়ায়ী চেষ্টা করতে হবে। সাধারণতঃ মৃত্যুর ঘটনাসমূহের তদন্তকারীরা ধর্ম-সম্পর্কিত ইচ্ছাসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং সকল মানব-দেহাবশেষসমূহের প্রতিই সম্মানসহকারে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করেন। এতদ্‌সংযোজনে, তাঁদের কর্তব্যসমূহ যতটা সম্ভব সুদক্ষতা সহকারে সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য তাঁরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেন যেন সংশ্লিষ্ট পরিবারের ওপর যেকোনো বাড়তি চাপ কমিয়ে আনা যায়। একই সাথে এটিও স্মরণ রাখা দরকার যে তদন্তকারীরা সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর ঘটনাটি যে পরিস্থিতিতে ঘটেছিলো সেটি খুঁজে বের করার জন্যই প্রাথমিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিলো তা' বুঝার জন্য সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতাসমূহ স্মরণ রাখার প্রয়োজন হতেও পারে। এটি বিশেষভাবে সত্য যেখানে কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এই সম্পর্কে একজন তদন্তকারীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে মৃত ব্যক্তিদের প্রতি - তাঁদের ব্যক্তি-পরিচয় সনাক্ত করার জন্য এবং মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যুর জন্য দায়ী কারণসমূহের নিষ্পত্তিকরণ ও প্রতিরোধের জন্য।

ইসলাম, বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুষ্কৃতিকারীদের বিচার করার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল পদ্ধতিকেই, সামাজিক-ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে, যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করে। যেকোন মৃত ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত করা দরকার; কারণ, মুসলিমদের জন্য (বাস্তবতঃ সব ধর্মের অনুসারীদের জন্যই) মৃত্যুর ঘটনার অনেকগুলি বাস্তব সংশ্লেষ বা প্রভাব রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে নারীর স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে, পরিচয়-সনাক্তকরণপূর্বক, নিশ্চিত করা হয়েছে, সেই নারী, ইদ্দাতের জন্য সুনির্দিষ্টকৃত সময় অপেক্ষা করার পরে, পুনর্বিবাহের অধিকারপ্রাপ্ত হয়; কারণ, (স্বামীর মৃত্যুর মাধ্যমে) তার প্রথমোক্ত বিবাহের অবসান ঘটেছে বলে বিবেচিত হবে।

এই সম্পর্কেপবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234:2)

"এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে, তাদের স্ত্রীরা (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য) চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। অতঃপর যখন তারা নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করলো, তখন তারা গ্রহণযোগ্য পন্থায় নিজেদের বিষয়ে (বিয়ে করা বা না করার) যে সিদ্ধান্তই নিতে চায়, নিতে পারবে তাতে তোমাদের প্রতি দোষারোপের কিছু নেই। এবং নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে উত্তমরূপেই অবগত।" (২:৩৪২)

উম্মে আতীয়াহ্ কর্তৃক এরূপ বর্ণিত হয়েছে, "রাসুলুল্লাহ্ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَاتُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَىٰ مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (سنن ابى داؤد الجزء 2 ص 260)

"মৃত কোন ব্যক্তির জন্য একজন নারীর তিন দিনের বেশী সময় শোক-পালন করা উচিৎ নয়, তবে তার স্বামী লোকান্তরিত হলে এর ব্যতিক্রম হবে এবং তখন সেই নারী চার মাস দশ দিন কাল-মাত্রা পর্যন্ত শোক-পালন করতে পারে।""[২২৭]

উল্লেখ্য যে, অত্র হাদিসে উল্লেখকৃত শোক-পালনের চার মাস দশ দিন কাল-মাত্রা হচ্ছে মৃত কোনো ব্যক্তির স্ত্রীর চার মাস দশ দিন ধৈর্য্যধারণের ইদ্দাহ[২২৮] কাল-মাত্রা।

উত্তরাধিকারত্বের বিষয়টিকে ইসলামে অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, কারণ, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি যথাযথভাবে বণ্টনের ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির বণ্টন, থেকে তাঁর আত্মীয়দের কে কতটা অংশ পাবে তা', ইসলাম সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। পবিত্র আল-কুর'আনের চতুর্থ অধ্যায়ের ৭ নং হতে ১১ নং পর্যন্ত আয়াতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারত্ব-ভিত্তিক সম্পত্তি-বণ্টনের বিষয়টির যথাযথ ফয়সালা করতে হলে সবচেয়ে আগে, মৃতব্যক্তির

---

২২৭ ইদ্দাহ্ হচ্ছে ইসলামী বিধান অনুসারে মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি বিশেষ কাল-মাত্রা। কোনো নারীর স্বামী লোকান্তরিত হলে বা বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে তার পরবর্তীতে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত সেই নারী কর্তৃক অতিবাহিতব্য উক্ত অবশ্যপালনীয় কাল-মাত্রা অতিবাহিত হবার পূর্বে উক্ত নারী পুনরায় দার-পরিগ্রহ করতে পারেন না।

২২৮ সহীহ্ হাদিস সংকলন বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৮০৫, হাদিস নং ২১৭৬।

পরিচয় সম্পর্কে, অর্থাৎ আসলে কে লোকান্তরিত হয়েছে সে সম্পর্কে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিশ্চিত হতে হয়। মৃতব্যক্তির সাথে সম্পর্কের নৈকট্য-মাত্রার ভিত্তিতে রেখে যাওয়া সম্পত্তির থেকে তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টিত অংশের আনুপাতিক পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

মৃত ব্যক্তির কোনো অপরিশোধকৃত অর্থনৈতিক ঋণ, যদি থাকে তা', পরিশোধ করবার জন্যও মৃতব্যক্তির পরিচয় সনাক্তকরণ গুরুত্বপূর্ণ

আবু হুরায়রা কর্তৃক এরূপ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : أَنّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بْالرَّجُلِ الْمُتَوَفىّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيُسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِه قَضَاءً ؟ فَاِنْ حَدَثَ أَنَّه تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى ، وّاِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنِ : صَلُّوْا عِلٰى صَاحِبِكُمْ (البخارى ومسلم)

"রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক মৃত ব্যক্তিকে (জানাযার জন্য) আনা হলো যার উপর ঋণ ছিল, তখন জিজ্ঞাস করা হলো সেকি তার ঋণ আদায়ের জন্য কিছু রেখে গেছে? যদি বলা হতো সে ঋণ আদায়ের জন্য (সম্পদ) রেখে গেছে, তা হলে তার জানাযা পড়তেন, তা না হলে মুসলমানদের কে বলতেন তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও।"""[২২৯]

দাফন সম্পর্কিত আচারাদি ও কবরস্থকরণ সুসম্পন্ন করার জন্যও মৃত ব্যক্তির পরিচয় সনাক্তকরণ প্রয়োজনীয়। কারণ, কাফন পরানো, জানাজা আদায়, কবর-খনন, কবরস্থকরণ, জিয়ারত, ইত্যাদি সম্পর্কে ও এই আচারাদি সম্পাদন প্রসঙ্গে ইসলাম বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করেছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় নির্ভুলভাবে সনাক্তকরণ ব্যতীত এইসব আচারাদি প্রতিপালন করা যায় না।

---

[২২৯] সহীহ্ মুসলিম, হাদিস নং ২৩০৫, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩১৪।

এমনকি, ইসলামে একান্তই প্রত্যাশিত হিসেবে বিবেচিত সৎকর্ম। মৃত ব্যক্তির আপনজনদেরকে সান্তনা দেবার বিষয়টিও মৃত ব্যক্তির পরিচয় নির্ভুলভাবে নিশ্চিত হওয়ার ওপর নির্ভর করে। কাউকে সান্তনা দেবার অর্থ হচ্ছে তাঁর শোকের অংশীদার হওয়া এবং তাঁকে ধৈর্য্যধারণে উৎসাহিত করা।

আম্‌র্ বিন হাজ্‌ম্ বর্ণিত একটি হাদিসে পাওয়া যায়

عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّه قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَعْزِي أَخَاهُ بِمُصِيْبَتِهِ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَه مِنْ حَلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ابن ماجة الجزء 1 ص 511)

"রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ বলেছেন -"বিশ্বাসীদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের দ্বীনী-ভাই (বোন)-দেরকে বিপদের সময়ে সান্তনা দেয়. তাঁদের প্রত্যেককেই রোজ কিয়ামতের দিনে (পরলৌকিক পুনরুত্থান-দিবসে) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সম্মানের ভূষণ পরিহিত করানো হবে।""[২৩০]

নিকটাত্মীয়দের কাছে মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ হস্তান্তরকরণ

তেমনটা দাবী করা হলে নিকটাত্মীয়দের কাছে, নতুবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে, মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ হস্তান্তর করতে হবে। একটি যুদ্ধের পরে, প্রতিপক্ষীয় সেনাদল, তাদের একজন রণ-যশসম্পন্ন যোদ্ধার দেহ ফেরত নেবার জন্য, বিনিময়-মূল্য দিতে চেয়েছিলো। সেই প্রস্তাবের জবাবে রাসুলুল্লাহ্ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছিলেন - "আমি মৃতদেহ বিক্রি করিনা। তোমরা তোমাদের ধরাশায়ী সহযোদ্ধার শবদেহ নিয়ে যেতে পারো।"। ইসলামী নীতি অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যেখানে মারা যায় তার আশেপাশেই তাঁকে কবরস্থ করতে হয়। সাধারণ নীতি অনুযায়ী, মৃতদেহ বা দেহাবশেষ এক কবর হতে ভিন্ন স্থানে অন্য কোনো কবরে স্থানান্তর করার বিষয়টি নিষিদ্ধ বা অনাকাংখিত; যদিনা সেজন্য যুক্তিসিদ্ধ কোনো কারণ থেকে থাকে; উদাহরণস্বরূপ, যদি এমন হয় যে, মুর্দাকে ঠিকভাবে গোসল না করিয়েই কবরস্থ

২৩০ ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫১১।

করা হয়েছিলো, অথবা সংশ্লিষ্ট কবরটি স্যাঁৎসেতে হয়ে গিয়ে কিংবা বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেলে।

মালিকি মায্হাবের মতানুসারে সেজন্য যুক্তিসিদ্ধ কোনো কারণ থাকলে, কবরস্থ করার আগে অথবা পরে, মৃতদেহ বা দেহাবশেষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার বিষয়টি, অনুমোদনযোগ্য; উদাহরণস্বরূপ, যেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা শারীরিকভাবে জিয়ারত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে যদি তাঁদের আবাসস্থলের কাছাকাছি স্থানে মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করতে আগ্রহী হয়।

শারীরিকভাবে জিয়ারৎ [মৃতদের রূহ্ এর মাগ্ফিরাতের জন্য (আত্মার অনন্ত শান্তির জন্য)] এবং দোয়া করবার বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে সৎকর্মমূলক।

আবদুল্লাহ্ বিন্ বুরায়দা কর্তৃক এরূপ বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا (صحيح مسلم رقم الحديث : 2305)

"রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - "আমি তোমাদেরকে, কবর জিয়ারত করতে অতীতে নিষেধ করেছিলাম; কিন্তু এখন তোমরা জিয়ারত করতে পার।""[২৩১]

আবু হুরায়রা কর্তৃক এরূপ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّى فِى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِى أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِى فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ (صحيح مسلم رقم الحديث : 2304)

"রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মায়ের কবর জিয়ারৎ করার সময় রোদন করলেন এবং তাঁর সাথে থাকা সাহাবারাও রোদন করলেন। এরপর

২৩১ সহীহ্ মুসলিম, হাদিস নং ২৩০৫, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩১৪।

নবীজী বললেন -"আমি তাঁর হয়ে তওবা করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম, আল্লাহ্ আমাকে তা' মঞ্জুর করেননি। অতঃপর আমি তাঁর কবর জিয়ারৎ করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম এবং আল্লাহ্ আমাকে তা' মঞ্জুর করেছেন। তোমরা কবর জিয়ারৎ করবে, কারণ এতে করে মৃত্যু ও পরকালের কথা তোমাদের মনে পড়বে।""[২৩২]

সাহাবাদের খিলাফতের সময়ে মৃতদের মৃতদেহ এক নগর হতে অন্য নগরে স্থানান্তর করার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। সা'দ বিন্ আবি ওয়াক্কাস্ এবং সায়ীদ বিন্ যাইদ্ এর মৃতদেহ আকিক নগর হতে মদীনাতে এবং আব্দুর রহমান বিন্ আবু বক্‌র এর মৃতদেহ আবিসিনিয়া হতে মক্কা শরীফে স্থানান্তরিত করে সেখানে তাঁদেরকে কবরস্থ করা হয়েছিলো।[২৩৩]

অতএব, একথা বলা যেতে পারে যে, যুক্তিসিদ্ধ কোনো কারণে, মৃতদের নিকটাত্মীয় বা নিজ দেশের অনুরোধক্রমে, এক স্থান হতে অন্য স্থানে, মৃতদেহ স্থানান্তর করার বিষয়টি, ইসলামের লক্ষ্য ও মূলনীতিসমূহের সাথে এবং সাধারণ বিধিসমূহের সাথে, অসঙ্গত নয়। যেহেতু জেনেভা কনভেনশনসমূহের বিধানাদি ইসলামে বিধৃত মানবিকতার নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্রগুলিও উক্ত কনভেনশনসমূহে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রপক্ষ, সেহেতু, একথা বলা যেতে পারে যে, উক্ত কনভেনশনসমূহের বিধানাদি অনুযায়ী কোনো কিছু করা হলে তা' শরি'য়াহ্ কর্তৃক অনুমোদিত।

মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থকরণ

মানবকুলের সবারই রয়েছে, জীবিতাবস্থায় তো বটেই এবং এমনকি মৃত্যু-পরবর্তীতেও, শ্রদ্ধাশীল আচরণপ্রাপ্তির অধিকার। সকল মুসলিম, ধনী-গরিব-শাসক-সাধারণ জনতা, একই পদ্ধতি অনুযায়ী কবরস্থ হন। মৃত ব্যক্তিকে, বিলম্বে দাফন জনিত ক্ষয়কে এড়ানোর জন্য, অবশ্যই যথাসঙ্গত দ্রুততার সাথে দাফন ও কবরস্থ করতে হবে।

দিনের অথবা রাতের যেকোনো সময়ে মুর্দাকে দাফন ও কবরস্থ করার বিষয়টি অনুমোদনযোগ্য। কবরস্থ করতে হয় এমনভাবে, যেনো মৃতদেহটি বিভিন্ন পশু-

---

[২৩২] সহীহ্ মুসলিম, হাদিস নং ২৩০৪

[২৩৩] Fiqhus Sunnah by As-SayyidSabiq vol.4 p.79 (English version)

পাখির উপদ্রব এবং ভক্ষণের শিকার না হয়, এবং, দুর্গন্ধজনিত কারণে বা অন্য কোনোভাবে, মৃতদেহটি যেনো পরিবেশে কোনো বিরূপ প্রভাবের কারণ না হয়। সেজন্যই কবরের গভীরতা হতে হবে মুর্দার শরীরের দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ, কিংবা একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের গড়-পড়তা উচ্চতার অর্ধ্বাংশের মাপের সমপরিমান গভীরতাসম্পন্ন।

পবিত্র আল-কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেছেন - "আমি কি এমন ব্যবস্থা করিনি, যদ্বারা, পৃথিবী তার বুকে ধরে রাখে জীবিতদেরকে এবং মৃতদেরকেও?" (৭৭:২৫-২৬)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (77: 25-26)

পবিত্র আল-কুরআনের অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (5:31)

"তখন, তার ভাইয়ের মৃতদেহ কিভাবে ঢাকবে তা, দেখানোর জন্য, আল্লাহ্ সেখানে একটি কাক পাঠিয়ে দিলেন এবং সেটি সেখানকার মাটি খুঁড়ছিলো। সে বললো, "হায়, আমি কি এই কাকটির মতনও হতে পারিনি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ ঢাকার ব্যাপারে? এবং সে অনুতপ্ত হলো।"" (৫:৩১)

উমার বিন আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়ালা তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি ইয়ালা বিন মুবারাহ্কে এরূপ বলতে শুনেছেন যে

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْلىٰ بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ يَقُوْلُ سَافَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْتُهُ يَمُرُّ بِجِيْفَةِ اِنْسَانٍ فَيُجَاوِزُهَا حَتّىٰ يَأْمُرَ بِدَفْنِهَا لَا يَسْأَلُ أَمُسْلِمٌ هُوِ اَمْ كَافِرٌ (الدارقطنى ج 2 ص 473)

“রাসুলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এর সাথে আমি একাধিকবার সফরসঙ্গী ছিলাম এবং আমি কখনোই এমনটা দেখিনি যে তিনি কোনো মৃত মানবদেহকে পাশ কাটিয়ে গেছেন, বরং, তা' কবরস্থ করার জন্য তিনি আদেশ করতেন এবং জানতেও চাইতেন না যে সেই মৃতদেহটি কোনো মুসলিমের নাকি অমুসলিমের।”[২৩৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে মৃতদেহ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়

* মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ অবশ্যই ধৌতকরণপূর্বক কাফনের কাপড়ে মুড়িয়ে আবদ্ধ করে কবরস্থ করবার জন্য প্রস্তুত করতে হবে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য অবশ্যই জানাজার নামাজ আদায় করতে হবে।

* মৃতদেহটিকে কাপড়ে মুড়িয়ে আবদ্ধ করবার কাজটি একটি সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা, প্রয়োজনে একটি মাত্র কাপড়ের দ্বারা হলেও, যা' অবশ্যই পালন করতে হবে।

* কাফনের কাপড়টি হতে হবে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন এবং সেটি আয়তনে যথেষ্ট বড় হতে হবে যেনো তার দ্বারা মুর্দার মৃতদেহের সমস্ত অংশ আচ্ছাদিত করা যায়। অধিকন্তু, কাফনের কাপড়ের রং সাদা হবে এবং সম্ভব হলে এটিকে সুগন্ধিযুক্ত করার ব্যাপারে তাগিদ রয়েছে। (তিরমিযি, ইব্ন্ মাজাহ্, মুসনাদ্-ই-আহ্মাদ)।

* মুর্দা বা মৃত ব্যক্তি নর অথবা নারী যা'ই হোক না কেনো, কারো জন্যই রেশমের বস্ত্রকে কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহার করা যাবেনা।

* মুর্দা বা মতৃ ব্যক্তির জন্য জানাজা নামাজ আদায় করার কাজটি একটি সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা বা ফরয্ কিফায়া এবং একইসাথে তা' অনেক নেকীর দ্বারা পুরস্কৃত ইবাদতও বটে।

* কয়েকজন মুর্দার মৃতদেহের জন্য একত্রিতভাবে একটি জানাজার নামাজ আদায় করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, জানাজার নামাজ আদায় করবার সময়ে, তাঁদের মধ্য হতে শ্রেয়তর/জ্যেষ্ঠতর মুর্দার মৃতদেহকে ইমামের নিকটতর অবস্থানে রেখে পৃথক পৃথক সারিতে মৃতদেহসমূহকে রাখতে হবে।

২৩৪ দ্বারকুতনি, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৭৩।

* মৃতদেহসমূহের সংখ্যাধিক্যের কারণে পর্যাপ্তসংখ্যক কবরের অভাব উদ্ভূত হলে একটি কবরে একাধিক মৃতদেহ কবরস্থ করার জন্য শর্তসাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

* হানাফি মায্হাবের মতানুসারে মুর্দার মারা যাবার স্থান হতে তাঁর মৃতদেহটি অন্য কোনো শহরে বা দেশে স্থানান্তর করার কাজটি কাংখিত নয়। তবে, মালিকি মায্হাবের মতানুসারে তেমনটা করার কিছু সুযোগ রয়েছে।

* মৃতদেহ বিক্রয় করার বিষয়টি কোনোভাবেই অনুমোদিত নয়।

* স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধে নিহত শত্রুপক্ষীয় লোকেদের মৃতদেহকে অসম্মান বা অপবিত্রায়িত করাকে, ইসলামের আওতাধীনে নিষেধ করেছেন। একটি যুদ্ধে যখন শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধারা মুসলিম যোদ্ধাদের মৃতদেহসমূহের অঙ্গচ্ছেদন করছিলো, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সৈন্যদেরকে আদেশ করেছিলেন তেমনটি না করার জন্য। আরেকটি যুদ্ধের পরে. প্রতিপক্ষীয় সেনাদল, তাদের একজন রণ-যশসম্পন্ন যোদ্ধার দেহ ফেরত নেবার জন্য, বিনিময়-মূল্য দিতে চেয়েছিলো। সেই প্রস্তাবের জবাবে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন - “আমি মৃতদেহ বিক্রি করিনা। তোমরা তোমাদের ধরাশায়ী সহযোদ্ধার শবদেহ নিয়ে যেতে পারো।”[২৩৫]।

* সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় কোনো গর্ভবতী নারী মারা গেলে, গর্ভস্থ শিশুটি যদি জীবিত থাকে, তখন গর্ভস্থ শিশুটিকে বের করবার জন্য উক্ত গর্ভবতী মায়ের মৃতদেহে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হবে। কিন্তু গর্ভস্থ শিশুটিও যদি মারা যায়, উক্ত গর্ভবতী মায়ের মৃতদেহে কোনো রকমের অস্ত্রোপচারের অনুমতি প্রদান করা হবেনা।[২৩৬]

---

২৩৫ আল সিরা আল নবুবিয়্যাহ ইবনে হিসাম, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৫।

২৩৬ আল ফাত্ওয়া আল হিন্দিয়া ও ফাতহ্ আল কাদির।

* একান্তই যুক্তিসিদ্ধ ও বৈধ কোনো কারণ ব্যতীত শবদেহের ব্যবচ্ছেদ করার বিষয়টি ইসলামে অনুমোদিত নয়; কারণ, তার দ্বারা সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির মৃতদেহের পবিত্র-অলংঘনীয়তা অনেকাংশে লংঘিত হয়।

* একজন মৃত মুসলিমের মৃতদেহের অর্ধাংশের চেয়ে অধিক অংশ পাওয়া গেলে তা' ধৌতকরণপূর্বক উক্ত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জানাজার নামাজ আদায় করতে হবে।

সমাপনিকা

বিশ্বের সকল প্রধান ধর্মবিশ্বাসসমূহ, মানবিক মূল্যবোধ ও প্রথাসমূহ মানবিক মর্যাদার পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করেছে। জীবিত বা মৃত সর্বাবস্থায় মানুষের মর্যাদা অলংঘনীয় এবং পবিত্র। মৃতদেরকে অসম্মান বা অপবিত্র করে এমন যেকোন কাজকেই ইসলাম নাকচ করে এবং নিষিদ্ধ করে। মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদ, বিকৃতকরণ অথবা মৃতদেহের প্রতি অসম্মানমূলক যে কোন ঘৃণ্য আচরণ বা কাজকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধরনের অপকর্মসমূহ সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষার খেলাফ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লংঘন। মৃতদেহ ধৌতকরণ, কাফনের কাপড় মুড়িয়ে আচ্ছাদিতকরণ, মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার নামায আদায় করা এবং সবশেষে মৃতদেহকে কবরস্থ করার বিষয়াদির ওপর ইসলামে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সকল কাজই ফরয-ই-কিফায়া বা সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে বিবেচিত হয়। বস্তুত মৃতদেহের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানসমূহ সকল ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধেরই যথার্থ প্রতিফলন ।

৪. মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রসঙ্গে ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সমান্তরাল পর্যালোচনা

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ
মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম

অব্যবহিত পুর্ববর্তী অধ্যায় দু'টিতে আমরা ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কিভাবে মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে এবং শ্রদ্ধাশীলতা নিশ্চিত করে তা চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি। ইতোমধ্যে এটি প্রামাণ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ইসলামে এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের আওতাধীনে সনাক্তকরণ থেকে শুরু করে সৎকার করা পর্যন্ত মৃতদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা ও শ্রদ্ধাশীলতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বক্তব্যের দ্বারা অবশ্য এটি বুঝানো হয়নি যে, ইসলাম এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন উভয়েরই মূল্যবোধসমূহ এবং বিধানাদি হুবহু একই রকমের। ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধাশীলতা নিশ্চিত করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার সমান্তরাল বিশ্লেষণের জন্য আমরা এই পর্বে চেষ্টা করব।

৪.১ নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করা[২৩৭]

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাম্প্রতিক বিধানিক ব্যবস্থাধীনে কোনো আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাতে বিবাদমান পক্ষসমূহ, নিখোঁজ ব্যক্তিদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্যাদি প্রদান করার জন্য, বাস্তবায়নযোগ্য সবধরনের পদক্ষেপ আবশ্যিকভাবে প্রণয়ন ও গ্রহণ করতে বিধানিক বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ। এই সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অন্তঃস্থ নীতি হচ্ছে সামাজিক একক হিসেবে পরিবারকে এবং তার গুরুত্বকে সুরক্ষিত করা, সশস্ত্র সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে বিশেষ প্রযত্ন প্রদান করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ পুণঃপ্রতিষ্ঠা করা। পরিবারের নিখোঁজ

২৩৭ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC I, Art. 15, GC II, Arts. 18, 21, GC IV, Art. 16, AP I, Arts. 17, 33, CIHL, Rule 112.

সদস্যের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অন্যদের জানার অধিকারের প্রতি জোরালো স্বীকৃতি প্রদান করে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, নিখোঁজ সদস্যের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করবার মাধ্যমে তাঁদের জন্য সহায়তামূলক ভূমিকা পালন করতে চায়; যেন, উক্ত নিখোঁজ সদস্য তৎপূর্বেই লোকান্তরিত হয়ে থাকলে, তাঁর আপনজনেরা দেহাবশেষের অবস্থানস্থলে তাঁদের শ্রদ্ধা-স্মরণটুকু অন্ততঃ জ্ঞাপন করতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য পরিবারসমূহের অধিকারকে প্রায়োগিক রূপ দেবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যেসব ব্যক্তিদের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে, বিভিন্ন কলা-কৌশল ও পন্থা প্রয়োগপূর্বক, তাঁদের অনুসন্ধান করবার জন্য, সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের হদিস যখন পাওয়া যায়, সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধানসমূহ তখন ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। নিখোঁজ ব্যক্তিকে জীবিতাবস্থায় পাওয়া না গেলে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, মৃতদের প্রতি সম্মান সম্পর্কিত বিধানসমূহ, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য হবে।

নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করার বিষয়টি ইসলামের বিধানাধীনে আবশ্যিক। অন্যরূপ প্রমাণিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো নিখোঁজ ব্যক্তিকে জীবিত হিসেবে ধরা হয়। সম্পত্তি, লেনদেন এবং পারিবারিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত এমন অনেক বিধানিক বিষয়াদি রয়েছে যার সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আগে নিশ্চিত হতে হয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কি জীবিত আছেন নাকি লোকান্তরিত হয়েছেন। ইসলামের বিধানাধীনে নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে অনুসন্ধান করার বিষয়টি জরুরী-দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা দরকার; কারণ, দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দ্বারা অন্ততঃপক্ষে সেইসকল লোকদেরকে সাহায্য করা যেতে পারে যাঁদের জন্য কোনো ধরণের আশু-সাহায্যের একান্তই দরকার। ইসলামের অনুশাসনে বলা হয়েছে, কেহ যদি একজন লোকের প্রাণ রক্ষা করে সে যেনো সমগ্র মানবকুলেরই প্রাণ রক্ষা করলো।

এই সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেছেন - "সেজন্যই আমরা বনী ঈসরায়েলের প্রতি বিধান জারী করলাম যে, কোনো মানবাত্মাকে রক্ষার প্রয়োজনে কিংবা ধরণীপৃষ্ঠে (কৃত) কোনো গুরুপাপের কারণে ব্যতীত, যদি কেহ মানব-হত্যা করে সে যেনো সমগ্র মানবতাকেই হত্যা করলো এবং যে ব্যক্তি কারো প্রাণ রক্ষা করে সে যেনো সমগ্র মানবতাকেই রক্ষা করলো।" (৫:৩২)

মৃতদেহসমূহকে খুঁজে বের করা ও সংগ্রহ করা[২৩৮]

সৎকার ব্যতীত বিনষ্ট হবার থেকে মৃতদেহসমূহকে সুরক্ষিতকরণ এবং ভদ্রস্থভাবে মৃতদেহসমূহকে সৎকারের জন্য এবং মৃতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য সুরক্ষাসমূহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, ১৯৪৯ সনের চারটি জেনেভা কনভেনশন ও এদের অতিরিক্ত প্রটোকলসমূহের এবং প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিভিন্ন বিধানসমূহের দ্বারা, কোনরূপ প্রতিকূল-বৈষম্য ব্যতিরেকে, মৃতদেহসমূহকে খুঁজে বের করা ও সংগ্রহ করার জন্য, সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহের ওপর কঠোরতর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

মৃতদেহসমূহকে সৎকারের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এবং মুর্দা (মৃত ব্যক্তি) ও তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যকার সকল পারস্পরিক দায়-দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের জন্য মৃতদেহসমূহকে সংগ্রহের কাজটি প্রথম পদক্ষেপ। ইসলামের অনুসারী কোনো মুর্দার জন্য জানাজার নামাজ আদায় করা ব্যতীত তাঁর মরদেহকে কবরস্থ করা ইসলামে অনুমোদিত নয়। বদর-এর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ জারী করেছিলেন, পঁচে-গলে যাবার পূর্বেই, যুদ্ধে নিহতদের মৃতদেহসমূহকে সংগ্রহ করে কবরস্থ করার জন্য।

৪.২ মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান[২৩৯]

ঐতিহাসিক নৃশংস হত্যাযজ্ঞসমূহ, ব্যক্তি-মর্যাদার ওপর আক্রোশমূলক ঘৃণ্য আচরণ, মৃতদেহের অঙ্গহানিকরণ, ইত্যাদি অমানবিক আচরণের ঘৃণ্য অভিজ্ঞতার স্মৃতি স্মরণে রেখে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, মৃতদের প্রতি অমানবিক-অবমাননাকর ও অসম্মানজনক আচরণ কিংবা লুণ্ঠন বা অপবিত্রায়ন হতে মৃতদেরকে সুরক্ষিতকরণের উদ্দেশ্যে, একটি কার্যকরী সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলবার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

ইসলামী শরীয়ত অনুসারে, ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে, সকল মৃত ব্যক্তির প্রতিই শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করতে হয়। রাসুলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

২৩৮ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC IV, Art. 16, AP I, Art. 34, AP II, Art. 4

২৩৯ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC I, Art. 15, GC II, Art. 18, GC IV, Art. 16, AP II, Arts. 4, 8, CIHL, Rule 113.

সাল্লাম) স্বয়ং, উপবিষ্ট অবস্থা হতে জনৈক ইহুদীর শবযাত্রার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে, এই সংক্রান্ত অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর সাহাবা-সাহাবীদেরকে বলেছেন যেকোনো শবযাত্রার জন্যই তেমনটা করতে। বাস্তবতঃ রাসুলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক এই সদাচার এবং অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ দ্বারা এটিই পরিস্ফুটিত হয় যে ইসলামের দৃষ্টিতে, মানবিক-মর্যাদাকে, ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে এবং এমনকি ব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্তীতেও, সবসময়ই উর্দ্ধে রাখতে বলা হয়েছে। মৃতদেহের অঙ্গহানিকরণ অথবা বিকৃতকরণ বা অংশচ্ছেদন অথবা অস্থিভঙ্গকরণ কিংবা কোনো আকার বা ধরণে, মৃতদের অবমাননাকে ইসলাম জোরালোভাবে নিষিদ্ধ করেছে। মৃতদের প্রতি কিংবা জীবিতদের প্রতি, সংঘটিত যেকোনো অপরাধ, ইসলামের আওতাধীনে পাপ-মাত্রায় সমতুল্য। ইব্ন্ মাযা কর্তৃক উল্লেখকৃত একটি হাদিসের বর্ণনানুসারে, রাসুলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, কোনো মৃত ব্যক্তির মৃতদেহের হাড় ভেঙ্গে ফেললে ঠিক ততটুকুই পাপ হয়, ঐ ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় তেমনটা করলে যতটুকু পাপ হতো। এই হাদিসের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানবকুলের যেকোনো সদস্যই, এমনকি তার মৃত্যুর পরেও, ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণ মানবিক-মর্যাদা সহকারেই বিবেচিত হয়।

সৎকার ব্যতীত বিনষ্ট হওয়া থেকে মৃতদেহসমূহের সুরক্ষিতকরণ[২৪০]

“মৃতদের প্রতি সম্মান” দ্বারা প্রাথমিকভাবে বুঝায় সৎকার ব্যতীত বিনষ্ট হবার থেকে মৃতদেহকে সুরক্ষিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানাধীনে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য, যেকোনো সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহর ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

একইভাবে, ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকে তাঁদের ধর্মীয় বিধান দ্বারা বলা হয়েছে, সৎকার ব্যতীত বিনষ্ট হবার থেকে মৃতদেহকে সুরক্ষিতকরণের জন্য, সর্বাবস্থায় সর্বসাধ্য, ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য। এজন্যই ইসলামে বলা হয়েছে, মুর্দাদেরকে দাফন ও কবরস্থ করবার, আবশ্যিক কাজটি যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করতে।

২৪০ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC I, Art. 16, GC II, Art. 19, CIHL, Rule 116.

সৎকারের পূর্বে মৃতদের পরিচয় নিশ্চিতকরণ[২৪১]

মৃতদেহসমূহ সংগ্রহ করার পর এবং সেগুলি বিনষ্ট হবার পূর্বে, মৃতদেরকে ঠিকভাবে সনাক্ত করবার উদ্দেশ্যে, তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যাদি [যেমন, নাম, জন্ম-তারিখ, আটকের কিংবা মৃত্যুর তারিখ ও স্থান এবং অসুস্থতা বা ক্ষত অথবা মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি] জানবার জন্য, সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহ সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। মৃত ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয় অনুসারে ভূদ্রস্থ-সমাহিতকরণের জন্য এবং মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ ও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি তাঁর আবাস-রাষ্ট্রের কাছে ফেরৎ পাঠানোর জন্য এবং অনেকগুলি জটিল আইনী, বিশেষত দিওয়ানী আইনের সাথে সম্পর্কিত, বিষয়াদি নিরসনের জন্য, সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষসমূহের প্রতি এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

যেকোনো মৃতদেহেরই পরিচয় অবশ্যই সনাক্ত হতে হবে। ইসলামের আওতাধীনে, কোনো অপরাধেরই শাস্তি এড়িয়ে যাবার সুযোগ নাই। সামাজিক-ন্যায়বিচারের জন্যে হলেও অন্ততঃ এটুকু জানা প্রয়োজন যে অপরাধটির সংঘটনকারী কে এবং কে ঐ অপরাধের শিকার বা তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। শরি'য়াহ্‌র এমন অনেক বিধান আছে, শুধুমাত্র উপরোক্ত সকল তথ্যসমূহ যাচাই করার পরেই, সেই সংক্রান্তে সিদ্ধান্ত প্রদান করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হত্যার অপরাধের শিকার কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহিত পুরুষ হয়ে থাকে, তবে তাঁর স্ত্রীকে, অপেক্ষার কাল-মাত্রা অতিবাহিত করতে হবে, যার গণনা শুরু হবে সংশ্লিষ্ট পুরুষের মৃত্যুর দিন হতে এবং সুনির্দিষ্ট সময় (চার মাস দশ দিন) অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত, কিংবা, তন্মধ্যে উপরোক্ত নারী গর্ভাবস্থা অনুভব করলে, গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম হওয়া পর্যন্ত, উক্ত অপেক্ষার কাল-মাত্রা চলমান থাকবে। উত্তরাধিকার, তালাক্ব, দানপত্র (bequest) ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শরি'য়াহ্‌র বিধান বাস্তবায়ন করতে হলে, মৃত্যুর তারিখ ও স্থানসহ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যাদিরই প্রয়োজন হয়।

মৃতদেহসমূহ পরীক্ষাকরণ [২৪২]

মানবতা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করে। নিঃসন্দেহে কোনো ব্যক্তিকে সৎকার করার পূর্বে এটি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে

২৪১ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC I, Art. 17, GC II, Art. 20, GC III, Arts. 17, 120, 121, GC IV, Art. 131

২৪২ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC III, Art. 120, GC IV, Arts. 129, 138 AP I, Art. 33

সেই ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই মারা গিয়েছে কিনা। মৃত্যুর যথাযথ কারণ যাচাই করবার জন্য, যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে সর্বাধিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসা-সহকারী এবং যোগ্য কর্মকর্তা কর্তৃক, সযত্ন ও সতর্ক ডাক্তারী পরীক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পন্ন করা একান্তই দরকার। এতদ্ব্যতীত, কোনো বন্দী অথবা যুদ্ধবন্দীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে, মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হবার উদ্দেশ্যে এবং প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করার পর তাকে প্রযোজ্য আইনের বিধানাধীনে শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে, আনুষ্ঠানিক তদন্ত পরিচালনার জন্য, বিবাদমান পক্ষসমূহের ওপর, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানাদি দ্বারা, অবশ্যপালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অস্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সযত্ন ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন করা আবশ্যিক। ইসলাম সর্বদাই ন্যায়বিচারের পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করে। কোনো অপরাধেরই শাস্তি এড়িয়ে যাবার কোনো সুযোগই ইসলামের আওতাধীনে নাই।

মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদ প্রদান[২৪৩]

মৃতদের প্রতি সম্মানের এই দিকটির মাধ্যমে নিজেদের আপনজনের মৃত্যুর কারণাদি ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বিষয়ে মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের অধিকারকে বলীয়ান করা হয়। মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদে বিভিন্ন ধরণের তথ্য থাকে, যেমন, সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ ও স্থান এবং কারণ, দাফনের স্থান ও সময়, দাহকরণের ক্ষেত্রে তদ্রুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ, সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির কবরকে সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করার জন্য দরকারী সকল বর্ণনা, ইত্যাদি। সেহেতু, দিওয়ানী আইন সংক্রান্ত অনেক বিষয়ের সমাধানের লক্ষ্যে, মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদ প্রস্তুতকরণ এবং প্রদানের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানাদি দ্বারা, অবশ্যপালনীয় করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ ও স্থান এবং কারণ উল্লেখপূর্বক প্রস্তুতকৃত ও প্রদত্ত মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদ নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়। এর দ্বারা উত্তরাধিকার, তালাক্ব, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঈদ্দত বা অপেক্ষার কাল-মাত্রা ইত্যাদি অনেক বিষয়েই বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটি সহজসাধ্য হয়। যেহেতু দৈনন্দিন ব্যবসা-

২৪৩ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC I, Art. 17, GC III, Art. 120, AP I, Art. 34.

বাণিজ্য, লেনদেন, ইত্যাদি লৌকিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রেও, দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষর সহযোগে, লিখিতভাবে সেগুলিকে সম্পন্ন করার জন্য, পবিত্র আল-কুর'আনের দীর্ঘতম আয়াতে, জোরালোভাবে বলা হয়েছে; মৃত্যু-প্রত্যয়ন-সনদের মত দালিলীক গুরুত্বসম্পন্ন একটি সনদের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সেই ঐশী তাগাদা আরো বেশী প্রযোজ্য।

মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ ফেরত প্রদান[২৪৪]

একদিকে বৈচিত্র্যময় প্রথাসমূহের বহুমুখী প্রবণতা এবং অন্যদিকে মৃত ব্যক্তির ও তাঁর স্বজনদের একান্ত আবেগের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য করে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, মৃতদের দেহাবশেষ বা দেহভস্ম তাঁদের নিজ দেশে স্থানান্তরকরণ সংক্রান্তে, মধ্যপন্থা অনুসরণ করেছে। মৃতদের দেহাবশেষ বা দেহভস্ম তাঁদের নিজ দেশে স্থানান্তরকরণের কাজটি সহজ করার উদ্দেশ্যে, সরকারী কবর-নিবন্ধন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে বিধানভুক্ত হলেও সংশ্লিষ্ট বিধানটি ধরণগতভাবে আবশ্যিক বাধ্যবাধকতাযুক্ত নয়। তবে, এক্ষেত্রেও, যেকোনো প্রকারের কদাচার বা অসম্মান থেকে মৃতদের দেহাবশেষ বা দেহভস্ম সমূহকে সুরক্ষিত করার দায়িত্বটি কিন্তু আবশ্যিক।

ইসলামের বিধানিক-যুক্তি অনুযায়ী, সাধারণতঃ ইসলাম ধর্মের অনুসারীগণ, মৃত ব্যক্তির লোকান্তরিত হবার স্থানের নিকটস্থ কোনো জায়গাতে তাঁকে কবরস্থ করেন। ভিনদেশে মৃত কোনো ব্যক্তির মৃতদেহ তাঁর নিজ দেশে স্থানান্তরিতকরণের বিষয়টিকে সাধারণতঃ ইসলামী বিধানে উৎসাহিত করা হয়নি। তবে, মালিকি মাযহাবের মতানুসারে, মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গ তেমনটা ইচ্ছা করলে, মৃতদেহ তাঁর নিজ দেশে স্থানান্তরিতকরণে ক্ষতিকর কোনোকিছু নেই।

মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ফেরত প্রদান[২৪৫]

মৃতদের রেখে যাওয়া নিত্য-ব্যবহৃত দ্রব্যাদির প্রতি তাঁদের পরিবারবর্গের আবেগানুভূতি ও আবেগের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে, ঐ সমস্ত দ্রব্যাদিকে

---

২৪৪ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC I, Art. 16, GC II, Art. 19, GC III, Art. 122, GC IV, Art. 139, AP I, Art. 34, CIHL, Rule 114.

২৪৫ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC I, Art. 17, GC II, Art. 20, GC III, Art. 120, GC IV, Art. 130, CIHL, Rule 115.

মোড়কাবদ্ধ করে, মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে একটি বিবরণী এবং মোড়কের অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদির পূর্ণ তালিকা সহযোগে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও যত্ন সহকারে সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির নিজ দেশে স্থানান্তরিতকরণের জন্য সশস্ত্র সংঘাতের বিবাদমান পক্ষসমূহের ওপর আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধান দ্বারা কঠোর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

মৃতদের সাথে থাকা সমস্ত ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি তাঁর বৈধ অভিভাবক এবং উত্তরাধিকারদের কাছে অবশ্যই হস্তান্তর করতে হবে। এই সংক্রান্তে পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে

إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (٥٨)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন আমানতসমূহকে হকদারদের কাছে (অর্থাৎ, ন্যায়সঙ্গত পাওনাদারদের কাছে) ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।" (৪:৫৮)

যেহেতু মৃতদের সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে ইচ্ছাপত্র ও দানপত্রের বাধ্যতামূলক কার্যকরিতা রয়েছে, সেগুলিকে সর্বোচ্চ-সম্ভব যত্ন সহকারে (তাঁর বৈধ অভিভাবক এবং উত্তরাধিকারদের কাছে) অবশ্যই ফেরৎ পাঠাতে হবে। এই সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

"তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায় তাহলে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ওসিয়ত করে যাবার বিধান তোমাদের জন্য ফরয করা হলো। এটা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য" (২:১৮০)

৪.৩ মৃত ব্যক্তির দাফন[২৪৬]

যথাযথভাবে মৃতদেহের সৎকারের বিষয়টি মৃতদের প্রতি সম্মানের ধারণার সাথে, প্রশ্নাতীতভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিদ্যমান আইনী বুননের বিধানাধীনে, শ্রদ্ধাশীলতা ও সম্মান সহকারে মৃতদেহের সৎকার সংক্রান্ত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বিবাদমান পক্ষসমূহের ওপর জোরালো বিধানিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

মৃতদেরকে সৎকার করবার কাজটি একটি আবশ্যিক কর্ম, সামষ্টিক কর্তব্য। ইসলামে সৎকারের একমাত্র পন্থা হচ্ছে কবরস্থ করা। এই পৃথিবীর বুকে প্রথম নরহত্যার ঘটনার পর একটি কাকের দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা মানবজাতিকে শিখিয়েছিলেন যে মৃত মানবদেরকে অবশ্যই কবরস্থ করতে হবে।

উমার বিন আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়ালা তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি ইয়ালা বিন মুবারাহ্কে এরূপ বলতে শুনেছেন যে - "রাসুলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আমি একাধিকবার সফরসঙ্গী ছিলাম এবং আমি কখনোই এমনটা দেখিনি যে তিনি কোনো মৃত মানবদেহকে পাশ কাটিয়ে গেছেন, বরং তা' কবরস্থ করার জন্য তিনি আদেশ করতেন এবং জানতেও চাইতেন না যে সেই মৃতদেহটি কোনো মুসলিমের নাকি অমুসলিমের।"

কবরসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ[২৪৭]

কবরসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ কোনোভাবেই মৃতদের প্রতি সম্মানের ধারণাটির আওতাবহির্ভূত কোনো কিছু নয়। যেকোনো রকমের অপবিত্রায়ন বা প্রতিধার্মিক অনাচারের বিপরীতে, কবরসমূহের জন্য প্রশ্নাতীত ও যথাসর্ব্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীলতার কর্মজালকে আরো জোরালোকরণের উদ্দেশ্যে নিরতাত্মক ও সক্রিয়তাভিত্তিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য, প্রতিরোধাত্মক ও সুরক্ষামূলক বিধানিক বয়নে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বর্তমান বিধানিক অবকাঠামোর অধীনে সংঘাতের পক্ষসমূহের ওপর বিধানিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

---

২৪৬ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC I, Art. 17, GC III, Art. 120, GC IV, Art. 130, AP I, 34, CIHL, Rule 115.

২৪৭ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC I, Art. 17, GC III, Art. 120, GC IV, Art. 130, AP I, Art. 34.

তদুপরি, যদি মৃতদের আবাস-রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট গোরস্থান বা সমাধিক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ-ব্যয়সমূহ নির্বাহ করতে প্রস্তুত থাকে, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন যেই রাষ্ট্রপক্ষের ভূখণ্ডে সমাধিস্থলসমূহ অবস্থিত সেই রাষ্ট্রপক্ষ, কবরস্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বর্তমান বিধানাধীনে কঠোর দায়বদ্ধতাধীন।

এমনকি মৃত্যু-পরবর্তীতেও বহমান মানবিক-মর্যাদার দর্শনের ধারণকারী ধর্ম ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কবরের উপরে বসা বা হেলান/ঠেস্ দেয়া অথবা হাঁটা নিষিদ্ধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞাটির ভিত্তি নিম্নোল্লিখিত হাদিসটি -

আমর্ ইব্ন্ হাজ্ম্ কর্তৃক এরূপ বর্ণিত হয়েছে, "রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে একটি কবরের সাথে হেলান/ঠেস্ দিয়ে বসা অবস্থায় দেখলেন, এবং বললেন - "ঐ গোরবাসীর ক্ষতি কোরো না।"" - মাস্নাদ্ আহ্মাদ্

আবু হুরায়রা কর্তৃক এরূপ বর্ণিত হয়েছে, "রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন - "কবরের উপর বসার তুলনায় তোমাদের জন্য শ্রেয়তর হচ্ছে এমন কোনো গন্গনে জ্বলন্ত কয়লার উপরে বসা যা' তার উপরে বসে থাকা ব্যক্তির কাপড় ভেদ করে তার গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দেয়।" -আহ্মাদ্, মুসলিম এবং আবু দাউদ

কবরসমুহকে চিহ্নিতকরণ এবং সমাধিস্থলসমূহে দর্শনার্থীদের প্রবেশাধিকার [২৪৮]

মৃতদেরকে দাফনের পরবর্তীতে তাঁদের প্রতি অন্ত্যেষ্টিক শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন এবং মৃতদের অনুসৃত ধর্মবিশ্বাস সংযুক্ত কোনো আচারিক অনুষ্ঠান করা ইত্যাদির সাথে সমাধিস্থলসমূহে দর্শনার্থীদের প্রবেশাধিকারের বিষয়টি আবশ্যিকভাবে সম্পর্কিত। মৃতদের পরিবারবর্গের মনস্তাত্ত্বিক তাড়নার এই বিষয়টি অনুধাবন করেই; সমাধি-প্রস্তরে বা ক্রুশ-ফলকে সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির নাম, জন্ম-তারিখ, বিশেষ চিহ্ন, নথিভুক্তির তথ্যসূত্র-সংখ্যা ইত্যাদি টেকসইভাবে উৎকীর্ণ করার মাধ্যমে; কবরসমূহকে চিহ্নিত করার জন্য, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানাধীনে, সশস্ত্র সংঘাতের বিবাদমান পক্ষসমূহের প্রতি জোরালো নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, সমাধিস্থলসমূহে দর্শনার্থীদের প্রবেশাধিকার ও সুগম্যতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যেও বলা হয়েছে।

---

[২৪৮] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - s GC I, Art. 17, AP I, Art. 34.

কবরসমূহকে চিহ্নিতকরণ (এবং সমাধিস্থলসমূহে নির্দিষটকৃত দর্শনার্থীদের প্রবেশাধিকার) এর বিষয়টি ইসলামে অনুমোদিত এই জন্য যে, মৃতদের আত্মীয়গণ ও শুভাকাংখীরা যেনো সেখানে জিয়ারত করতে গিয়ে মৃতদের জন্য দোয়া করতে পারেন। শারীরিকভাবে জিয়ারত করা এবং মৃতদের রূহ্ এর মাগ্ফিরাতের জন্য (আত্মার অনন্ত শান্তির জন্য) দোয়া করার বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে একধরণের সৎকর্মমূলক ইবাদত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবা-সাহাবীদেরকে বলেছেন শারীরিকভাবে জিয়ারত করার জন্য, কারণ জিয়ারত করার সময়ে জিয়ারতকারীর মনে পরকাল সম্পর্কিত এবং নিজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কিত ভাবনার উদ্রেক হয়। কবরসমূহকে চিহ্নিত করা হলে তা' জিয়ারত করবার জন্য সহায়ক হয়। কবরসমূহের অবস্থান নথিভুক্তকরণের বিষয়টি একান্তই প্রশংসনীয়। কবরস্থানসমূহের পবিত্র-অলংঘনীয়তার আমানতকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে। যেকোনো ধরণের সম্ভাব্য লংঘন হতে কবরস্থানসমূহকে হেফাজত করার জন্য কবরসমূহের অবস্থান নথিভুক্তকরণ একটি উত্তম ব্যবস্থা।

সৎকার করবার পরবর্তীতে দাফনকৃতদেরকে সনাক্তকরণ[২৪৯]

মৃতদের পরিবারের সদস্যবর্গ বা আত্মীয়রা অথবা তাঁদের আবাস-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ যেনো শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করতে পারেন তা' নিশ্চিত করার জন্য, দাফনকৃতদেরকে সনাক্ত করা অর্থাৎ তাঁদের কবরের, স্থানিক অবস্থান খুঁজে বের করবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তদুপরি, সরকারী কবর-নিবন্ধন কার্যক্রম কর্তৃক সকল কবরসমূহের হালনাগাদ নথি সংরক্ষণ করতে হবে, যেনো পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে মৃতদেহসমূহকে কবর হতে উত্তোলন করা যায় কিংবা মৃতদের দেহাবশেষ বা দেহভস্ম যেনো তাঁদের নিজ দেশে স্থানান্তর করা যায়।

এটি একটি উপকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদ্বারা মৃতদের আত্মীয়গণ ও শুভাকাংখীরা সেখানে জিয়ারত করতে গিয়ে মৃতদের জন্য দোয়া করার বিষয়টি সহজসাধ্য হয়। শারীরিকভাবে জিয়ারত করা এবং মৃতদের রূহ্ এর মাগ্ফিরাতের জন্য (আত্মার অনন্ত শান্তির জন্য) দোয়া করার বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে এক ধরনের সৎকর্মমূলক ইবাদত।

---

২৪৯ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য - GC I, Art. 17, AP I, Art. 34.

এতদ্‌পূর্ববর্তী পর্যায়ক্রমিক আলোচনাতে এটি পরিস্ফুটিত হয়েছে যে ইসলাম এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন উভয় বিধানিক ব্যবস্থাধীনেই মানবিক মর্যাদার বিষয়টি অতি উচ্চ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি বিষয়। মানবিক মর্যাদার বিষয়টিকে এতটাই সম্মানের সাথে বিবেচনা করা হয় যে, মৃত্যুর পরে ও এ সম্পর্কিত মৌলিক সুরক্ষা ও শ্রদ্ধাশীলতার মানবিক ধারা বহমান থাকে। মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও ইসলামের (ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে) মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে ভিন্নতাও রয়েছে। এই ভিন্নতার অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে ইসলাম হলো আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধর্ম ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। পক্ষান্তরে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন হচ্ছে সুবিবেচনাপ্রসূত মানবিক প্রচেষ্টার বিনির্মিত ব্যবস্থা যা শুধুমাত্র সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

৫. লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম

মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম আইনের একজন শিক্ষক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। অভূতপূর্ব একাডেমিক ফলাফলের ভিত্তিতে তিনি অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং বৃত্তি লাভ করেছেন। তার গবেষণা পরিমণ্ডল আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, আইনি দর্শন, সাংবিধানিক আইন, ইসলামি আইন, বাণিজ্য আইন নিয়ে বিস্তৃত। তিনি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং ইসলামি আইনের উপর পাঠদান করেছেন। তিনি বাংলাদেশের ঢাকা জজ কোর্টে একজন তালিকাভুক্ত আইনজীবী। তিনি বিভিন্ন ইসলামি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের শরিয়াহভিত্তিক উপদেষ্টা মণ্ডলীর একজন সদস্য। তিনি কতিপয় গবেষণা সংস্থার সাথে যুক্ত আছেন। তিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ, ভারত এবং নেপালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উপর বিবিধ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আইসিআরসির রিসোর্স পার্সন হিসেবে কাজ করেছেন। তার লেখা গবেষণাপত্র শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে স্থান পেয়েছে।

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ পটিয়া, চট্টগ্রামের আল জামিয়াহ আল ইসলামিয়ার কুরআন বিজ্ঞান এবং ইসলামিক অর্থনীতির প্রসিদ্ধ একজন অধ্যাপক। তিনি পটিয়া, চট্টগ্রামের আল জামিয়াহ আল ইসলামিয়া থেকে ইসলামিক স্টাডিজ এর উপর মাস্টার্স ডিগ্রি (দাওরা ই হাদিস) লাভ করেন। ১৯৯২ সালের কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে তিনি বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে তিনি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ থেকে ইসলামিক স্টাডিজ উপর আরও একটি মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সৌদি আরবের ইমাম মোহাম্মাদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আরবি ভাষার একটি কোর্সে অংশগ্রহণ করে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হন। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ জামিয়া দারুস সুন্নাহ নিহীলা, টেকনাফ, কক্সবাজারে একজন মুহাদ্দিস হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি সৌদি আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুলফি, রিয়াদে অবস্থিত একটি ইসলামী কেন্দ্রে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি সৌদি আরবের বেসরকারি বিমান ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন অনুবাদক হিসেবে রিয়াদ সামরিক হাসপাতালে যোগদান করেন। ২০০১ সাল থেকে তিনি পটিয়া, চট্টগ্রামের আল জামিয়াহ আল ইসলামিয়ায় অধ্যাপনা করে আসছেন। বর্তমানে তিনি পাক্ষিক আরবি ম্যাগাজিন বালাগ-আশ-শারক এর সম্পাদক এবং চট্টগ্রামে প্রকাশিত নামকরা মাসিক বাংলা ম্যাগাজিন আত-তাওহীদের সহকারী সম্পাদক। তিনি চট্টগ্রামের হালিশহর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব। তিনি বাংলাদেশের অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, লেবানন, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্দোনেসিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, দাওয়াত এবং ইসলামী অর্থনীতির উপর অগণিত সেমিনার, কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি নারীদের অধিকার ও মর্যাদা, কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান এবং ইসলামী অর্থনীতির উপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তার গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশের প্রসিদ্ধ ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় এবং মাসিক জার্নালে প্রকাশিত হয়ে আসছে। তিনি আইসিআরসি কর্তৃক আয়োজিত কতিপয় অনুষ্ঠানের আলোচক ছিলেন।